



ভালোবাসা সবার তরে  
ঘৃণা নয়কো কারো 'পরে  
Love for All  
Hatred for None

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ

# পাঞ্চিক আহমদা

Fortnightly  
The Ahmadi  
Since 1922

নব পর্যায় ৭৯ বর্ষ | ৮ম ও ৯ম সংখ্যা

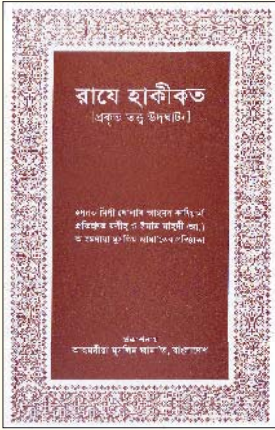
রেজি. নং-ডি. এ-১২ | ১ অর্থহায়ণ, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ | ১৪ সফর, ১৪৩৭ হিজরি | ১৫ নবুওয়ত, ১৩৯৫ হি. শা. | ১৫ নভেম্বর, ২০১৬ ইসাব্দ



গত ১১ অক্টোবর ২০১৬ ইং তারিখে  
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত কানাডার অন্তারিওতে  
“বাইতুল আফিয়াত” মসজিদের উদ্বোধন করেন  
হযরত খলীফাতুল মসীহু আল খামেস (আই.)



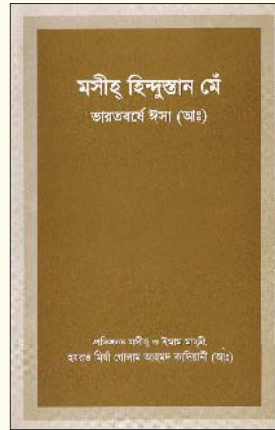
কানাডার বর্তমান প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো-এর সাথে হযরত মির্যা মাসরুর আহমদ খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)



হযরত মির্যা গোলাম আহমদ প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহ্দী (আ.) 'রায়ে হাকীকত' পুস্তকটি উর্দু ভাষায় ১৮৯৮ সালে প্রণয়ন করেন।

এতে তিনি (আ.) পবিত্র কুরআন, হাদীস, ঐতিহাসিক দলিল-প্রমাণ এবং তত্ত্ব-তথ্যের মাধ্যমে হযরত ঈসা (আ.)-এর জীবনের সঠিক ঘটনাবলী এবং ঘোষণাকৃত মুবাহালা সম্পর্কে কিছু হিতোপদেশ ও এর প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেন।

পুস্তিকাটি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছেন আমাদের শাধ্বেয় মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব, মুরব্বী সিলসিলাহ্ (অব.) উক্ত পুস্তিকাটি কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী থেকে সংগ্রহ করে জামা'তের সকল ভ্রাতা-ভগ্নিকে অধ্যয়ন করার আকুল আবেদন রইল।



হযরত মির্যা গোলাম আহমদ প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহ্দী (আ.) 'মসীহ হিন্দুস্তান মে' গ্রন্থটি উর্দু ভাষায় ১৮৯৯ সালে প্রণয়ন করেন।

এখানে তিনি (আ.) পবিত্র কুরআন, হাদীস, ঐতিহাসিক দলিল-প্রমাণ এবং তত্ত্ব-তথ্যের মাধ্যমে হযরত ঈসা (আ.)-এর ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার পর থেকে ভারতবর্ষে আগমন এবং স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুর বিষয়টি স্পষ্টভাবে তুলে ধরেন। এটি অত্যন্ত তথ্যবহুল একটি পুস্তক।

বইটি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছেন আমাদের শাধ্বেয় মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব, মুরব্বী সিলসিলাহ্ (অব.) উক্ত বইটি কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী থেকে সংগ্রহ করে জামা'তের সকল ভ্রাতা-ভগ্নিকে অধ্যয়ন করার আকুল আবেদন রইল।

**Hakim**

**Watertechnology**  
"Love For All, Hatred For None."  
"Best Water, Best Life"



House hold/Official



Commercial/Industrial



Pet Bottling

46/A Kakrail (VIP Roa), 2nd Floor, Dhaka-1000, Tel: 02-9337056, Cell: 01611-338989, 01711-338989  
E-mail: hakimwater@gmail.com, Web: www.hakimwatertechnology.com

## == সম্পাদকীয় ==

# যুগ-খলীফার ঐতিহাসিক কানাডা সফর

আল্লাহ তা'লার অশেষ কৃপায় গত ৭, ৮ ও ৯ অক্টোবর তারিখে কানাডার মিসিসিগায় আহমদীয়া মুসলিম জামাতের ৪০ তম বার্ষিক জলসা অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। জলসার পাশাপাশি আহমদীয়া মুসলিম জামাত, কানাডার ৫০ বছর পূর্তিও অত্যন্ত সাড়ম্বরে উদযাপিত হয়েছে। এবার হযরত আমীরুল মুমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) এর জ্যোতির্ময় উপস্থিতি এই জলসাকে এক ঐতিহাসিক মাত্রায় পৌঁছায়। হযূর (আই.) যখনই কোন সফরে যান আল্লাহ তা'লার ফেরেশতারা সেখানে নাযিল হয়। এই সফরও তার ব্যতিক্রম নয়। কানাডার পিস ভিলেজ, ভোঘান, অন্টারিওতে অত্যন্ত জাঁক-জমকপূর্ণ ভাবে হাজারো আহমদী মুসলমান হযূর (আই.)-কে অভিবাদন জানায়। এছাড়া সরকারের পক্ষ থেকে হযূর (আই.)-কে স্বাগত জানাতে আসেন ভোঘানের সম্মানিত মেয়র মরিজিয় বেভিলাক্কুয়া, অন্টারিওর সড়কমন্ত্রী স্টিভেন ডেল কুকা এবং জাতীয় সংসদ সদস্য ডেব শুল্ট। কানাডাতে এটি হযূরের ৬ষ্ঠ তম সফর। সারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে এ জলসাতে আহমদী, অ-আহমদী মেহমানবন্দও অংশগ্রহণ করেন।

গত ৩ অক্টোবর হযূর (আই.) লন্ডন থেকে কানাডার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। কানাডাতে হযূরের প্রতিটি দিন ইসলামের সেবার একেকটি অনন্য দিন হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। সেখানে হযূর (আই.)-এর সাক্ষাতকার নেয়ার জন্য সেদেশের স্বনামধন্য সাংবাদিক Mr. Peter Mansbridge আসেন। বিভিন্ন দেশের প্রেসিডেন্টরা যখন আসেন তিনি কেবল তখন তাদের সাক্ষাতকার নিতে আসেন। বারাক ওবামার সাক্ষাতকারও তিনিই নিয়েছিলেন। যাহোক হযূর (আই.) তাদের নিকট বর্তমান বিশ্বে চলমান অরাজকতা থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় সবিস্তারে বর্ণনা করেন। তারা হযূরের কাছে মুসলমান এবং অমুসলমানদের মধ্যে যে বিরোধ তা থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় কি তা জানতে চান। হযূর (আই.) ইতিহাস থেকে এ পরিস্থিতি উদ্ভবের কারণ দেখিয়ে তাদেরকে যথাযথ ব্যাখ্যা প্রদান করেন। এ সফরে হযূর (আই.) কানাডার পার্লামেন্টেও যান এবং অভূপূর্ব যে বিষয় তা হলো নামাযের সময় হলে তিনি পার্লামেন্ট ভবনেই আযান দিয়ে নামাযের ব্যবস্থা করান এবং

নামায আদায় করেন। এভাবে প্রতিটি স্থানে হযূর (আই.) প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা তুলে ধরেন। এ সফরে হযূর মসজিদ উদ্বোধন করেন যা দেখে কানাডার সাধারণ মানুষ তথা মন্ত্রীরা পর্যন্ত অভিভূত হয়েছেন।

হযূর (আই.) কানাডার টরেন্টো পিস ভিলেজে অনুষ্ঠিত পিস সিম্পোজিয়াম-এ ন্যাশনাল শান্তি পুরস্কার বিতরণ করা ছাড়াও অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভমূলক বক্তৃতা প্রদান করেন। অন্টারিও-র ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের সেমিনার হলে হযূর (আই.)-এর প্রদত্ত বক্তৃতার শিরোনাম ছিল-“Justice in Unjust World” অর্থাৎ- ন্যায়বিহীন পৃথিবীতে ন্যায় প্রতিষ্ঠা।

তাছাড়া পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হলে ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন পথ নেই-এ বিষয়ের প্রতি হযূর (আই.) তাঁর প্রদত্ত প্রতিটি বক্তৃতায় সবচেয়ে বেশী জোর দেন। সর্বোপরি হযূর (আই.)-এর এই কানাডা সফর আহমদীয়ায় তথা প্রকৃত ইসলাম প্রচারে একটি মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

বর্তমানে পৃথিবীর যে অবস্থা তাতে U.N.O.-ও কিছু করতে পারছেন বরং এভাবে বলা যায় তাদের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলোতেই আজ মারামারি-হানাহানি লেগেই আছে। একমাত্র আহমদীয়া মুসলিম জামাত-ই গোটা বিশ্বে দেখিয়ে দিচ্ছে কিভাবে এক নেতার অধীনে থেকে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হয়? আর এটিই আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কেননা আহমদীয়া মুসলিম জামাত, স্বয়ং সেই খোদার হাতের রোপিত বৃক্ষ যা চারা থেকে এখন ফুল-ফলের সমারোহে বিশাল মহীরুহে পরিণত হতে যাচ্ছে।

খোদার প্রতিশ্রুত সেই মসীহ (আ.) আর তাঁর প্রত্যেক খলীফা আদি ও অকৃত্রিম ইসলামের খাঁটি পথ দেখিয়ে যাচ্ছেন। সেই দিন অবশ্যই আসবে যেদিন ইসলাম আহমদীয়াতের পতাকা তলে গোটা বিশ্বের সকল জাতি একত্রিত হবে। আল্লাহ তা'লা আমাদের সেই দিন দেখার সৌভাগ্য দান করুন। আমীন (এ সম্পর্কে আগামী সংখ্যায় বিস্তারিত প্রতিবেদন থাকবে ইনশাআল্লাহ্)

-সম্পাদক

# সূচিপত্র

৩১ অক্টোবর ও ১৫ নভেম্বর, ২০১৬

কুরআন শরীফ ৩

হাদীস শরীফ ৪

অমৃত বাণী ৫

‘বারাহীনে আহমদীয়া’ ৬  
হযরত মির্বা গোলাম আহমদ

জার্মানীর ফ্র্যাঙ্কফুর্টস্থ বাইতুস সুবুহ্ মসজিদে প্রদত্ত ৯  
হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর  
০৯ই সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখের জুমুআর খুতবা

ইযালা-এ-আওহাম (সন্দেহ-সংশয় নিরসন) ১৯  
(২৮-তম কিস্তি)  
হযরত মির্বা গোলাম আহমদ (আ.)

লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত ২১  
হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর  
০৫ই আগস্ট, ২০১৬ তারিখের জুমুআর খুতবা

কলমের জিহাদ ২৭  
মুহাম্মদ খলিলুর রহমান

খলীফাগণের নির্দেশনার আলোকে ৩০  
লায়েমী চাঁদার গুরুত্ব  
মোহাম্মদ আরিফুর রহিম

আহমদীয়া মুসলিম জামা’ত বাংলাদেশের ৩২  
শতবর্ষের সালানা জলসার ইতিহাস  
মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল

সংবাদ ৩৫

আহমদীয়া মুসলিম জামা’ত-এর ৪১  
পরিচিতি

এমটিএ-তে প্রচারিত ৪৭  
বাংলা সম্প্রচারের  
নভেম্বর মাসের সময়সূচী

পাক্ষিক ‘আহমদী’ নিয়মিত পড়ুন এবং গ্রাহক হোন।  
পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুন না কেন পাক্ষিক ‘আহমদী’র সাথেই থাকুন।  
ইন্টারনেট-এর মাধ্যমে ‘আহমদী’ পত্রিকা পড়তে **Log in** করুন  
[www.ahmadiyyabangla.org](http://www.ahmadiyyabangla.org)

# কুরআন শরীফ

সূরা আন নাহল-১৬

৭৩। আর আল্লাহ্ই তোমাদের জন্য তোমাদের মাঝ থেকেই জীবনসঙ্গী সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের জীবনসঙ্গী থেকে পুত্র ও পৌত্র সৃষ্টি করেছেন। আর তিনি পবিত্র বস্তু থেকে তোমাদের রিয়ক দান করেছেন। তবুও কি তারা মিথ্যার প্রতি ঈমান আনবে এবং আল্লাহর অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে? ৭৩

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا  
وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً  
وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِلْبَاطِلِ  
يَوْمِئْتِنَ وَيَنْعَمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ۗ

৭৪। আর তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন কিছুর উপাসনা করছে যা আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে তাদের রিয়ক দানের ক্ষেত্রে কোন কর্তৃত্বই রাখে না এবং তারা (রিয়ক দানের কোন) সামর্থ্যই রাখে না।

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ  
لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا  
وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ۗ

৭৫। অতএব তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে দৃষ্টান্ত বানিও না। নিশ্চয় আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জান না? ৭৫

فَلَا تَصْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ  
وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۗ

৭৬। আল্লাহ এমন এক পরাধীন? কৃতদাসের উদাহরণ দিচ্ছেন, যার কোন বিষয়ে কোন কর্তৃত্ব নেই এবং (এর বিপরীতে আর এক জনের উদাহরণ দিচ্ছেন) যাকে আমরা আমাদের পক্ষ থেকে উত্তম রিয়ক দিয়েছি এবং সে তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে থাকে? ৭৬। এরা কি সমান হতে পারে? সব প্রশংসা আল্লাহরই। কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না।

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ  
عَلَى شَيْءٍ ۖ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّْا رِزْقًا حَسَنًا  
فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا ۗ هَلْ  
يَسْتَوْنَ ۗ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۗ بَلْ أَكْثَرُهُمْ  
لَا يَعْلَمُونَ ۗ

১৫৬০। এই আয়াত আল্লাহ তা'লার তৌহিদ বা একত্বের সমর্থনে ব্যক্তিগত অধিকার ভোগের সহজ প্রবৃত্তিকে যুক্তি হিসেবে নির্দেশ করছে।

১৫৬১। মানবের পক্ষে এটা দারুন বাড়াবাড়ি যে আল্লাহ তা'লা সম্পর্কে যে কোন নিয়মের বা আইনের কল্পনা করে বসে, অথচ সে তাঁর মহান এবং অসীম ক্ষমতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

১৫৬২। অবিশ্বাসীরা সেই ব্যক্তির তুল্য, যে তার ইচ্ছা এবং কর্মের সকল স্বাধীনতা হারিয়েছে এবং নিজস্ব হীন মনোবৃত্তি ও নীচ বাসনার দাসে পরিণত হয়েছে।

১৫৬৩। এর অন্তর্নিহিত সূত্র সম্ভবত আল্লাহ তা'লার সর্বশ্রেষ্ঠ বান্দা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি ইঙ্গিত করেছে : (১) তিনি মানবজাতির জন্য গোপনে (রাতে তাদের জন্য দোয়ার মাধ্যমে) এবং প্রকাশ্যে বাস্তব জীবনে কল্যাণকর কার্য দ্বারা খেদমত করেছেন, (২) তিনি দিন-রাত মানবজাতির সেবা করেছেন।

## হাদীস শরীফ

# নামায অশ্লীল ও মন্দ কাজ হতে বিরত রাখে

### কুরআন :

‘ইন্না সালাতা তান্হা আনিল ফাহুশায়ে ওয়াল মুনকার’  
অর্থ : নিশ্চয়ই নামায অশ্লীল ও মন্দ কাজ হতে বিরত  
রাখে। (সূরা আনকাবূত, আয়াত ৪৬)

### হাদীস :

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন যে, আমি  
হযরত রসূলুল্লাহ্ (সা.) কে বলতে শুনেছি, তোমরা  
বলো তো দেখি কারো ঘরের সামনে দিয়ে যদি কোন  
নদী প্রবাহিত হয় এবং সে তাতে প্রতিদিন পাঁচবার  
গোসল করে তাহলে কি তার (দেহে) কোন ময়লা  
থাকতে পারে? সাহাবীগণ (রা.) বললেন, ‘না, ময়লা  
থাকতে পারে না’। তিনি (সা.) বললেন, “পাঁচওয়াক্ত  
নামাযও তদ্রূপ। আল্লাহ্ তা’লা এ দ্বারা সমস্ত দোষ-  
ত্রুটি মিটিয়ে ফেলেন”। (বুখারী কিতাব মওয়াক্কিতুস  
সালাত)।

### ব্যাখ্যা :

উপরোক্ত হাদীসে আল্লাহর রসূল (সা.) আমাদেরকে  
পাঁচওয়াক্ত নামাযের তাৎপর্য বর্ণনা করে নামাযের দিকে  
দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। খোদা তা’লা বলেন, প্রকৃত-  
নামায মানুষকে অশ্লীল কাজ হতে বিরত রাখে। আর  
খোদার রসূল (সা.) বলেছেন-প্রকৃত-নামায আদায়  
করলে আল্লাহ্ তা’লা আমাদের দোষ-ত্রুটি ধুয়ে মুছে  
পরিষ্কার করে দেন।

আল্লাহ্ তা’লা ও তাঁর রসূল (সা.)-এর এত স্পষ্ট বর্ণনা  
থাকা সত্ত্বেও আমরা অনেকেই নামায হতে গাফেল,  
আবার অনেকে এমনও আছে, যারা নামাযও পড়ে ও

অশ্লীল অথবা মন্দ কাজেও লিপ্ত থাকে। প্রকৃত নামায  
আদায়কারী কখনও মন্দকর্মে লিপ্ত হতে পারে না এটাই  
খোদার ফয়সালা। এ দিয়ে আমরা আমাদের নামায যাচাই  
করতে পারি, আমরা সত্যিকার অর্থে নামায পড়ি কি-না?  
যেভাবে প্রতিদিন পাঁচবার গোসল করলে শরীরে কোন  
ময়লা থাকতে পারে না, অনুরূপ নিষ্ঠার সাথে পাঁচওয়াক্ত  
নামায আদায়কারীর হৃদয়েও কোন ধরণের গুনাহর ছাপ  
থাকতে পারে না। প্রকৃত-নামায সম্বন্ধে আল্লাহর রসূল  
(সা.) বলেছেন, নামায এভাবে আদায় করো যেন তোমরা  
খোদাকে দেখছো, আর এরূপ না হলে অন্তত: এতটুকু  
ভাবো যে, খোদা তা’লা তোমাকে দেখছেন। আমরা যদি  
এ ধরণের ধ্যানে মগ্ন হয়ে নামায আদায় করি, তাহলে  
আমরা প্রকৃত-নামাযী হতে পারবো। নতুবা খোদার  
ফরমান রয়েছে ‘অভিসম্পাত ঐ সব নামাযীদের জন্যে  
যারা নামায হতে গাফেল’ (১০৭ : ৫)।

আমাদের প্রিয় ইমাম হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে  
(রাহে.) জামাতকে বার বার খোদার ইবাদতের দিকে  
ডেকেছেন এবং আহ্বান জানিয়েছেন, হযরত খলীফাতুল  
মসীহ আল খামেস (আই.)ও প্রতিনিয়তই আমাদেরকে  
নামাযে একনিষ্ঠ হতে তাগিদ করেছেন, অতএব আমরা  
যেন খোদার স্মরণে রত হয়ে যাই আর খোদার যিক্রের  
উত্তম পস্থা হলো নামায, যা বিগলিত-চিত্তে খোদার  
নির্দেশ হৃদয়ঙ্গম করে আদায় করা হয়। আমরা সবাই  
যেন খোদা ও তাঁর রসূল (সা.)-এর ফরমানের উপর  
আমল করে গুনাহ হতে মুক্ত হতে পারি। আমীন।

আলহাজ্জ মওলানা সালেহ আহমদ  
মুরব্বী সিলসিলাহ

## অমৃতবাণী

# হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.) হলেন খাতামান্ নাবীয়্যিন হযরত ইমাম মাহদী (আ.)

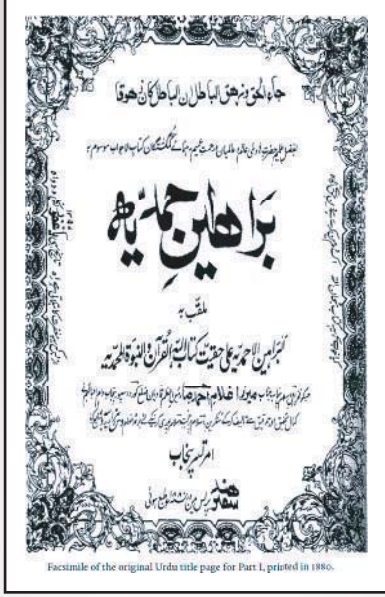
‘আমাদের নেতা ও প্রভু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি খোদা তা’লার তরফ থেকে যে সকল নিদর্শন ও মো’জেযা প্রকাশিত হয়েছিল তা কেবল সেই যুগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। বরং, তার ধারাবাহিকতা কেয়ামত পর্যন্ত জারি থাকবে। অতীতে যে নবীরা এসেছিলেন, তাঁরা কেউই তাঁদের পূর্ববর্তী নবীর উম্মতরূপে নিজেকে গণ্য করতেন না, এবং নিজেকে উম্মতি বলে প্রচারও করতেন না। যদিও তাঁরা পূর্ববর্তী নবীর ধর্মেরই সাহায্য করতেন এবং তাঁদেরকে সত্য বলে জানতেন। কিন্তু, আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে এক বিশেষ এই গৌরব দান করা হয়েছিল যে, তিনি-খাতামুননাবীয়্যিন। এর এক অর্থ হচ্ছে, নবুওতের সমস্ত পূর্ণতা উৎকর্ষতা বা কামালাত তাঁর ওপরে খতম হয়ে গেছে; এবং দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, তাঁর (সা.) পরে আর নতুন শরীয়তওয়ালা কোন রসূল নেই; এবং তাঁর (সা.) পরে এমন কোন নবী নেই যিনি তাঁর উম্মত বহির্ভূত।

বরং, এমন প্রত্যেক ব্যক্তি যিনি খোদা তা’লার সাথে বাক্যালাপের সম্মানে সম্মানিত তিনি সেই সম্মান লাভ করেন একমাত্র তাঁরই (সা.) কল্যাণে এবং তাঁরই মধ্যস্থতায়; তিনি উম্মতি, তিনি মুস্তাকিল বা স্বাধীন ও স্বতন্ত্র নবী নন। তাঁকে (সা.) এতো উচ্চ মর্যাদা দিয়ে কবুল করা হয়েছে যে, আজ অন্ততঃপক্ষে বিভিন্ন শ্রেণীর, বিশ কোটি মুসলমান তাঁর গোলামী করার জন্য কোমর বেঁধে দন্ডায়মান আছে। এবং যখন থেকে খোদা তাঁকে সৃষ্টি করেছেন, তখন থেকেই বড় বড় শক্তিশালী সম্রাটগণ! যারা দিগ্বিজয়ী ছিলেন, তারাও তাঁর (সা.) পদতলে নিজেদেরকে সামান্য ভূত্বের ন্যায় উৎসর্গ

করেছিলেন। এবং বর্তমানকালেও মুসলিম বাদশাহগণ তাঁর সামনে নিজেদেরকে নগণ্য চাকরের মতই মনে করেন, এবং তাঁর (সা.) নাম উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সিংহাসন থেকে নেমে আসেন।

অতএব, এটা বিবেচনা করে দেখার বিষয় যে, এই যে মান-ইজ্জত, এই যে শওকত ও ঐশ্বর্য্য, এই যে সৌভাগ্য, এই যে জালাল বা গৌরব ও প্রতাপ, এবং এই যে হাজারো আসমানী নিদর্শন, এই হাজারো ঐশী আশিস ও কল্যাণ, তা কি কোন মিথ্যাবাদী লাভ করতে পারে? আমরা বড়ই গৌরবান্বিত যে, যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের আঁচল আমরা আঁকড়ে ধরেছি তাঁর ওপরে খোদা তা’লার কৃপা-কল্যাণের কোন সীমা নেই, অন্ত নেই। তিনি খোদা তো নন ঠিকই, কিন্তু তাঁরই মাধ্যমে আমরা খোদাকে দেখেছি। তাঁর ধর্ম, যা আমরা পেয়েছি, তা খোদার ক্ষমতাসমূহের আয়না।

যদি ইসলাম না হতো, তাহলে এই যুগে এটা বুঝানোই সম্ভব ছিল না যে, নবুওত কি জিনিস। এছাড়া, মো’জেযা সম্ভব কি না, এবং তা প্রাকৃতিক নিয়মাবলীর আওতাভুক্ত কি না, এ সবকিছুর সমাধান হয়ে গেছে সেই নবীর (সা.) চিরস্থায়ী কল্যাণ দ্বারা। এবং তাঁরই বদৌলতে আজ আমরা অন্যান্য জাতির মত কেবল কিচ্ছা-কাহিনীর কথক নই, বরং আমাদের সাথে রয়েছে খোদার নূর এবং খোদার আসমানী সাহায্য। আমরা কি বস্তু যে, আমরা তাঁর কৃতজ্ঞতা করি! যে খোদা অন্য সকলের কাছে গোপন, যাঁর গোপন শক্তি অন্য সবার ধারণার অতীত, সেই মহাগৌরব ও প্রতাপের অধিকারী খোদা শুধু এই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের কারণেই আমাদের ওপরে প্রকাশিত হয়েছে।’ (চশমায়ে মারেফাত, পৃ ৮-১০)



Facsimile of the original Urdu title page for Part I, printed in 1886.

# ‘বরাহীনে আহমদীয়া’

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ

প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী (আ.)

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত-এর পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা



হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)  
প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী

২৪ তম কিস্তি

অপরিপক্ক বুদ্ধিসম্পন্ন এক বালকও ভাষা-ভাষা দৃষ্টিপাতে এর গভীরে পৌঁছতে পারে যা অবগত হওয়া জ্ঞানগত শ্রেষ্ঠত্বের কোন প্রমাণ বহন করে না, বরং তা সর্বোচ্চ সেসব পুস্তক-পুস্তিকাতুল্য যাতে কল্পকাহিনী লেখা হয় বা শুধু শিশু-কিশোর ও সাধারণ পাঠকের জন্য যা প্রস্তুত করা হয়ে থাকে! আক্ষেপ! তুচ্ছ ও নিম্নমানের এমন বই-পুস্তকের জন্য। কেননা এটি অত্যন্ত পরিষ্কার ও স্পষ্ট বিষয় যে কোন গ্রন্থে বিধৃত বিষয়াদি যদি কেবল সাধারণ মানুষের স্থূলবুদ্ধির গভিতেই সীমাবদ্ধ থাকে আর তা সূক্ষ্ম-সুন্দর সত্যের স্তর হতে সম্পূর্ণভাবে অধপতিত হয় তাহলে সে গ্রন্থ কোন উন্নত গ্রন্থ বলে আখ্যায়িত হয় না বরং তা বিবেকবানদের দৃষ্টিতে তেমনই অগভীর ও নিম্নমানের হয়ে থাকে যেমনটি রয়েছে কি-না এতে বর্ণিত বিষয়াদিতে। আর এর বিষয়বস্তু এমনও নয় যা প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয়াদির অন্তর্ভুক্ত গণ্য করা যেতে পারে বা যা উন্নত সত্যের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত বলে

মনে করা যেতে পারে। অতএব যে ব্যক্তি নিজের ইলহামী গ্রন্থ সম্পর্কে দাবী করে যে এতে বর্ণিত সকল বিষয় অগভীর ও হালকা আর তা সেসব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সত্য হতে রিক্তহস্ত ও খালি, যা অবগত হওয়া জ্ঞানী, চক্ষুস্প্রান ও চিন্তাশীলদেরই বিশেষত্ব; এমন ব্যক্তি নিজেই নিজ গ্রন্থের অসম্মান করে আর এর ফলে তার অহংকারও বজায় থাকতে পারে না। কেননা যে বিষয়ের অন্তর্নিহিত মর্ম উদঘাটনের ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষও তার অংশীদার ও সমকক্ষ, তা অর্জন করে সে এমন কোন জ্ঞানগত শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতে পারে না যা সাধারণ মানুষ হতে তাকে একটি স্বতন্ত্র মর্যাদা দেবে বা তাকে পণ্ডিত বা জ্ঞানী উপাধিতে ভূষিত করবে; বরং সেও পশুতুল্য সাধারণ মানুষেরই অন্তর্ভুক্ত হবে, কেননা তত্ত্বজ্ঞান সম্পর্কিত তার দৃষ্টিভঙ্গি সাধারণ মানুষ থেকে উন্নতমানের নয়। নিঃসন্দেহে এমন অসার ও নিম্নমানের গ্রন্থাবলীতে বিধৃত বিষয়াদি অদৃশ্য জ্ঞানের অন্তর্গত হবে না। এছাড়া অতিরিক্ত শর্ত হলো, সেসব গ্রন্থের



শিক্ষামালা এত ব্যাপকভাবে প্রচারিত ও সুপরিচিত হওয়া বাঞ্ছনীয় যার সম্পর্কে এই ধারণা রাখা যুক্তিযুক্ত হবে যে, প্রত্যেক নিরক্ষর ও অশিক্ষিত মানুষও একটু চিন্তা করলেই এর বিষয়বস্তু সম্পর্কে অবগত হতে পারে। কেননা এসবের বিষয়বস্তু যদি সুপ্রচারিত ও সুবিদিত না হয় তাহলে তা যত অন্তঃসারশূন্য ও স্থূল কথাই হোক না কেন যেই ভাষায় সেসব গ্রন্থ রচনা করা হয়েছে সে ভাষা সম্পর্কে অবহিত ব্যক্তির জন্য তা অজানা-অদেখা বা অদৃশ্য বিষয়ই গণ্য হবে। এটি সেপরিস্থিতিতে হবে যখন স্বীয় এলহামি গ্রন্থ সম্পর্কে কোন জাতির দৃষ্টিভঙ্গি এটিই হয়ে থাকে যে, তাদের ঐশীগ্রন্থ সূক্ষ্ম সত্য থেকে রিজহস্ত ও বঞ্চিত।

কিন্তু কোন জাতির মতামত যদি এটি হয়ে থাকে যে, তাদের ঐশীগ্রন্থে এমন সূক্ষ্ম সত্য বিষয়াদিও রয়েছে যা আয়ত্ত করা কেবল সেরূপ মহান জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গের জন্য সম্ভব যাদের জীবন সেসব বিষয়ে চিন্তাভাবনা ও প্রণিধানের মাঝে অতিবাহিত হয়েছে। অধিকন্তু তাতে এমন সব সত্যও রয়েছে যার গভীরে কেবল তারাই অবগাহন করতে পারে যারা অত্যন্ত বিচক্ষণ এবং যারা চিন্তা ও জ্ঞানে গভীরতা রাখে— তাহলে এ উত্তরের মাধ্যমে একান্তভাবে আমাদের কথাই সত্য প্রমাণিত হয়। কেননা একজন নিরক্ষর ও অশিক্ষিত ব্যক্তি যদি এসব সূক্ষ্ম-সত্য বিষয়াদি স্বীয় গ্রন্থাবলী হতে বর্ণনা করে যা তাঁর দাবী অনুসারে সাধারণ জ্ঞানী মানুষ বর্ণনা করতে অক্ষম, তা কেবল বিশেষ লোকদের কাজ— এক্ষেত্রে সেই ব্যক্তি যদি নিরক্ষর প্রমাণিত হয়, তাহলে সেই নিরক্ষরের কথা নিঃসন্দেহে অদৃশ্য বিষয়াদীর অন্তর্ভুক্ত হবে— এটিই তৃতীয় উপমার অর্থ।

### সতর্কীকরণ

অদৃশ্য বিষয়াদী বাস্তবে পুরা হওয়াই আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল হওয়ার পূর্ণ প্রমাণ; কেননা যুক্তি-বুদ্ধির নিরিখে এটি স্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে, অদৃশ্য বিষয় আবিষ্কার করা সৃষ্টির শক্তির উর্ধ্বে। আর যে বিষয় সৃষ্টির শক্তির উর্ধ্বে, তা খোদার পক্ষ থেকেই হয়ে থাকে। অতএব এই যুক্তি থেকে প্রতিভাত হয় যে, অদৃশ্য বিষয়াদি

খোদার পক্ষ থেকে প্রকাশিত হয়ে থাকে এবং সেসবের খোদার পক্ষ থেকে হওয়া একটি সুনিশ্চিত বিষয়।

৩য় ভূমিকা : যা সম্পূর্ণভাবে খোদা তাঁলার মহাশক্তির গুণে প্রকাশ পায়, তা তাঁর সৃষ্টির মধ্য থেকে কোন সৃষ্টিই হোক অথবা তাঁর পবিত্র গ্রন্থাবলীর মধ্য থেকে কোন গ্রন্থই হোক না কেন যা শব্দ ও অর্থের দিক থেকে তাঁর পক্ষ থেকে উৎসারিত কোন সৃষ্টি, অনুরূপ কোন কিছু সৃজন করতে পারবে না—এই বৈশিষ্ট্য এর মাঝে থাকা বাঞ্ছনীয়। সার্বজনীন এই নীতি খোদার পক্ষ থেকে উৎসারিত সকল সৃষ্টির বেলায় প্রযোজ্য, দু'ভাবে তা প্রমাণিত হয়। প্রধানত কিয়াস বা অনুমানের মাধ্যমে, কেননা সঠিক ও সুদৃঢ় কিয়াসের দৃষ্টিকোণ থেকে খোদার স্বীয় সত্তা, গুণাবলী ও কর্মকাণ্ডে এক ও অদ্বিতীয় হওয়া আবশ্যিক। তাঁর কোন সৃষ্টি বা কথা ও কর্মে \* সৃষ্টির অংশিদারিত্ব বৈধ নয়। এর প্রমাণ হলো, যদি তাঁর কোন একটি সৃষ্টি বা কথা ও কর্মে সৃষ্টবস্তুর শরীক বা অংশীদারিত্ব বৈধ হয়, তাহলে সকল বৈশিষ্ট্য এবং কর্মের ক্ষেত্রেও তা বৈধ হওয়ার কথা। যদি সব গুণ ও কর্মে তা বৈধ হয় তাহলে অন্য কোন খোদার অস্তিত্বও বৈধ হতো; কেননা যে বস্তুতে বা যার মাঝে খোদার সকল বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান তাঁরই নাম খোদা। কোন বস্তু বা ব্যক্তিতে সৃষ্টির কিছু বৈশিষ্ট্য যদি বিদ্যমান থাকে, তাহলেও কয়েকটি বৈশিষ্ট্যে সে সৃষ্টির অংশীদার প্রমাণিত হলো; কিন্তু বিবেক ও যুক্তির নিরিখে সৃষ্টির অংশীদারিত্ব স্পষ্টতঃই অসম্ভব। অতএব এই যুক্তির মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, খোদার স্বীয় সকল গুণাবলী, কথা ও কর্মে এক ও অদ্বিতীয় হওয়া অবশ্যিক। আর তাঁর সত্তা সেসব ইতর বিষয়াদির উর্ধ্বে যা সৃষ্টির সমকক্ষতায় পর্যবসিত হতে পারে। এ দাবীর দ্বিতীয় প্রমাণ উৎকর্ষ আরোহ যুক্তির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়। যাকিছু আল্লাহর পক্ষ থেকে উৎসারিত এমন প্রতিটি বস্তুর ক্ষেত্রে প্রণিধানে এবিষয়টি সঠিক প্রমাণিত হয়েছে কেননা বিশ্বজগতের প্রতিটি খুঁটিনাটি বা অণু-পরমাণু যা খোদার পূর্ণ শক্তিবলে প্রকাশিত; এর প্রতিটিকে যদি আমরা গভীর দৃষ্টিতে দেখি, সর্বনিম্ন পর্যায় থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত যেমন মশামাছি ও মাকড়শা

ইত্যাদি, তুচ্ছাতিতুচ্ছ বস্তুনিচয়ের কথাও যদি চিন্তা করি, তাহলে এসবের মাঝে এমন কোন বস্তু কখনও আমাদের চোখে পড়ে না যা সৃষ্টি করার শক্তি মানুষের রয়েছে, বরং সৃষ্টিগত বিন্যাস সম্পর্কে প্রণিধানে এসব কিছু গঠনেও খোদার সর্বশক্তিমান হাতের এমন বিস্ময়কর নিদর্শন তাদের দেহে দৃশ্যমান ও বিদ্যমান দেখি, যা বিশ্ব-সৃষ্টির অস্তিত্বের সন্দেহাতীত ও সমুজ্জ্বল প্রমাণ। এসব প্রমাণ ছাড়াও সকল বুদ্ধিমান মানুষের জন্য একথা স্পষ্ট, যা কিছু খোদার শক্তিশালী হাতের কল্যাণে অস্তিত্ব লাভ করেছে, অন্য কেউ যদি তা বানানোর ক্ষমতা রাখতো, তাহলে কোন সৃষ্টিই সেই প্রকৃত সৃষ্টির অস্তিত্বের পূর্ণ প্রমাণ বহন করতো না। এছাড়া বিশ্ব সৃষ্টিকে চেনার বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে সন্দেহের দোলাচলে দুলতে থাকতো। কেননা খোদার পক্ষ থেকে যেসব বস্তু উৎসারিত হয়েছে এর কোন কোনটি খোদা ছাড়া অন্য কেউও যদি বানাতে সক্ষম হয়, তাহলে এ কথার কী প্রমাণ আছে যে, অন্য কেউ সাকুল্যে জিনিস বানাতে পারবে না?

এখন যেহেতু দৃঢ় প্রমাণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে যে, যেসব বস্তু খোদার পক্ষ থেকে, প্রধানত সেসবের অনন্যতা, দ্বিতীয়ত সেই অনন্যতা তাদের খোদার পক্ষ থেকে প্রকাশিত হওয়ার অকাট্য প্রমাণ সাব্যস্ত হওয়া সেসবের আল্লাহর পক্ষ থেকে উৎসারিত হওয়ার আবশ্যিকীয় শর্ত। অতএব এই গবেষণার মাধ্যমে সেসব মানুষের ভ্রান্তি স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়ে গেলো যারা বলে, ঐশীবাণী অনন্য হওয়া আবশ্যিক নয় বা এর অনন্যতা এর খোদার পক্ষ থেকে আসার প্রমাণ নয়! এখানে পূর্ণযুক্তি উপস্থাপনের মানসে তাদের হৃদয়ে যে একটি সন্দেহ জাগে তা দূরীভূত করা সমীচীন; আর তাহলো অদূরদর্শীতার কারণে তাদের হৃদয়ে এই ভ্রান্ত ধারণা বদ্ধমূল যে পৃথিবীতে অনেক বাণী বা গ্রন্থ মানুষের এমন রয়েছে যার সমমর্যাদার অন্য কোন বাণী আজ পর্যন্ত সামনে আসেনি, কিন্তু তা সত্ত্বেও তা খোদার বাণী বলে গণ্য হতে পারে না! কিন্তু স্পষ্ট হওয়া উচিত, এই সন্দেহ সঠিক ধ্যানধারণার অভাবে দেখা দিয়েছে। নতুবা এটি স্পষ্ট যে, কোন মানুষের কথা যতই স্বাচ্ছ,

পরিচ্ছন্ন ও উন্নতই হোক না কেন সে সম্পর্কে একথা বলা বৈধ হতে পারে না যে, সত্যিই তা রচনা করা মানবীয় শক্তির উর্ধ্ব আর রচয়িতা এক্ষেত্রে খোদার কাজ করেছে! বরং যার সামান্য পরিমাণ বিবেক-বুদ্ধিও আছে, সে ভালভাবে জানে মানবীয় শক্তি-বৃত্তি যা কিছু সৃষ্টি করেছে তার সৃজন মানবীয় শক্তির উর্ধ্ব নয়, নতুবা কোন মানুষ তা বানাতে সক্ষম হতো না। একটি বাণী বা গ্রন্থকে মানুষের কথা আখ্যা দিয়ে তোমরা নিজেরাই যখন স্বীকার করেছে যে, মানবীয় শক্তি-বৃত্তি তা বানাতে সক্ষম, সেখানে প্রশ্ন দাড়ায় যে, যেখানে মানবীয় বৃত্তিসমূহ তা প্রস্তুত করতে সক্ষম সেখানে তা অনন্য কি করে হলো? অতএব এ ধারণা সম্পূর্ণভাবে উন্মাদ ও কাণ্ডজ্ঞানহীন লোকদের ধারণার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ; অর্থাৎ এক বস্তু সম্পর্কে প্রথমে বলে, তা মানবীয় শক্তি-বৃত্তির সৃষ্টি আবার বিড়বিড় করে বলে, এখন মানবীয় শক্তি-বৃত্তি এ বস্তুর দৃষ্টান্ত উপস্থাপনে অক্ষম ও অসমর্থ। এই উন্মাদনা-প্রসূত কথার সারমর্ম হবে

মানবীয় শক্তি-বৃত্তি কোন বস্তু বানাতে সক্ষম, আবার অক্ষমও; এছাড়া আজ পর্যন্ত কোন মানুষ এই দাবী করেনি যে, আমার কথা ও আমার সৃষ্টি খোদার কথা ও সৃষ্টির মত অতুলনীয় ও অনন্য। আর কোন নির্বোধ অহংকারী যদি এমন দাবী করতো তাহলে তার মুখে চুনকালি লেপনকারী তার চেয়ে উত্তম সহস্র সহস্র লেখক দাঁড়িয়ে যেতো। সমগ্র বিশ্বজগতকে স্বীয় বাণী বা গ্রন্থের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করার ক্ষেত্রে ব্যর্থ ও অক্ষম আখ্যায়িত করা এবং কঠোর হতে কঠোরতর ভাষায় তাদের অবিশ্বাসী, অভিশপ্ত ও জাহান্নামি সাব্যস্ত করা বরং এরূপ কোন কিছু রচনায় অক্ষমদের অস্বীকারের ক্ষেত্রে (খোদার পক্ষ থেকে) মৃত্যুর শাস্তি নির্ধারণ করার মাধ্যমে বারংবার এ মর্মে উদ্দীপ্ত করা যে, তারা যেন দৃষ্টান্ত উপস্থাপনে যাবতীয় প্রচেষ্টা ও পারস্পরিক জোটবদ্ধতা এবং সাহায্য-সহযোগিতায় কোন ত্রুটি না করে, আর নিজেদের প্রাণ রক্ষার জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে যেন মোকাবিলা করে।

কিন্তু কোন দৃষ্টান্ত উপস্থাপন না করেই যদি তারা এভাবে অস্বীকার করতে থাকে, তাহলে তাদের উচিত হবে নিজেদের ঘরকে বিরান, স্ত্রীদের বাঁদী এবং নিজেদের মৃতবৎ জ্ঞান করা। এমন দাবী এবং এত জোরালো দাবী কোন যুগে কোন মানুষ করেছে কি? মোটেই নয়— এটি কেবল খোদার মহিমা। অতএব কোন মানুষ স্বীয় উক্তি বা রচনার অনন্যতার দাবী করেনি, আপন শক্তি-বৃত্তিকে মানবীয় শক্তি-বৃত্তি হতে বেশি কিছুই জ্ঞান করেনি বরং শতশত নামীদামী কবি যুদ্ধ করে মরার পথ বেছে নিয়েছে কিন্তু কুরআনের একটিমাত্র সূরা-র সমতুল্য কোন কিছুও রচনা করতে যেখানে সক্ষম হয়নি, সেখানে অনর্থক এই গো-বেচারাদের অর্থহীন রচনা বা উক্তিকে অতুলনীয় আখ্যায়িত করা এবং অসাধারণ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত মনে করা চরম পর্যায়ের অজ্ঞতা ও অন্ধত্ব। কেননা এত স্পষ্ট প্রমাণাদির উপস্থিতিতে খোদা ও মানুষের মাঝে স্পষ্ট পার্থক্য দেখেও যে ব্যক্তি দেখে না, সে অন্ধ এবং নির্বোধ, নয়তো আর কী?

## দৃষ্টি আকর্ষণ

সকল আহমদী ভ্রাতা ও ভগ্নীকে অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের অনুমতিক্রমে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশের ন্যাশনাল ইশায়াত (প্রকাশনা) বিভাগের পক্ষ থেকে প্রথমবারের মত বাংলা নয়মের বই প্রকাশ করার উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে, আলহামদুলিল্লাহ্। আপনারা জানেন, আমাদের শ্রদ্ধেয় বুয়ূর্গ মৌলভী মোহাম্মদ ছলিমুল্লাহ্ সাহেবের অনুপ্রেরণায় অনুপ্রেরিত হয়ে বাংলাদেশে আরো অনেক প্রতিভাবান নয়মের লেখক তৈরী হচ্ছে এবং হতে থাকবে, ইনশাআল্লাহ্।

তাই আপনাদের মধ্যে যারা বাংলা নয়ম লিখেন তারা অতি সজ্জর আমাদের কাছে সেগুলোর একটি কপি পাঠিয়ে দিন। আমরা সেখান থেকে যাচাই-বাছাই করে ইনশাআল্লাহ্ উক্ত বইয়ে ছাপাবো। উল্লেখ্য, এই বইয়ের সাথে আমরা নয়মগুলির একটি অডিও সি.ডি দেয়ার চেষ্টা করবো যাতে আপনারা অতি সহজে সেগুলো আত্মস্থ করতে পারেন। একারণে নিজেদের নয়মের জন্য যদি আপনাদের কাছে কোন সুর নির্দিষ্ট থাকে তাহলেও আমাদের জানাবেন।

আমাদের কাছে নয়ম পাঠাবার ঠিকানা:

প্রাপক  
মাহবুব হোসেন  
প্রকাশক

৪ নং, বকশীবাজার, ঢাকা-১২১১।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ।

প্রয়োজনে: ০১৭২৬-৫৪৯৫৪৮ এবং ০১৯১২-৮৩৫৯৮১ (জি.এম. সিরাজুল ইসলাম)

# জুমুআর খুতবা

সালানা জলসা জার্মানী ২০১৬-এর পর্যালোচনা



জার্মানীর ফ্র্যাঙ্কফুর্টস্থ বাইতুস সুবুহ মসজিদে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ আল্ খামেস (আই.)-এর ০৯ই সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখের জুমুআর খুতবা

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَمَا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ،  
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ۝ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۝  
اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ۝

তাশাহুদ, তাউয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হযরত আনোয়ার (আই.) বলেন, আল্লাহ তা'লার অপার অনুগ্রহে আহমদীয়া মুসলিম জামাত জার্মানীর সালানা জলসা তিন দিনের বিভিন্ন অনুষ্ঠান শেষে সমাপ্ত হয়েছে। প্রস্তুতির প্রেক্ষাপটে সারা বছরই জলসা সালানার কাজ হয় এবং চেষ্টা-প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে। শত শত স্বেচ্ছাসেবী জলসার পূর্বেই কাজ শুরু করে দেয় আর জলসা আরম্ভ হলে এমনই মনে হয় নিমিষেই যেন শেষ হয়ে গেল। চোখের পলকে এই তিন দিন কেটে যায়। বাইরে

বা অন্যান্য দেশে বসবাসকারী লোকদের হয়তো মনে হতে পারে যে, জার্মানীর জলসা বড় বড় নির্মিত হলে অনুষ্ঠিত হয়, এখানে তারা সবকিছু পূর্ব থেকেই প্রস্তুত পেয়েছে। এখানকার স্বেচ্ছাসেবীদের কিইবা কাজ বা কাজই বা তারা করে থাকে। বড় বড় হলেই যদিও জলসা অনুষ্ঠিত হয় কিন্তু তা সত্ত্বেও কিছু কাজ এমন রয়েছে যা নিজেদেরই করতে হয় আর কঠোর পরিশ্রমের দাবি রাখে। প্রকান্ত আকারের হলরুম হওয়া সত্ত্বেও আবাসন, খাবার রান্না করা ও পরিবেশন এবং বিবিধ

কাজের উদ্দেশ্যে সাময়িক স্থাপনা গড়ে তুলতে হয় যা মেইন বিল্ডিংয়ের বাইরে হয়ে থাকে, তাবু ইত্যাদিও লাগতে হয়। এছাড়া হলের ভিতর বসার ব্যবস্থা করা, শব্দ পৌছানোর সঠিক ব্যবস্থা নেয়ার মত আরো অনেক কাজ রয়েছে যা স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে খোদাম এবং সেই সাথে লাজনা এবং আনসাররাও করে থাকে। এছাড়া জলসার দিনগুলোতে খাবার রান্না করা, খাওয়ানো, পরিচ্ছন্নতার ব্যবস্থা নেয়া, পার্কিংয়ের ব্যবস্থা করা, নিরাপত্তা ব্যবস্থা, বিভিন্ন ধরনের চেকিং, সাউন্ড

সিস্টেম যার কথা পূর্বেই আমি বলেছি, এছাড়া এমটিএ-তে জলসাগাহর কার্যক্রম দেখানোর পাশাপাশি স্টুডিও থেকেও বিভিন্ন আকর্ষণীয় প্রোগ্রাম প্রচার করা হয়। এসব কর্মীদের মাঝে পুরষ্কার রয়েছে আরও রয়েছে মহিলারা, যুবক-যুবতীরাও রয়েছে এবং শিশুরাও রয়েছে আর এই সমস্ত কর্মীরা জলসায় অংশগ্রহণকারীদের কৃতজ্ঞতা পাওয়ার দাবি রাখে, বিশেষ করে যারা এখানে জলসায় অংশ গ্রহণ করে আর মোটের ওপর বা সাধারণভাবে সারা পৃথিবীতে বসবাসকারী সকল আহমদীরাও তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত এজন্য যে, আল্লাহ তা'লা নিজ সেবক বৃন্দের মাধ্যমে জলসার কার্যক্রম দেখা এবং শোনার ব্যবস্থা করে রেখেছেন।

অতএব এই সমস্ত কর্মী আমাদের কৃতজ্ঞতা পাওয়ার যোগ্য, আল্লাহ তা'লা তাদেরকে পুরস্কৃত করুন। আমিও সেই সমস্ত কর্মীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি যারা সকল অর্থে জলসাকে কৃতকার্য করা এবং নিজেদের পূর্ণ শক্তি সামর্থ্য নিয়োজিত করে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর অতিথিদের সকল প্রকার সেবার সুযোগ লাভ করেছেন। আল্লাহ তা'লা তাদেরকে ভবিষ্যতে আরো অধিক সেবার বা খিদমতের তৌফিক দান করুন। এই জলসা যেখানে আমাদের নিজেদের তরবীয়ত এবং শিক্ষার মানকে উন্নত করে সেখানে বিশেষ করে জলসায় অংশগ্রহণকারীদেরকে আর মোটের ওপর সারা পৃথিবীতে যারা এমটিএ-র মাধ্যমে অনুষ্ঠান দেখে তাদের জন্যও সেখানে একই সাথে যেসব অ-আহমদী ও অ-মুসলিম অতিথিবৃন্দ জলসায় আসেন বা আহমদীদের যেসব অ-আহমদী পরিচিতজন রয়েছে বা যেসমস্ত অ-আহমদীদের সাথে তাদের যোগাযোগ রয়েছে এবং এই সুবাদে যারা এমটিএ-তে আমাদের প্রোগ্রাম দেখে, এর মাঝে কতক বিরোধীও রয়েছে যারা অনুষ্ঠান দেখে, প্রায়শঃ এই জলসা তাদের জন্য তবলীগের কাজ করে, যারা এখানে অংশগ্রহণ করে তাদের জন্যও আর সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অন্যদের জন্যও। অনেক আহমদী এটি বলেও থাকেন যে, আমাদের কন্টাক্টস বা যাদের সাথে আমাদের যোগাযোগ রয়েছে জলসার

কল্যাণে আমাদের সাথে তাদের যোগাযোগ বন্ধন আরো দৃঢ় হয়েছে এবং জামাত সম্পর্কে তাদের জানার আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে। অনেক অ-মুসলিম এবং অ-আহমদী এমন আছে যারা এখানে জলসায় অংশগ্রহণ বা যোগদানের জন্য আসে আর এখানকার পরিবেশ দেখে বয়আত করে আহমদীয়া জামাতভুক্ত হয়। অতএব এই জলসা সালানার অগণিত কল্যাণরাজি রয়েছে আর এখনপৃথিবীর সকল দেশে জলসার প্রেক্ষাপটে এরই বহিঃপ্রকাশ হয়ে থাকে। জার্মানীতে জলসা চলাকালে অ-আহমদীদের ওপর যে ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে তার মধ্য থেকে কিছু ঘটনা এখন আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। গত দু'তিন বছর যাবৎ জার্মানীর জলসায়ও বয়আত অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা নেয়া হয়। এবছর ১৪টি দেশের সাথে সম্পর্কযুক্ত ৮৩জন নর-নারী তাতে অংশ নেয় এবং বয়আত গ্রহণ করে আহমদীয়া জামাতভুক্ত হয়। কতক বয়আতকারীর হৃদয় জলসার কার্যক্রম এবং আহমদীদের আচার ব্যবহার আর সদাচরণের কারণে আহমদীয়াতের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে আর এ কারণে তারা বয়আত করেছেন।

বসনিয়া থেকে আগত একজন মেহমান ইবরাহীম সাহেব বলেন, আহমদীয়াতই প্রকৃত সত্য যারা কুরআনের শিক্ষার ওপর প্রতিষ্ঠিত। আমার ওপর সবচেয়ে গভীর প্রভাব পড়েছে হৃদয়ের খুতবা এবং বক্তৃতার। তিনি এতে আমার প্রশ্ন সমূহের সন্তোষজনক উত্তর দিয়েছেন। এর ফলে আমার হৃদয়সকল দিক দিয়ে পরিতৃপ্ত ও আশ্বস্ত হয়েছে এবং আমি বয়আত করে আহমদীয়াতভুক্ত হয়েছি। এখন আমি আপাদমস্তক একান্তই খলীফাতুল মসীহর হয়ে থাকতে চাই। আমি তাঁর নৈকট্য পেতে চাই। আপনাদের সংগঠন, আপনাদের ভালোবাসা এবং শান্তি আমাকে দিওয়ানা বা উন্মাদপ্রায় করে তুলেছে। আরেক বন্ধু যার সম্পর্ক ইরাকের সাথে কিন্তু থাকেন এখানে, নাম রিয়ায সাহেব, তিনি বলেন, একজন আহমদীর মাধ্যমে জামাতের সাথে আমার পরিচয় ঘটে। এরপর জামেয়া আহমদীয়ায় দু'টো আরব মিটিংয়ে স্বপরিবারে অংশগ্রহণের সুযোগ হয় যেখানে আপনাদের স্থানীয় ইমামের

মাধ্যমে জামাতী বিশ্বাস সম্পর্কে অবগত হই, যা ছিল আমার জন্য সম্পূর্ণ নতুন এবং সত্যভিত্তিক ও হৃদয়ে গভীর প্রভাব বিস্তারকারী। এরপর জলসা সালানায় যাওয়ার সুযোগ হয়। এই দৃশ্য আমার জন্য যারপরনাই আশ্চর্যজনক ছিল। অত্যন্ত সুশৃঙ্খল, সেবার প্রেরণায় সমৃদ্ধ, মানবিক মূল্যবোধ, বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর মানুষ হওয়া সত্ত্বেও ভ্রাতৃত্বের এই পরিবেশ আমার মতে আহমদীয়াত ছাড়া পৃথিবীর আর কোথাও চোখে পড়ে না। আমি সর্বত্র শুধু ভালোবাসাই দেখতে পেয়েছি। আর খলীফার বিভিন্ন বক্তৃতা আন্তরিক আবেগের পরিচায়ক। আমি কসম খেয়ে বলছি যে, পৃথিবীতে ইসলামের একান্ত সুন্দর এই চিত্র অন্য কোন ফির্কার কাছে নেই এই সবকিছু স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করার পর আমার এবং আমার পরিবারের আহমদীয়াত গ্রহণে বিন্দুমাত্র দ্বিধা হয়নি। ফিরে এসে যখন আমরা আমাদের আত্মীয় স্বজনকে সবকিছু বললাম যে, আমরা আহমদীয়াত গ্রহণ করেছি তখন তারা বলা আরম্ভ করে যে, আপনারা আমাদেরকে কেন অবহিত করেন নি, আমাদেরকে কেন সাথে নিয়ে যান নি। এসব কথা শনার পর আমরাও আহমদীয়াতভুক্ত হতে চাই।

এরপর আরেক বন্ধুর নাম হলো সালমান সাহেব। তিনি বলেন, একজন আহমদীর মাধ্যমে জামাতের সাথে আমার পরিচয় হয়। তার স্বভাব চরিত্রে আমি গভীরভাবে প্রভাবিত হই যার কারণে আমি জামাত সম্পর্কে জানার চেষ্টা করি। এরই প্রেক্ষিতে জলসায় আসি। এখানে সবকিছু দেখে আমার জগত বদলে গেছে। জলসার পরিবেশ আমাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। এমন সুশৃঙ্খল জনসমাবেশ জীবনে আমি আগে কখনো দেখি নি। মানুষের স্বভাব-চরিত্র, তাদের সদ্ব্যবহার, শ্রীতি ও ভালোবাসা পূর্ণ পরিবেশ বর্তমানে আহমদীয়াত ছাড়া পৃথিবীতে আর কোথাও দেখা যায় না। এসব কিছু দেখে আজকে আমি আহমদীয়াতভুক্ত হওয়ার ঘোষণা দিচ্ছি। এরপর তিনি বয়আত করেন। অতএব এক আহমদীর উচিত এইসব উন্নত চরিত্র ও সুন্দর স্বভাবের ক্ষেত্রে আদর্শ স্থানীয় হওয়া। এগুলো তবলীগের কারণ হয়।

এরপর বসনিয়ার একজন অতিথি ছিলেন বায়রন সাহেব। তিনিও বয়আত করেছেন। তিনি বলেন, প্রথমবার জলসা সালানায় অংশগ্রহণ করছি। জলসার সময় আহমদীয়াতকে কাছ থেকে দেখার সুযোগ হয়েছে এবং জামাত সম্পর্কে সমধিক পরিচিত হয়েছে। এটি সত্য জামাত যারা সঠিক পথে বা সিরাতে মুস্তাকিমে প্রতিষ্ঠিত। জলসায় আমি খলীফায়ে ওয়াজের কথা শুনে তাঁর হাতে বয়আতের সিদ্ধান্ত নেই এবং বয়আত করে আহমদীয়া জামাতে যোগ দেই। আমি নিজেকে খুবই সৌভাগ্যবান মনে করি কেননা খলীফায়ে ওয়াজ তাঁর কথার মাধ্যমে আমাকে কাছে টেনে নিয়েছেন। আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করি যে, আমি এই জামাতের অংশ। আমি এই বাণী প্রচারের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।

এরপর বেলজিয়াম থেকে আগত একজন অতিথির নাম হলো গ্যারিও সাহেব। তিনি বলেন, এটি এক মহান গণজমায়েত এবং আধ্যাতিক সমাবেশ। এমন মনে হচ্ছিল যেন আমরা পরস্পরকে দীর্ঘদিন থেকে জানি। পূর্বে আমি পত্রযোগে বয়আত করেছিলাম কিন্তু আজ গভীর আগ্রহ এবং সচেতনতায় আমার হৃদস্পন্দন অনেক বেড়ে গেছে। আমি সব মুসলমানকে বলবো, এটিই ইসলাম ধর্ম আর এই ইসলাম আহমদীয়াতে প্রবেশ কর। আমি এই কথা বিশ্বাস করতে পারছি না যে, আজ আমি বয়আতের জন্য খলীফার সামনে উপস্থিত হয়েছি। আমার মনে আছে চৌদ্দ বছর বয়স থেকে আমি মৌলভীদের কাছে এই হাদীস শুনতাম যে, প্রত্যাশিত ও প্রতিশ্রুত মাহদী আসবেন। আজ আমার সেই বাসনা পূর্ণ হয়েছে আর সবকিছু আমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছি।

অতএব জলসা নীরব তবলীগের ভূমিকাও পালন করে বা জলসার পরিবেশ তবলীগের কারণ হয়, বক্তৃতা সমূহ তবলীগের কারণ হয় এবং মানুষের হৃদয়ে গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করে। তাই শুধু বক্তৃতাই নয় আমাদের প্রতিটি কর্ম, প্রত্যেক আহমদীর প্রতিটি কর্ম ও আমলকে এমন সুসজ্জিত করা উচিত যেন অ-আহমদীদের ওপর গভীর প্রভাব পড়ে। শুধু দেখানোর জন্য নয় বরং কার্যত আমাদের প্রতিটি কর্ম এবং

আমল যেন আমাদের হৃদয়ের প্রতিচ্ছবি ও আমাদের বিশ্বাসের প্রতিধ্বনি হয়ে ওঠে। জলসা সালানায় ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে যেসব অ-আহমদীরা এসে থাকেন তারাও সুগভীর ইতিবাচক প্রভাব নিয়ে ফিরে যান, আহমদী না হলেও তাদের ওপর গভীর ইতিবাচক প্রভাব পড়ে বরং অনেকেই জামাতে আহমদীয়ার দূত হিসেবে তবলীগের কাজও করে থাকে। এ বছর জার্মানীর জলসায় যে সমস্ত প্রতিনিধি দল বহির্বিদেশের দেশ থেকে এসেছে তাদের মাঝে লিথুনিয়া, লাটভিয়া, মেসিডোনিয়া, বসনিয়া, আলবেনিয়া, রোমানিয়া, কসোভো, বুলগেরিয়া, কাযাকিস্তান, মালটা, বেলজিয়াম, ক্রোয়েশিয়া এবং হাঙ্গেরী থেকে যোগদানকারীরা এসেছিলেন। তাদের প্রতিনিধি দলের সাথে আমার সাক্ষাতও হয়েছে।

লিথুনিয়া থেকে আগমনকারিনী এক মহিলার নাম মারিয়া সাহেবা যিনি লিগ্যাল একাউন্টেন্সি সার্ভিসে প্রজেক্ট ম্যানেজার। তিনি বলেন, জলসায় যোগদান আমার জীবনের এক সুন্দর অভিজ্ঞতা। কর্মক্ষেত্রের দায়িত্ব পালনার্থে প্রায়ই পাকিস্তান, ইরান, ইরাক ও দুবাইয়ের লোকদের সাথে আমার দেখা-সাক্ষাত হয় যারা ইসলামের মান্যকারী। আমার বন্ধুরা আমাকে প্রায় সময়ই বলে, এরা ইসলামের মান্যকারী আর ইসলাম হলো একটি সন্তাসী ধর্ম। কিন্তু জলসায় যোগদানের পর আমি এটি স্বীকার করতে বাধ্য যে, মুসলমানরা খুবই ভালো মানুষ, তারা পরস্পরের সাহায্যকারী। এই দিনগুলোতে অর্থাৎ জলসার দিনগুলোতে আমার এমন মনে হয়েছে আমি যেন নিজ গৃহেই বসবাস করছি। তাই ফিরে গিয়ে আমার বন্ধুদের মুসলমানদের সম্পর্কে ধারণা আমি পাল্টে দেব।

এরপর লিথুনিয়া থেকে আগমনকারী আরেকজন মেহমান মিসচিপাইস, যিনি লিথুনিয়ার উয়ুপাস অঞ্চলের পররাষ্ট্র মন্ত্রী, তিনি বলেন, এটি এক মহান জনসমাবেশ। এই জলসা ইসলাম সম্পর্কে আমার দৃষ্টিভঙ্গী চিরতরে বদলে দিয়েছে। ইতোপূর্বে এই জামাত সম্পর্কে আমি খুব একটা জানতাম না। জামাতের সদস্যরা অত্যন্ত অতিথি পরায়ণ এবং গভীর

ভালোবাসা রাখে। প্রদর্শনীতে বিভিন্ন মানুষের হাতে কুরআনের অনুলিপি লিখানোর ধারণাটি আমার খুবই ভালো লেগেছে। বিভিন্ন দেশ থেকে আগত লোকদের ঐক্যবদ্ধ ও একত্রিত হতে দেখার দৃশ্যও আমার কাছে ভালো লেগেছে।

এরপর মরক্কোর একজন যুবক, নাম হলো জলীল সাহেব। তিনি বেলজিয়ামে বসবাস করেন। তিনি বলেন, আমার পিতা আব্দুল কাদের সাহেব যুক্তরাজ্যের জলসা সালানায় বয়আত করেছিলেন আর তিনিই আমাকে জার্মানী নিয়ে এসেছেন। তিনি বলেন, এই প্রথমবার আমি কোন জলসায় যোগদান করি। এক যুবক হিসেবে আমি আমার যুবক ভাইদের এটি বলতে চাই যে, তাদের অবশ্যই এমন সব অনুষ্ঠানে যোগদান করা উচিত কেননা এই জলসায় যোগদান করে আমার আত্মিক প্রেরণা বৃদ্ধি পেয়েছে। আমার খুবই ভালো লাগছে। আমরা, যুবকরা রাস্তায় যখন চলাফেরা করি তখন পথচারীদের কেউ আপনাকে সালাম করবে এটা বিরলই, কিন্তু এখানে দেখছি এই জলসায় প্রত্যেকেই পরস্পরকে সালাম করছে আর এ কথা আমাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। আমি আল্লাহ্ তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞ যে, তিনি আমাকে এমন সুযোগ করে দিয়েছেন আর এই বরকতময় জলসায় অংশ গ্রহণের সৌভাগ্যদান করেছেন। তিনি বলেন, প্রথমে যখন এখানে আসি তখন আমার চিন্তা হয় যে, তিন দিন আমি এখানে কি করবো। কিন্তু জলসার অনুষ্ঠানমালায় ধারাবাহিকভাবে অংশ গ্রহণ করে এবং এখানকার ভ্রাতৃত্ববোধ ও ভালোবাসার পরিবেশ প্রত্যক্ষ করার পর আমি বুঝতেই পারিনি যে এই তিন দিন কিভাবে কেটে গেছে। জলসার তৃতীয় দিন আমি বয়আতে যোগ দেই এবং বয়আত করি।

এরপর মেসিডোনিয়া এবং তদঞ্চলের অন্যান্য দেশ থেকেও মানুষ এসেছে যেভাবে আমি পূর্বেই বলেছি। এক খ্রিস্টান বন্ধু টোনি সাহেব বলেন, আমি সাংবাদিকতার জগতের সাথে সম্পর্ক রাখি। এর পূর্বে আমি জার্মানী এবং যুক্তরাজ্যের জলসায়ও যোগদান করেছি। গত বছর প্রথম বার যখন জলসায় যোগ দেই তখন আমার ওপর গভীর প্রভাব পড়ে যে, এত

বিশাল জনগোষ্ঠী বড় এক জামায়েতে একত্রিত হয়েছে আর সব ব্যবস্থাপনা সুচারুরূপে পরিচালিত হচ্ছে, সবাই সুশৃঙ্খলভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। পরস্পর পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ বজায় রেখেছেন। প্রথমে আমার মনে হয় যে, এই সবকিছু বাইচাম বা কাকতালীয়। আমি বুঝতে পারছিলাম না যে, এটি কি বাস্তবেই হচ্ছে। আমার কাছে অলীক বা স্বপ্ন মনে হচ্ছিল। এটি আসলে এক মহান জনসমাবেশ। এরপর আগস্টে যুক্তরাজ্যের জলসায় যোগ দেই। যুক্তরাজ্যের জলসায় পর এখন আবার জার্মানীর জলসায় আসি। আমার ধারণা এখন আস্থাপূর্ণ বিশ্বাসে বদলে গেছে যে, জলসার ব্যবস্থাপনা সম্পূর্ণভাবে নিখুঁত। আমার বয়স ৫২ বছর আর সারা জীবনে আমি এত সুশৃঙ্খল গণসমাবেশ কখনো দেখিনি। জলসার ব্যবস্থাপনায় কোন প্রকার ত্রুটি আমার চোখে পড়েনি। যুক্তরাজ্যেও নয় আর এখানেও নয়। সাংবাদিকরা সচরাচর দেখে খুবই সমালোচনার দৃষ্টিকোণ থেকে কিন্তু আহমদীয়াতের সৌন্দর্য এটি যে, তিনি এখানে সবকিছু ভালো দেখেছেন।

এরপর হলেন একজন অ-আহমদী মুসলমান সাংবাদিক সিনাদ সাহেব। তিনি বলেন, জলসা সালানার ব্যবস্থাপনায় আমি খুবই প্রভাবিত হয়েছি। যখন আমি জলসায় অংশগ্রহণে সম্মত হই তখন আমার ধারণা ছিল না যে, এমন জলসা হবে আর এত সফল জলসা হবে। জলসা চলাকালে অনেক বিষয় আমার ওপর ইতিবাচক সুগভীর প্রভাব ফেলেছে। জীবনে প্রথমবার আমি দেখেছি যে, এক জায়গায় এত ব্যাপক সংখ্যায় মানুষ সমবেত হয়েছে আর সবাই সুসভ্য, কারো চেহারায় রাগ বা ক্রোধ ছিল না। কাউকে হেয় মনে করার কোন দৃশ্য আমি দেখি নি। আমার সাথে সবার ব্যবহার এবং আচরণ ছিল খুবই আকর্ষণীয়। তিনি আরো বলেন, খলীফার বক্তৃতায় আমি গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছি। বক্তৃতার ভাষা ছিল বলিষ্ঠ, যা সবার ওপর প্রভাব বিস্তার করেছে। তাঁর বক্তৃতা মানুষের হৃদয়ের গভীর তলদেশে প্রবেশ করেছে। পরিচ্ছন্নতার মান দেখেও আমি আশ্চর্য হয়েছি। অনেক বড় গণজমায়েত হওয়া সত্ত্বেও টয়লেট ছিল

সবসময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। আমার ওপর এই কথার গভীর প্রভাব পড়েছে। আমার সাথে এক বন্ধু এসেছেন যিনি খ্রিস্টান। জলসার শুরু থেকেই তার ওপর এত গভীর প্রভাব ছিল যে, তা ভাষায় বর্ণনা করার মত নয়। তিনি বলেন, আমি যখন আমার এই অভিব্যক্তি লিপিবদ্ধ করছি তখন আমার সেই বন্ধু ইসলাম সম্পর্কে বই-পুস্তক পড়ছেন আর জামাতে আহমদীয়ার ইতিহাসও পড়ছেন। আর মেসিডোনিয়ার জামাত জলসায় যে নযম পড়েছিল সেই নযম শুনছেন। অতএব জলসার পরিবেশও নীরব এক তবলীগের ভূমিকা পালন করে যেভাবে আমি পূর্বেই বলেছি।

এরপর বসনিয়ার এক বন্ধুর নাম হলো ডক্টর আদেল। তিনি বলেন, জলসার পুরো ব্যবস্থাপনা ও কার্যক্রম নিজ বৈশিষ্ট্যে ছিল অনন্য। তিনি বলেন, ডাক্তার হিসেবে গত ২৫ বছর যাবৎ আমি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে আসছি, কিন্তু এমন সুব্যবস্থাপনা আর এত শৃঙ্খলা আর কোথাও আমার দৃষ্টিগোচর হয়নি। ইসলামের ভিত্তি হলো আনুগত্য এবং শৃঙ্খলার ওপর, আর এই বৈশিষ্ট্যই আমি এই জলসায় লক্ষ্য করেছি।

আরেকজন অতিথির নাম হলো দানিয়াল সাহেব। তিনি বলেন, এই জলসা ছিল সহস্র সহস্র আধ্যাত্মিক মৃতদের জীবন দানকারী আর সেই আধ্যাত্মিক মৃতদের মাঝে আমিও একজন, যার এই জলসায় অংশগ্রহণে নতুনভাবে আধ্যাত্মিক জীবন লাভ হয়েছে। তিনি বলেন, যদিও আমি বেশ কয়েক বছর ধরে জামাতভুক্ত কিন্তু ইতোপূর্বে হৃদয়ে সেই আধ্যাত্মিক উষ্ণতা অনুভব করি নি যা এই জলসা আমাকে উপহার দিয়েছে। এখন আমি নতুনভাবে আধ্যাত্মিক জীবন প্রাপ্ত হয়েছি।

এরপর বসনিয়া থেকে একজন অ-আহমদী অতিথি ছিলেন নূরিয়া সাহেব। তিনি বলেন, মানুষের কাছে জলসার কথা শুনতাম কিন্তু কখনো জলসায় অংশগ্রহণের সুযোগ হয়নি। এবার জলসায় অংশগ্রহণের পর আমার হৃদয়ে অদ্ভুত এক অবস্থা বিরাজ করছে যা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। আমি অভ্যন্তরীণভাবে বদলে গেছি।

এরপর মানুষ কত নানাভাবে

আহমদীদেরকে পরীক্ষা করে তা-ও দেখুন। শুধু এমন নয় যে, মানুষ এখানে এসে নির্বিকার থাকে বরং তারা পরীক্ষা করে দেখতে চায় যে, আহমদীরা কেমন, কোথায় কোথায় তাদের মাঝে ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে, তা যেন তা বের করা যায়। একজন সিরিয়ান, আম্মার সাহেব, যিনি জার্মানীতে থাকেন, তিনি বলেন, আমি আসলে জামাতের বিরোধী ছিলাম। আমি আহমদীদের ত্রুটি বিচ্যুতি খুঁজে বের করা এবং তা প্রচারের মানসে এখানে আসি। এই তিন দিন আমি আমার মোবাইল টেবিলে ফেলে রাখি অথচ চুরি হয়নি। আমি সকল অর্থে ব্যবস্থাপনা এবং মানুষের আচার আচরণ বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিতে দেখেছি কিন্তু একটি ত্রুটিও চোখে পড়ে নি। এই জামাত সম্পর্কে আমি এখন আমার মতামত পরিবর্তন করতে বাধ্য। যদিও এমনভাবে পরীক্ষা করা কোনভাবেই বৈধ নয় কেননা কিছু মানুষ এমন থাকে, যারা টেম্পটেশান বা প্রলোভনের শিকার হয়ে যায় কিন্তু এটি থেকে বোঝা গেল যে, কিরূপ মনমানসিকতা নিয়ে কিছু মানুষ এসে থাকে। তাই প্রত্যেক আহমদীর জলসাকালে বিশেষভাবে সাবধানতা অবলম্বন করে চলা উচিত।

একজন অতিথির সম্পর্ক সিরিয়ার সাথে, তার নাম আলী সাহেব। তিনি বলেন, এক আরব আহমদীর মাধ্যমে জামাতের সাথে পরিচিত হই এবং জামাতের তবলীগী একটি অনুষ্ঠানে যোগদানের সুযোগ হয় যাতে জামাতের ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং আমি অনেকটা আশ্বস্ত হই। এরপর স্বপরিবারে জার্মানীর জলসায় যাওয়ার সুযোগ হয়। সেখানে জামাতের ব্যবস্থাপনা ও আধ্যাত্মিক পরিবেশ দেখে আমি অভিভূত হই। আপনাদের সাথে সময় কাটানোর এই সুযোগটি আমার জন্য অনেক বড় এক সুবর্ণ সুযোগ। আপনাদের আতিথেয়তা, ভ্রাতৃত্ববোধ, অতিথিদের স্বাগত জানানো এবং অতিথিদের জন্য নিজেদের রাত কুরবান করার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। জামাতে আহমদীয়া নিঃসন্দেহে এক মুসলিম জামাত। এই জামাত ইসলামের অনিন্দ সুন্দর শিক্ষা উপস্থাপন করে এবং এর অর্থাৎ ইসলামের সৌন্দর্য আমাদের সামনে

মেলে ধরে। আমাদের জন্য আবশ্যিক হলো এই সুপ্ত সৌন্দর্যকে ভেবেচিন্তে এবং সত্যভিত্তিক গবেষণার মাধ্যমে অন্যদের সামনে প্রকাশ করা।

রোমানিয়া থেকে আগত একজন নতুন বয়আতকারী ফ্লোরিয়ান সাহেব বলেন, জলসার পুরো ব্যবস্থাপনায় আমি গভীরভাবে প্রভাবিত। প্রতিটি ব্যবস্থাপনা পুরোপুরি সুপরিমিত এবং সর্বোত্তম ছিল। কোন এক কর্মবিভাগ সম্পর্কে এটি বলা কঠিন যে, এতে কোন ত্রুটি বা ঘাটতি রয়েছে। এত বড় গণসমাবেশের জন্য পরিপূর্ণ এমন ব্যবস্থাপনা হাড্ডাঙ্গা অসাধারণ পরিশ্রম আর বহু বছরের পরিকল্পনা ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই সম্ভব। তিনি বলেন, ছোট ছোট শিশুরা হাসিমুখে পানি পান করিয়ে এমন আনন্দে অভিভূত হয় যেন কোন হারিয়ে যাওয়া বস্তু তাদের লাভ হয়েছে। এক কথায় প্রতিটি কর্মী নিজ নিজ কাজে ছিল পুরোপুরি নিমগ্ন ও নিমজ্জিত আর মেহমানদের সেবার প্রেরণায় ছিলসমৃদ্ধ। আমি একজন নতুন আহমদী এবং প্রথমবার জলসায় এসেছি। এয়ারপোর্টে নামার পর থেকে জলসার শেষ পর্যন্ত প্রথম পাঠ হিসেবে আমি যা শিখেছি তা হলো সেবা ও ভালোবাসা প্রদর্শন হবে আচরণগত আরসবার সাথে ব্যবহারেথাকতে হবে হাসিমুখ। এরপর বয়আতের অনুষ্ঠানেও তিনি যোগদান করেন। এ সম্পর্কে তিনি তার অভিব্যক্তি এভাবে তুলে ধরেছেন যে, বয়আতের সময় আমার ভিতর আনন্দের এক হিল্লোল আর বিশেষ এক অনুভূতি বিরাজমান ছিল যা ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব নয়। বয়আতের সময় আমি হৃদয়ে এক বিশেষ অবস্থা অনুভব করি আর শিউরে উঠি। আমার এমন মনে হচ্ছিল যেন একটি চৌম্বক-ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে আর সবাই আকর্ষণের এই আবর্তে আকৃষ্ট হচ্ছে। তিনি আরো বলেন, এই জলসা আমার কাছে স্বপ্নের চেয়ে কম কিছু ছিল না।

কসোভোর একজন অতিথি বায়রন সাহেব বলেন, অনেকের কাছে জলসা সম্পর্কে শুনেছিলাম কিন্তু খোদার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ যে, এখন ব্যক্তিগতভাবে অংশগ্রহণ করে আমি এসব কথার চাক্ষুষ সাক্ষ্য দিচ্ছি। এখানে শৃঙ্খলা, উন্নত চরিত্র এবং

জামাতের দৃঢ় এক ব্যবস্থাপনা প্রত্যক্ষ করেছি। এরপর তিনি প্রশ্ন করেন যে, জামাতী শক্তির রহস্য কি? আমাকে তিনি এই প্রশ্ন করেছিলেন যে, এই শক্তির রহস্য কোথায়? আমি তাকে এই উত্তরই দিয়েছি যে, এই জামাত কোন মানুষের হাতে বানানো নয় বরং রসূলে করীম (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে আল্লাহ তা'লার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী এটি গঠিত হয়েছে যাতে বলা হয়েছিল যে, এমন একটি সময় আসবে যখন মসীহ মওউদ (আ.)-এর আবির্ভাব হবে এবং তিনি এক জামাত গঠন করবেন। অতএব, এটি খোদার গঠিত জামাত যে কারণে তোমরা এতে এসব বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করছো। খোদা তা'লার বানানো এই জামাতকে তিনি স্বয়ং হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর মাধ্যমে গঠন করেছেন আর জামাতের সদস্যও আহমদীয়া খিলাফতকে একই মালায় গ্রথিত করেছেন এবং এমন এক ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত করেছেন যা খোদার কৃপার ছায়ায় লালিত-পালিত হচ্ছে আর উন্নতি করে চলেছে। এটি যদি কোন মানবীয় ব্যবস্থাপনা হতো তাহলে বিগত একশত বছর ধরে যেভাবে এর পথে বিভিন্ন ধরণের বাঁধা-বিপত্তি সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়েছে, অনেক আগেই এই ব্যবস্থাপনা মুখ থুবড়ে পড়তো বা ধ্বংস হয়ে যেতো।

বুলগেরিয়া থেকেও অনেক বড় একটি প্রতিনিধি দল এসেছিল। ৭৬ সদস্য বিশিষ্ট এই প্রতিনিধি দলের মাঝে ২৫ জন আহমদী ছিলেন এবং অন্য সবাই ছিলেন অ-আহমদী। এদের মাঝে ডাক্তার, ব্যবসায়ী, অবসরপ্রাপ্ত উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মকর্তা এবং শিক্ষকও ছিলেন। একজন মহিলা অতিথি মেগডা সাহেবা বলেন, ইউরোপীয় দেশে বহু শরণার্থী আসছে। স্থানীয়রা তাদেরকে ঘৃণা করে যার ফলে এক অস্বস্তিকর পরিবেশের উদ্ভব ঘটছে। এরপর আমাকে তিনি বলেন, এ সম্পর্কে আপনি যে দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন তা অন্তর ছুঁয়ে যায় আর সমস্ত উৎকর্ষার সমাধানও। অনুরূপভাবে আপনি নর ও নারীর অধিকার এবং দায়িত্বের প্রতি যেভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন আমার ওপর এর গভীর প্রভাব পড়েছে। সুতরাং অমুসলিমদের এই প্রভাবিত হওয়া

আমাদের কাছে কিছু দাবিও রাখে, আর তা হলো আমাদের দায়িত্ববোধ সম্পর্কে গভীর সচেতন হওয়া এবং আমাদের কর্মে তা প্রকাশ পাওয়া।

আরেকজন অতিথির নাম হলো সোয়ানুফ সাহেব। তিনি বলেন, প্রথমবার জলসায় অংশগ্রহণ করেছি। প্রতিটি বক্তৃতা থেকে কিছু না কিছু নতুন শিখেছি। বিশেষ করে জলসায় মহিলাদের অধিবেশনে যুগখলীফা প্রদত্ত বক্তৃতা আমাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। তিনি ইসলামের আকর্ষণীয় চিত্র তুলে ধরেছেন আজকের যুগে একান্তই যার প্রয়োজন রয়েছে।

এরপর মালটা থেকেও একটি প্রতিনিধি দল যোগদান করে যাদের মাঝে একজন ডাক্তার ছিলেন। তিনি একজন নাইজেরিয়ান কিন্তু থাকেন মালটায়। তিনি বলেন, বেশ কয়েক বছর পূর্বে ইসলামকে বোঝার জন্য আমি ছয় মাসের একটি কোর্স করি। এই কোর্স করার পর আমার মনে হয় যে, ইসলামই সেই জায়গা যেখানে আমি যেতে পারি কিন্তু কতক মুসলমানের ভ্রান্ত আচরণ এই আকর্ষণীয় ইমেজ বা চিত্রকে কলুষিত করছে আর এ কারণে আমার আশংকাও হয়। কিন্তু আহমদীয়া মুসলিম জামাত সেই একমাত্র মুসলমান সংগঠন ইসলামের আকর্ষণীয় চিত্রকে যারা তুলে ধরে এবং এর ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। আহমদীয়া মুসলিম জামাত জিহাদের যেই সংজ্ঞা উপস্থাপন করে যদি পুরো মুসলিম জনগোষ্ঠী এটি শিরোধার্য করে নেয় তাহলে পৃথিবী শান্তির নীড়ে পরিণত হতে পারে এবং সর্বত্র শান্তি ও সম্প্রীতির রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ারই কথা। তিনি বলেন, জামাতে আহমদীয়া আল্লাহ তা'লাকে বিশ্ব প্রতিপালক হিসেবে বিশ্বাস করে। তারা এ কথা বলে না যে, আল্লাহ শুধু মুসলমানদের। আর এ কথাটি আমাকে জামাতে আহমদীয়ার আরো কাছে টেনে এনেছে। তিনি বলেন, যারা বলে যে, আল্লাহ তা'লা পূর্বে ওহী করতেন ও কথা বলতেন কিন্তু এখন আর তিনি ওহী করেন না এবং কথাও বলেন না, তারা ভ্রান্তিতে নিপতিত। আহমদীয়াত সত্য। খোদা তা'লা আজও বান্দাদের সাথে কথা বলেন। তিনি আরো বলেন, ইসলাম সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরের সন্ধান জলসা সালানায় আমি এসেছি আর এই জলসায় যোগদান

এবং খলীফায়ে ওয়াজের বক্তব্যাবলী, বিশেষ করে দ্বিতীয় দিন অমুসলিমদের প্রতি তাঁর বক্তব্যের পর আমি বলতে পারি যে, আমি আমার সব প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেছি। তিনি আরো বলেন, জিহাদের যে ব্যাখ্যা আহমদীয়া মুসলিম জামাত উপস্থাপন করে এ সম্পর্কে একটি বই প্রকাশ করে মুসলমানদের জন্য পাঠ্য-তালিকাভুক্ত করে পড়ানো উচিত। আর একইভাবে অ-মুসলিমদেরকেও জিহাদের প্রকৃত মর্ম বোঝানো উচিত। তিনি বলেন, আমি এখন মালটার লোকদের মাঝে আহমদীয়াতের তবলীগ করব। তাদেরকে বলবো যে, প্রকৃত ইসলাম তাই যা আহমদীয়াত উপস্থাপন করে। আর এই ইসলাম হলো শান্তি এবং নিরাপত্তার বাণী। এখন আমরা জামাতে আহমদীয়ার হাতে হাত রেখে আমাদের দেশে আহমদীয়াতের বাণী প্রচার করব।

মালটা থেকে জলসায় যোগাদানের জন্য তিন জন খ্রিস্টান মহিলাও এসেছিলেন। দ্বিতীয় দিন মহিলাদের তাবুতে অতিবাহিত করার পর তারা আমাদের মুবাঞ্জিগকে বলেন, আজকে মহিলাদের সাহচর্যে সময় কাটানোর যে সুযোগ আপনি করে দিয়েছেন সেটি আমরা বেশি উপভোগ করেছি। সেখানে আমরা স্বাচ্ছন্দ বোধ করেছি। মহিলাদের মাঝে অবস্থান করে আমরা নিজেদের ভেতরকার স্বাধীনতা ও আত্মবিশ্বাস বেড়ে যাওয়া প্রত্যক্ষ করতে পেরেছি। জলসার বাকি সময়টা আমরা মহিলাদের সাথেই কাটাতে চাই।

অতএব সেসব আহমদী মেয়েদের জন্যও এতে শিক্ষণীয় দিক রয়েছে যারা মনে করে বা যারা অন্যদের কথায় প্রভাবিত হয়ে বলে যে, নর ও নারীর মাঝে কোন পার্থক্য থাকা উচিত নয়। তাদের আলাদা স্থানে বসা উচিত নয়। আর এই ধারণা অনেক যুবক যুবতীর মাথা বিষিয়ে তুলেছে।

লাতভিয়া থেকে আগত একজন উকিল আরওয়ার্ড সাহেব বলেন, প্রথমবার জলসা সালানায় যোগাদানের সুযোগ হয়েছে। জলসায় অংশগ্রহণের পূর্বে জামাতে আহমদীয়া সম্পর্কে খুব বেশি একটা জানা ছিল না। এই দিনগুলোতে ইসলাম সম্পর্কে অনেক কিছু জানার সুযোগ হয়েছে। আমি

আমার জীবনে আপনাদের চেয়ে বেশি ভালোবাসা পোষণকারী, সাহায্যকারী এবং সেবা প্রদানকারী মানুষ দেখি নি। জলসা সালানায় যোগাদান করা আমার জন্য গর্বের কারণ। ফিরে গিয়ে আমি আমার জীবন সম্পর্কে দ্বিতীয়বার চিন্তা-ভাবনা করবো।

আরেকজন অতিথি ছিলেন টিনা। তিনি বলেন, জার্মানীর জলসা সালানায় মহিলাদের তাবুতে প্রদত্ত বক্তৃতায় মহিলাদের অধিকার এবং তাদের ওপর মহানবী (সা.)-এর অনুগ্রহ সংক্রান্ত বক্তৃতা ছিল যাতে ইসলামে মহিলাদের পদমর্যাদা সম্পর্কে বলা হয়েছে। এটি আমার ওপর খুবই ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। এখন আমি বলতে পারি যে, ইসলামে মহিলাদের গুরুত্ব কত বেশি। মহিলাদের অধিবেশনে হুযুরের বক্তব্যে আমি খুবই আনন্দিত আর আমি খুবই আশ্চর্য হয়েছি যে, ইসলাম কত অসাধারণভাবে মহিলাদের সাথে সমান অধিকারের নির্দেশ দিয়েছে এবং নর ও নারীর অধিকার স্পষ্ট করে দিয়েছে। এই বক্তৃতা শোনার পর এই বিষয়ে আমার জ্ঞান অনেকটাই বৃদ্ধি পেয়েছে।

বেলজিয়াম থেকে আগত আরেকজন অ-আহমদী মুসলমান অতিথি যিনি সেনেগালের অধিবাসী তিনি বলেন, আমি অনেক অ-আহমদী অধিবেশন এবং অনুষ্ঠান আর বৈঠকে অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়েছি। কিন্তু এখানে যে ব্যবস্থাপনা দেখেছি তা আর কোথাও চোখে পড়েনি। একটি ঘটনার উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি বলেন, জলসা গাছে এক ব্যক্তি চেয়ার থেকে পড়ে যায়। তখন সেখানে উপস্থিত সমস্ত কর্মী তার সাহায্যের জন্য ছুটে আসে, যেন সেখানে তিনিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। এই দৃশ্য দেখে আমি ভাবলাম যে, এখানে সবাইকে এত শ্রদ্ধা এবং সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা হয়। সবার সাথে সমান ব্যবহার করা হয়। আমার জন্য আজকের যুগে এই ভালোবাসা এবং ভ্রাতৃত্ববোধের দৃশ্য এবং দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ করা এ কথার স্বাক্ষর বহন করে যে, এটিই ধর্মের সংস্কার। জামাতে আহমদীয়াই আজ সত্যিকার অর্থে ইসলামী শিক্ষার ওপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি আরো বলেন, আমি আরেকটি কথার স্বাক্ষর দিতে চাই। আজকাল ইউরোপের অধিকাংশ দেশে পুলিশের পাহারার ব্যবস্থা

রয়েছে। অন্যান্য সমাবেশ বা গণজমায়েতে পুলিশের উপস্থিতি প্রকট ভাবেই দেখা যায়। কিন্তু এখানে চল্লিশ হাজার মানুষের উপস্থিতি থাকা সত্ত্বেও এই তিন দিনে কোন প্রকার অপ্রীতিকর ঘটনা বা দুর্ঘটনা এখানে ঘটেনি আর এদেশের কোন এক পুলিশকেও দেখা যায়নি। আমি এটিও জানি না যে, এখানকার পুলিশের পোষাক বা ইউনিফর্মের রং কি। এটি থেকে প্রমাণিত হয় যে, আহমদীয়াত ইসলামের শিক্ষাকে সঠিকভাবে বুঝেছে এবং এর ওপর প্রতিষ্ঠিত। আর এ কারণেই জলসার পরিবেশ এত শান্তিপূর্ণ।

লিথুনিয়া থেকে আগমনকারী একজন মহিলা অতিথি বলেন, আমার দেশ লিথুনিয়ায় একটি প্রবাদ বাক্য রয়েছে যে, সবসময় শেখো, শেখো, আরো একবার শেখো। এই তিন দিনে ইসলাম সম্পর্কে আমি অনেক কিছু শিখেছি। আমি বুঝতে পেরেছি যে, ইসলাম মানুষের প্রাপ্য অধিকারের প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগ আকর্ষণ করে। আমি ফিরে গিয়ে ইসলাম আহমদীয়াতের বাণী অন্যদের মাঝে প্রচার করব। একই সাথে আমি আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই যে, এই জলসার পর আমার জন্য সবচেয়ে বড় বিষয় হলো আমি নিজের মাঝে এক মহান পরিবর্তন অনুভব করছি। আমি আপনাদের মঙ্গল কামনা করি। আশা করি আপনাদের জলসায় আমি পুনরায় আসব।

আরেকজন অতিথির নাম হলো মিস্টার আরাল্ডো। তিনি একজন একাউন্ট্যান্ট। তিনি বলেন, জলসা সালানা আমার হৃদয়ে মুসলমানদের জন্য ভালোবাসা সঞ্চার করেছে। মুসলমানরা যুদ্ধ নয় বরং শান্তি চায়। আইসিস ইসলামের সঠিক চিত্র তুলে ধরে না। তারা যা করছে তা তাদের উদ্দেশ্য প্রণোদিত ব্যক্তিস্বার্থোদ্ধার। আরেকজন নতুন বয়আতকারী নাদীম সাহেব বলেন, এটি আমার তৃতীয় জলসা যাতে আমি অংশগ্রহণ করছি। এ সবই সুন্দর স্বভাব-চরিত্রের কথা আর আমি যেমনটি বলেছি যে, আমাদের সকল আহমদীর স্বভাব চরিত্র উন্নত হওয়া উচিত। শুধু অ-আহমদীদের সাথে বা নতুন বয়আতকারীদের সাথে নয় বরং আমাদের পরস্পরের সাথেও অনেক বেশি স্নেহ, দয়া



এবং মায়া-মমতার ব্যবহার করা উচিত আর মনোমালিন্য দূরীভূত করা উচিত। আমি জলসাতেও এটি বলেছি। সেই অতিথি বলেন, এটি আমার তৃতীয় জলসা। এই অধম দু'মাস পূর্বে জীবিকার উদ্দেশ্যে জার্মানী আসে। একদিন নামাযের জন্য আমার বাইতুস সুবুহ আসার ইচ্ছা হয় এবং ট্যাক্সি যোগে সেখানে আসার সুযোগ হয়। দৈবক্রমে সেই ট্যাক্সি এক আহমদী ভাইয়ের ছিল। ঐ আহমদী ভাই যে পরম স্নেহ ও মমতার সাথে আমাকে বুকে টেনে নিয়েছেন সেই ভালোবাসা ছিল অনন্য এবং অতুলনীয়। আর আমি বুঝতে পেরেছি যে, হযরত মসীহ মওউদ (আ.) তাঁর মান্যকারীদের মাঝে যে ভালোবাসা দেখতে চেয়েছেন এটি তারই এক প্রতিফলন মাত্র।

যেমনটি আমি পূর্বেও বলেছি, আল্লাহর ফযলে আরো অনেকেরই মনের রেখাপাত বা অভিব্যক্তি এমনই। এটি খোদা তাঁলার কৃপা যে, তিনি আমাদের দুর্বলতা ঢেকে রাখেন আর মোটের ওপর মানুষের ওপর জলসার ভালো প্রভাব পড়ে থাকে কিন্তু কতক মানুষ কিছু ক্রটি-বিচ্যুতি এবং ঘটতির প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন বা দুর্বলতা চিহ্নিত করেছেন। কোন কোন অতিথি বলেছেন, এবার অনুবাদ শোনার জন্য যে সমস্ত ডিভাইস বা যন্ত্র ছিল সে ক্ষেত্রে উন্নতির প্রয়োজন রয়েছে। এর পূর্বে এমন অভিযোগ আসেনি, হয়তো এবারই প্রথম হয়েছে। অনেক সময় অনুবাদ চলাকালে বিভিন্ন শব্দ কানে আসে এবং তাতে অন্য ভাষারও মিশ্রণ ঘটে। আমার নিজেরও এর অভিজ্ঞতা হয়েছে। জার্মানদের একটি অনুষ্ঠানে আমি অনুবাদ শুনছিলাম তখন উর্দু অনুবাদের সাথে অন্য ভাষার অনুবাদের মিশ্রণ ঘটে এবং বারবার এই সমস্যা দেখা দেয়। ব্যবস্থাপকদের এদিকে মনোযোগ দিতে হবে। শুধু অর্থ সাশ্রয়ের কথা না ভেবে ভালো ডিভাইসের ব্যবস্থা করণ।

মেসিডোনিয়ার একজন অ-আহমদী ভদ্র মহিলা তার অভিব্যক্তি প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন যে, এটি তেমন উল্লেখ করার মত বিষয় নয় কিন্তু তবুও বলছি। আমরা এমন খাবার পেয়েছি যে খাবারে আমরা অভ্যস্ত ছিলাম না। এর ফলে আমাদের অনেকের কিছু সমস্যাও দেখা দেয়। আরেক ভদ্র

মহিলা এটিও বলেছেন যে, আমাদের খাবারে এমন মসলা ছিল যার কারণে আমরা খাবার খেতে পারিনি এবং আমাদের জন্য সেটি খাওয়া কষ্টকর ছিল। বিদেশীদের খাবারের ব্যবস্থা তো আলাদা হতে পারে, এটি ব্যবস্থাপকদের দায়িত্ব। এদের সংখ্যা এত স্বল্প হয়ে থাকে যে তাদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা করা কঠিন কিছু নয়। আমরা মনে করি যে, পাস্তা বানাতেই হলো, সবাই পাস্তা খেয়ে নিবে। কিন্তু সবাই পাস্তা পছন্দ করে না। কোন কোন অঞ্চলের মানুষ ঝোল বা এই জাতীয় খাবার পছন্দ করে যা পাতলা হয়। এসব অঞ্চল বা দেশ থেকে যারা আসে তাদের জন্য মুরগুরী বা মুবাল্লিগদের মাধ্যমে তাদের খাবারের মেনু বা খাদ্যাভ্যাসের সংবাদ নিয়ে তা প্রস্তুত করা কঠিন কিছু নয়। অতএব এদিকে মনোযোগ দেয়া উচিত। আরেকটি বিষয় আমি অবগত হয়েছি যে, মহিলা অতিথিদের মার্কিতে আহমদী মহিলারাও গিয়ে একত্রিত হতো। তাই আমাদের মহিলাদের এদিকে মনোযোগ দিতে হবে আর বিশেষভাবে লাজনার ব্যবস্থাপনার এদিকে মনোযোগ দিতে হবে যে, আমাদের মেয়েরা বা মহিলারা যেন এই তিন দিন পরহেযি বা বিশেষ খাবার না খেয়ে সাধারণ লঙ্গরখানায় খাবার খায়, তাহলে অতিথিদের খাবার খাওয়া এবং খাওয়ানো সহজসাধ্য হবে।

এরপর এক ভদ্রমহিলা সরাসরি আমাকে প্রশ্নের আকারে জিজ্ঞেস করেছেন, তার কথার উদ্দেশ্য স্পষ্ট ছিল, তিনি এটি বলতে চেয়েছেন যে, অনেক আহমদী মহিলার অবয়ব নামাযের সময়ও সঠিক হয় না, মহিলাদের চুল দেখা যায়, মাথা খোলা থাকে, পুরোপুরি ঢেকে রাখা হয় না। তার এই আপত্তি সঠিক ছিল। চুল সম্মুখ এবং পিছন দিক থেকে ঢেকে রাখা উচিত। তাই আপনারা এই বিষয়ে সাবধান থাকুন। এরপর কেউ কেউ আপত্তিমূলকভাবে বা অভিযোগ আকারে এবং দোয়ার অনুরোধ করেও পত্র লিখেছেন যে, ভবিষ্যতে যেন এই ব্যবস্থার সংশোধন হয়ে যায় যে, যাদের শিশুরা বেশি ছোট আর তুলনামূলকভাবে বড় শিশু যারা বেশি হৈচৈ করে তাদের মায়েদের জন্য বসার ব্যবস্থা পৃথক হওয়া উচিত কেননা হৈ-ছল্লোড় এবং

হট্টগোলার কারণে বক্তৃতা শোনাই সম্ভব হয় না। তাহলে বসে থাকার কোন মানে হয় না। এছাড়া কেউ কেউ এদিকেও আমার মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন যে, মেয়েদের সনদ বা পদক যখন দেয়া হচ্ছিল তখন এমটিএ খুব কাছে থেকে তাদের চেহারার ক্লোজআপ দেখানো আরম্ভ করে অথচ আমার স্পষ্ট নির্দেশনা হলো দূর থেকে দেখাবেন যেন চেহারা দেখা না যায়। প্রথমত সব মেয়েরই পর্দা সঠিক হওয়া উচিত। আর তা না হলেও এমটিএ-র সাবধান থাকা উচিত। তাদের নতুন কর্মীদের যদি এর সঠিক ধারণা না থাকে বা তাদেরকে যদি শিখানো না হয়ে থাকে তাহলে ভবিষ্যতে ব্যবস্থাপনার এই বিষয়ে সাবধান থাকা উচিত। এছাড়া পর্দা সংক্রান্ত কিছু কথা রয়েছে যা ইনশাআল্লাহ আমি লাজনার বিভিন্ন সদরদেরকে পরবর্তীতে পাঠিয়ে দিব। এখানে তা বলার প্রয়োজন নেই।

জলসার দিনগুলোতে আমরা জলসার কল্যাণে বা বরকতে যেখানে কল্যাণমন্ডিত হই এবং তা আমাদের তরবীয়ত তথা সুশিক্ষা এবং অ-আহমদীদেরকে তবলীগের সুযোগ নিয়ে আসে সেখানে আমাদের দুর্বলতা এবং ভুল ভ্রান্তির ওপরও বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টি রাখা উচিত। এ কথা বলার আমার প্রয়োজন নেই বা প্রত্যেকবার সব দুর্বলতার কথা বলা বা সেগুলোকে চিহ্নিত করা আমার জন্য আবশ্যিক নয়। কিন্তু এটি নিশ্চিত যে, দুর্বলতা এবং ক্রটি বিচ্যুতি থেকেই থাকে। কোন ব্যবস্থাপনাই কখনো শতভাগ নিখুঁত হতে পারে না। আমরা খোদা তাঁলার প্রতি কৃতজ্ঞ যে, যেভাবে তিনি আমাদের দুর্বলতাকে ঢেকে রেখেছেন সেভাবে আমাদের ব্যবস্থাপনারও আত্মজিজ্ঞাসা এবং আত্মবিশ্লেষণ করতে হবে। দুর্বলতা এবং ভুল ভ্রান্তিকে সমালোচনার দৃষ্টিতে দেখতে হবে। সেগুলো অনুসন্ধান করণ যে, কোথায় কোথায় আমাদের দুর্বলতা এবং ভুল-ভ্রান্তি রয়ে গিয়েছে। এরপর পূর্বেও আমি বলেছি যে, একটি রেড বুক বা লাল খাতা থাকা চাই যাতে সব ভুল ভ্রান্তির নোট থাকবে আর ভবিষ্যতে সেগুলো দূর করার চেষ্টা করণ। এভাবে আমাদের ব্যবস্থাপনা উন্নত হতে পারে। অফিসার জলসা সালানার

দায়িত্ব হলো জলসার পর সব বিভাগের সাথে মিটিং করা। তাদের বলুন যে, আপনারা স্ব স্ব বিভাগের দুর্বলতা গুলো লিখে আনুন। যেখানেই কোন দুর্বলতা দেখেন তা লিপিবদ্ধ করুন যেন পারস্পরিক আলোচনা ও পরামর্শের মাধ্যমে এর উন্নত সমাধান সামনে আসে আর পরবর্তী বছরের ব্যবস্থাপনা যেন আরো উন্নত হয়। সাধারণ জনগণের পক্ষ থেকে সংশোধনযোগ্য এমন কোন বিষয় যদি সামনে আসে যা মনোযোগ চায় তাহলে তাৎক্ষণিক ভাবে উদার মনের পরিচয় দিয়ে সেই অভিযোগ দূর করার জন্য ভবিষ্যতে আরো যথাযথ এবং দৃঢ় পরিকল্পনা হাতে নেয়া উচিত। আল্লাহ তা'লা সবাইকে এর তৌফিক দান করুন।

এই সফরকালে কয়েকটি মসজিদের ভিত্তি স্থাপনের আবার কতিপয় মসজিদের উদ্বোধনেরও সৌভাগ্য হয়েছে। আর এসব কার্যক্রম তবলীগেরও কারণ হয়ে থাকে। অ-আহমদী অতিথিরা এসে ইসলাম সম্পর্কে যখন তথ্য সংগ্রহ করেন এসব কথা তখন তাদের কাছে আশ্চর্যজনকই বোধ হয় যে, ইসলামী শিক্ষার এই দিকটা তো পূর্বে কখনো আমাদের নয়রে পড়েনি আর না কখনো আমাদেরকে তা দেখানো হয়েছে। এখন এ সম্পর্কিত কিছু অভিব্যক্তিও উপস্থাপন করছি।

একটি মসজিদের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে একজন স্প্যানিশ খ্রিস্টান বলেন, আমার এক ছেলে এক বছর পূর্বে আহমদীয়ায় গ্রহণ করে। এতে আমি খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হই কেননা আমি ক্যাথলিক খ্রিস্টান। আমি আমার নিজ ধর্মের ওপর কঠোরভাবে প্রতিষ্ঠিত। আমার আক্ষেপ ছিল যে, আমার ছেলে কোথায় গিয়ে পৌঁছল। ইসলামকে আমি ক্ষতিকর মনে করতাম। যাহোক আজ আপনাদের খলীফাকে দেখেছি এবং তাঁর কথা শুনেছি। আর আমার সত্যিকার শান্তির উপলব্ধি হয়েছে। আমি এখন আশ্বস্ত যে, আমার ছেলে ভালো জায়গায় এসেছে।

এরপর আরেকজন মহিলা অতিথি কেরণলা সাহেবা বলেন, আমার কিছুটা খারাপ লেগেছে আর আক্ষেপও হয়েছে এজন্য যে, আপনাদের খলীফাকে বারবার এই কথা বলতে হয়েছে যে, ইসলাম শান্তির ধর্ম।

কিন্তু আমি এটিও বুঝি যে, পৃথিবীতে আজকাল ইসলাম সম্পর্কে যে অপপ্রচার চলছে এবং এত ভ্রান্ত কথা ইসলামের প্রতি আরোপ করা হয় যে, মানুষকে বোঝানোর জন্য এ কথা বারবার বলা আবশ্যিকও। তিনি আরো বলেন, খুবই সূক্ষ্ম দৃষ্টিকোণ থেকে এই বিষয়টি তিনি বর্ণনা করেছেন যে, ইসলাম শান্তি বিচারকারী। বিষয়টিকে তিনি যেভাবে বর্ণনা করেছেন তা কোন বিরোধীও খন্ডন করতে পারবে না। তাঁর বাণী স্পষ্টভাবে উদ্ভাসিত, সবারই উচিত একে অন্যকে বুকে টেনে নেয়া আর প্রেম, প্রীতি ও সৌহারদের মাঝে জীবন যাপন করা। আহমদীয়া মসজিদের বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নেই তবে আমার একটি আক্ষেপ হলো মসজিদ এবং গির্জার মর্যাদা সমান, মসজিদ মুসলমানদের ইবাদতের স্থান আর গির্জা খ্রিস্টানদের, উভয়টির মর্যাদা যদিও একই তবুও শহরের কেন্দ্রে গির্জা নির্মাণের অনুমতি দেয়া হয় আর মসজিদ নির্মাণ করতে হয় শহরের বাইরে, নামাযীদের আসতে হয় দূর থেকে। কাউন্সিল শহরে মসজিদ নির্মাণের অনুমতি কেন দেয় না। এখন তাদের মাঝেও এমন লোক দন্ডায়মান হচ্ছে যারা পূর্বে মসজিদের বিরোধী ছিল কিন্তু এখন এসব অনুষ্ঠানমালার কারণে মসজিদের সমর্থনে তারাই কথা বলছে। এসব মসজিদের উদ্বোধনের কল্যাণে তার কথা হলো আমাদের মসজিদও শহরের কেন্দ্রেই নির্মিত হওয়া উচিত।

মেয়র সাহেব এক জায়গায় বলেন, আমার বড় গর্ব ছিল এজন্য যে, আমি আপনাদের জামাতকে জানি কিন্তু আজকে ইসলাম সম্পর্কে বিশেষ করে ইসলামী সহানুভূতির ভিত্তিতে সারা পৃথিবী জুড়ে আপনাদের সাহায্য কার্যক্রম সংক্রান্ত বিষয় জানতে পারায় আরো কিছু শিখে নেয়ার সুযোগ হয়েছে। এ সম্পর্কে আমি কিছুটা বলেছিলাম। খলীফার এই বক্তব্য শুনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি যে, ইসলাম গির্জার সুরক্ষারও শিক্ষা দেয় আর অন্যান্য ধর্মের অনুসারীদেরও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেয়।

এরপর আরেকজন অতিথি মি. স্টিফেন বলেন, আমি যা ভেবেছিলাম তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক ঘটনা এটি। আমার ধারণা

কি ছিল আমার এখন স্মরণ নেই, তবে এটি যে মোটেও তেমন ছিল না বরং সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ এক পরিবেশ ছিল যাতে খলীফায়ে ওয়াজ্ঞ অন্যদেরকে তাদের প্রাপ্য প্রদান, তাদের নিরাপত্তা দিয়ে সুরক্ষা প্রদান এবং পরস্পরের প্রতি সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির কথা বলেছেন। তিনি বলেন, আমি আজ ইসলামের মৌলিক নীতি শিখতে পেরেছি। আর এই কথা শুনে আমার খুবই ভালো লাগে যে, খলীফা বলেছেন, আমাদের দৃষ্টি নিজেদের ভালো গুণাবলীর ওপর নিবদ্ধ রাখা উচিত আর পরস্পরের দুর্বলতা এবং ত্রুটি-বিচ্যুতি উপেক্ষা করা উচিত। আমার কাছে এটিও ভালো লেগেছে যে, তিনি ইসলামী ইতিহাস তুলে ধরেছেন এবং এটিও বলেছেন যে, হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে নিজের ঘর থেকে কিভাবে হিজরত করতে হয়েছে কিন্তু এরপরও তাঁর ওপর যুলুম এবং অত্যাচার চালানো হয়েছে। আমার এমন মনে হয়েছে, তিনি যেন ইসলাম সম্পর্কে রহস্যবৃত্ত এক গ্রন্থ উন্মোচন করছেন যা পূর্বে কেউ জানতো না।

আরেকজন মহিলা অতিথি বলেন, প্রতিবেশীদের সাথে সুসম্পর্কের প্রেক্ষাপটে খলীফার বার্তা বা বাণী এবং বক্তব্য শুনেছি। প্রতিবেশী সংক্রান্ত এমন মহান শিক্ষার কথা পূর্বে কখনো শুনিনি। আপনাদের খলীফা যেভাবে বলেছেন সবাই যদি সেভাবে প্রতিবেশীর অধিকার দেয়া আরম্ভ করে তাহলে পৃথিবী এক শান্তিধামে পরিণত হতে পারে। তিনি বলেন, খলীফা বলেছেন যে, “নিজের অধিকার দাবি করার পরিবর্তে অন্যের অধিকার বা প্রাপ্য প্রদান কর”। নিঃসন্দেহে এটি হতে পারে ‘শান্তির পূর্ণ সংজ্ঞা’।

এই মসজিদের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সেই অঞ্চলের জেলা-প্রধানও উপস্থিত ছিলেন। তিনি তার বক্তৃতায় এ কথাও বলেছেন যে, আহমদী নারী বা আহমদী মহিলাদের সাথে (তাদেরকে) করমর্দনে যে নিষেধ করা হয় এর ফলে ইন্টিগ্রেশন অর্থাৎ সামাজিক মিল-বন্ধন তৈরি হতে পারে না। অর্থাৎ আপনারা আমাদের সমাজের অংশে পরিণত হতে পারেন না যতক্ষণ আমাদের মহিলারা আপনাদের পুরুষদের সাথে করমর্দন না করবে আর আপনাদের মহিলারা আমাদের

পুরুষদের সাথে করমর্দন না করবে। তার বক্তৃতা শেষ হওয়ার পর আমার যে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য ছিল তাতে আমি এই প্রশ্নের উত্তর দেই। এরপর সেই ভদ্রমহিলা মন্তব্যকালে বলেন, আমি খুবই আনন্দিত যে, খলীফা করমর্দনের প্রেক্ষাপটেও আলোচনা করেছেন। আবশ্যিক নয় যে, এই কক্ষে উপস্থিত প্রত্যেক ব্যক্তি খলীফার কথার সাথে একমত হবে কিন্তু আমি তাঁর কথার সাথে সম্পূর্ণ একমত। অন্যদের মূল্যবোধকে আমাদের সাধুবাদ জানানো উচিত। এই কথাই আজ আমি আপনাদের খলীফার কাছে শিখেছি যে, ইন্টিগ্রেশনের জন্য উভয় পক্ষের সমঝোতা আবশ্যিক। আমি জানি যে, মুসলমানরা শুকরের মাংস খায় না। তাই আমি যদি মুসলমানদের আমার ঘরে নিমন্ত্রণ জানাই তাহলে তাদের জন্য ভিন্ন কোন মাংস রান্না করব। এটি তো অতি সামান্য এক কথা। অনুরূপভাবে, মুসলমান পুরুষরা যদি আমার সাথে করমর্দন করতে না চায় তাহলে আমি কেন তাদেরকে বাধ্য করতে যাব।

এরপর একজন জার্মান পুরুষ বলেন, আমি এই বক্তব্য শুনে খুবই আনন্দিত যাতে আপনাদের খলীফা পুরুষ ও মহিলা পরস্পর করমর্দন সংশ্লিষ্ট বিষয়টিকে খোলাসা করে বর্ণনা করেছেন। তাঁর বক্তৃতা শোনাটা ছিল আমার জন্য সম্মানজনক। তিনি সেই যুক্তি উপস্থাপন করেছেন যা কোনভাবে খন্ডন করা সম্ভব নয়। তিনি বলেন, আমাদের সমাজে এটি কোন সাধারণ বিষয় নয় যে, মুসলমান পুরুষেরা মহিলাদের সাথে করমর্দন করে না কিন্তু খলীফা একেবারে সঠিক কথাটি বলেছেন, শান্তিপ্ৰিয় ও সহিষ্ণু এক সমাজে আমাদের পরস্পরের ধর্ম-বিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া উচিত।

এরপর সেই মহিলা যিনি জেলা-প্রধানের সাথে এসেছেন এবং যার কারণে জেলা প্রধানকে বলতে হয়েছে যে, মহিলাদের সাথে করমর্দন করা উচিত। এছাড়া সেই ভদ্র মহিলা মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানেও এসেছিলেন এবং মসজিদের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানেও এসেছেন। তিনি বলেন, পূর্বে তার খুবই ক্ষোভ ছিল যে, পুরুষ ও মহিলা পরস্পর কেন করমর্দন করে না। কেননা তাকে পূর্বেই বলা

হয়েছিল যে, আমি করমর্দন করব না। যাহোক তিনি বলেন, আমি খুবই আনন্দিত যে, খলীফা মি. গেমকি, যিনি জেলাপ্রধান ছিলেন, তার পক্ষ থেকে উত্থাপিত সকল প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। গত বছর যখন আমাকে আমন্ত্রণ জানানো হয় তখন তাতে লেখা ছিল যে, আহমদী পুরুষরা মহিলাদের সাথে করমর্দন করবে না। এটি পড়ে আমি ক্ষুব্ধ হই। কিন্তু আজকে খলীফা যেভাবে করমর্দনের প্রেক্ষাপটে বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন তা পত্র পাঠানোর পূর্বে যদি আমাকে জানিয়ে দেয়া হতো তাহলে তাৎক্ষণিকভাবে আমি বুঝতে পারতাম। যদিও আমি মনে করি যে, পুরুষ ও মহিলা করমর্দন করতে পারে কিন্তু আপনাদের খলীফার বক্তব্য আমার দৃষ্টিভঙ্গী পাল্টে দিয়েছে যে, আমাদের নিজেদের সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান অন্যদের ওপর চাপানো উচিত নয় এবং অন্যদের বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতিও শ্রদ্ধাশীল হওয়া উচিত।

অতএব একটি কথা আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, নিজেদের ধর্ম এবং আচার-অনুষ্ঠানের বিষয়ে অন্যদের সাথে যখন কথা বলবেন তখন প্রজ্ঞার সাথে বলা উচিত যেন আপনাদের কথা তাদের কর্ণগোচরও হয় আবার তাদের আবেগ অনুভূতিতেও আঘাত না আসে। এখন এই ভদ্র মহিলা যিনি গির্জার প্রতিনিধি ছিলেন, যার কথা আমি উল্লেখ করলাম, তিনি ঠিকই বলেছেন যে, পত্রে আমাকে এটি লেখার কি প্রয়োজন ছিল যে, আমরা মুসাফাহ বা করমর্দন করি না, তাই তুমি আসবার পর করমর্দনের চেষ্টা করো না। ভিত্তিপ্রস্তর অনুষ্ঠানে আমরা তোমাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ঠিকই কিন্তু স্মরণ রেখো যে, করমর্দনের জন্য হাত বাড়িয়ে দেবে না, একরূপ আগ বাড়ানো স্বভাব দেখাবে না। এটি লেখার মত কোন বিষয় নয় যে, কারো ক্ষেত্রে এমন আশংকা থাকলে তাকে আমন্ত্রণ জানানোর প্রয়োজন নেই। এরপর মসজিদের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানেও তাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। অবশ্য এদিক থেকে ভালো হয়েছে যে, জেলা-প্রধান বিষয়টি পুনরায় উত্থাপন করার কারণে আমারও কিছুটা বিস্তারিত উত্তর দেয়ার সুযোগ হয়। আমিও ভীতির সাথে কিছু বলিনি বরং তাদের সামনে পরিষ্কার কথা বলেছি কিন্তু বুদ্ধিমত্তা এবং

প্রজ্ঞার সাথে বলেছি। আর জেলা-প্রধানও হয়তো এত সুস্পষ্ট উত্তরের আশা করেন নি কেননা তিনি নিজেই পরে এ কথা বলেছেন আর একই সাথে আনন্দিতও ছিলেন যে, আমার কথায় তার উত্তর এসে গেছে। এছাড়া তিনি এটিও বলেছেন যে, আমার যুক্তিকে তিনি খুব সুন্দরভাবে খন্ডন করেছেন। সুতরাং স্মরণ রাখবেন জোর জবরদস্তি করে কাউকে কোন কিছু মানানোর কোন প্রয়োজন আমাদের নেই, কিন্তু আমাদের শিক্ষা থেকেও আমরা বিচ্যুত হতে পারি না। আমাদের ধর্মীয় কোন বিষয়ে লজ্জা পাওয়ার প্রয়োজন নেই। ইসলামী শিক্ষা এমন মহান শিক্ষা যে, কোন আহমদী ছেলে বা মেয়ের এবং নর ও নারীর হীনমন্যতার শিকার হওয়ার প্রয়োজন নেই।

জগতবাসীকে যদি ইসলামের পতাকাতে আমাদের সমবেত করতে হয় তাহলে সব বিষয়ে নিজেদের ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত তুলে ধরতে হবে এবং সৎ-সাহস প্রদর্শন করতে হবে। এই ভদ্র মহিলা যার কথা আমি উল্লেখ করেছি তিনি বলেন, ভিত্তিপ্রস্তর অনুষ্ঠানের জন্য লিখিত বার্তা আমি পেয়েছিলাম। আমার সব কথা শনার পর আমি যা এতক্ষণ বললাম সেসব কথা ছাড়া তিনি এটিও বলেছেন যে, এই দৃষ্টিকোণ থেকে এক বছর ধরে আমি বড় মানসিক কষ্টে ছিলাম। আমার কাছে এমন মনে হচ্ছিল আমাকে যেন অপদস্থই করা হয়েছে। আর মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর অনুষ্ঠানের পর অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আমি ফিরে যাই। আজও এখানে এসে গেছি ঠিকই কিন্তু আমি অস্বস্তিতে ছিলাম। তবে আপনার সব কথা শনার পর আমি এখন হাসিমুখে ফিরে যাচ্ছি। আর হাত মিলানো বা করমর্দন করা বা না করার বিষয়ে আপনারা পুরোপুরি স্বাধীন। এছাড়াও অনেকে এ বিষয়ে নিজেদের মতামত ব্যক্ত করেছেন। তারা বলেন যে, আমরা এখন সত্যিকার ইন্টিগ্রেশনের বিষয়টি বুঝতে পেরেছি। আর সেই সাথে সত্যিকার খিলাফতের বিষয়টিও বুঝতে পেরেছি। এছাড়া এক ব্যক্তি এ কথাও বলেছেন, আর এটি এমন একটি কথা যা সব আহমদী পুরুষ ও মহিলাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, এক যুবকের কথা এটি, তিনি

বলেন, আপনাদের খলীফা বয়োঃবৃদ্ধ মানুষ এবং সেই সাথে খলীফাও, তাই এই দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি হয়তো এই শিক্ষা মেনে চলেন কিন্তু আপনাদের এই শিক্ষা যা কিনা ইসলামী শিক্ষা, আপনাদের এটি মানার প্রমাণ আমরা তখন পাব যখন আমরা বাস্তবে দেখব যে, আপনাদের ছেলে, মেয়ে, যুবক, যুবতী, নর ও নারীরা এই শিক্ষা শিরোধার্য করে কিনা এবং এই শিক্ষা অনুসারে পুরুষরা মহিলাদের সাথে বা মহিলারা পুরুষদের সাথে করমর্দন করা এড়িয়ে চলে কিনা। তিনি বলেন, আহমদী যুবক যুবতীরা যদি এটি মেনে চলে তাহলেই আমি বুঝবো যে, সত্যিই আপনারা আপনাদের শিক্ষার ওপর প্রতিষ্ঠিত।

অতএব এটি এখানে বসবাসকারী সকল আহমদী নর ও নারীর জন্য অনেক বড় একটি চ্যালেঞ্জ যা এই ব্যক্তি আহমদী পুরুষ এবং মহিলাদের প্রতি ছুঁড়ে দিয়েছে। এখন এটি আপনাদের দায়িত্ব যে, কোন প্রকার হীনমন্যতার শিকার না হয়ে নিজেদের ধর্মীয় শিক্ষার তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়ও মেনে চলুন আর তাদেরকে বুঝিয়ে দিন যে, ইউরোপে এসেও ইসলামী শিক্ষার শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে আমাদের বিন্দুমাত্র কোন সন্দেহ নেই। অনুরূপভাবে মেয়েরাও নিজেদের পোষাক এবং পর্দা সম্পর্কে যত্নবান হোন। নিজেদের লজ্জাশীলতা এবং সম্ভ্রমে কোন প্রকার আঘাত আসতে দিবেন না। লাজনাদের সংগঠনের এদিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে।

অনুরূপভাবে খোদ্দামুল আহমদীয়ার সংগঠনকেও খোদ্দামের তরবীয়তের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে। একইভাবে আনসারুল্লাহরও নিজেদের দায়িত্ব সম্পর্কে উদাসীন হলে চলবে না। সব সংগঠন এবং জামাতী ব্যবস্থাপনা, জামাতের নিয়মিত সদস্য এবং সাধারণভাবে সব সদস্যদের ব্যবহারিক দুর্বলতাকে সামনে রেখে তরবীয়তি বা প্রশিক্ষনমূলক প্রোগ্রাম প্রণয়ন করুন এবং সে অনুসারে সর্বোত্তম ফলাফল লাভের চেষ্টা চালিয়ে যান। অন্যরাও অর্থাৎ অ-আহমদীরাও এখন আপনাদের প্রতি দৃষ্টি দেয়া আরম্ভ করেছে আর তারা লক্ষ্য করবে যে, আপনাদের আমল কেমন। আল্লাহ

তা'লা আমাদের সবাইকে তদনুযায়ী আমল করার তৌফিক দান করুন।

এছাড়া আমি এ কথাও বলতে চাই যে, জলসা এবং মসজিদ উদ্বোধনের অনুষ্ঠানমালা সম্প্রচার সম্পর্কে ইতোমধ্যে আশিটির বেশি অনুষ্ঠান প্রচার-মাধ্যমে প্রদর্শিত হয়েছে। আর বলা হয়, দর্শক এবং শ্রোতার আনুমানিক সংখ্যা প্রায় বাহাত্তর মিলিয়ন হবে। জার্মানীর জলসায় পাঁচটি টিভি চ্যানেল সংবাদ প্রচার করেছে যার মাঝে একটি রেডিও চ্যানেল, তিনটি পত্রিকা এবং দু'টো নিউজ এজেন্সি ছিল। এছাড়াও আরো অনেক পত্রিকা ও সাময়িকি রয়েছে। টেলিভিশন চ্যানেল হলো, এস ডব্লিউ আরটিভি, ভেদান টিভি, আর টি এল টিভি, যেড ডি এফ টিভি এবং আলবেনিয়ান টিভি এছাড়া আরো বহু পত্র-পত্রিকায় সংবাদও ছাপানো হয়েছে।

খুতবা শেষে নামায অন্য এক হলে হবে। খুতবা আমি এখানেই দিয়েছি কিন্তু জায়গা সংকুলান হবে না বলে নামায পড়তে হবে ছোট এক কক্ষে, রিসিপশনে গিয়ে। আপনারা এখানেই অপেক্ষা করুন যতক্ষণ আমি সেখানে না পৌঁছাই। নামায আরম্ভ না হওয়া পর্যন্ত আপনারা এখানেই বসুন, পরে নামাযে অংশ নিন।

গতবার যখন আমি এখানে এসেছিলাম তখন লাজনা এবং আনসারুল্লাহর পক্ষ থেকে যে জায়গা ক্রয় করা হয়েছে এবং যার নাম রাখা হয়েছে 'বায়তুল আফিয়াত' সেখানে খোলা হলরুম ছিল এবং নামাযের জন্য জায়গাও পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু এবার কাউন্সিলের পক্ষ থেকে কিছু বিধি নিষেধ বা আপত্তির কারণে, যার সমাধান এখনো করা হয়নি, ফলে নামায পড়ার সেখানে জায়গা পাওয়া যায়নি। আর এ কারণে আজকে মহিলাদেরকেও জুমুআয় আসতে বারণ করে দেয়া হয়েছে। তাই শুধু পুরুষরাই এসেছেন জুমুআর জন্য।

অথচ এতগুলো দিন কেটে গেছে, লাজনা এবং আনসারুল্লাহর দায়িত্ব ছিল আপনারা এই বিল্ডিং যখন ক্রয় করেছেন এর সমস্ত আইনী দাবি তখনই পূরণ করা আবশ্যিক ছিল এবং স্বল্পতম সময়ে সেই বিল্ডিংকে ব্যবহারযোগ্য করে নেয়া উচিত ছিল। জানা

নেই, লাজনা এবং আনসার হয়তো এজন্য বসে আছেন যে, কাউন্সিল আমাদের কাছে আসবে আর করজোড়ে বলবে যে, তোমরা তোমাদের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করে নাও, এটি হবে না। নিজেদের কাজের জন্য তাৎক্ষনিকভাবে আপনাদেরকেই পদক্ষেপ নিতে হবে। একইভাবে আমীর সাহেব এবং জায়েদাদ বিভাগও যদি এতে সংশ্লিষ্ট থাকে তাহলে তাদেরও তাৎক্ষনিকভাবে এই ক্ষেত্রে তাদেরকে সাহায্য করা উচিত ছিল। এটি যেন না হয় যে, আগামী কয়েক বছরও এজন্য বসে থাকবেন যে, কাউন্সিল যদি আমাদেরকে অনুরোধ করে তবেই আমরা আমাদের জায়গা ব্যবহারোপযোগী করব। আলস্য পরিহার করুন এবং নিজেদের কাজের দাবি পূর্ণরূপে মিটিয়ে নিন।

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে  
অনুদিত।

## আন্তরিক ক্ষমাপ্রার্থী

জামাতের সকল সদস্যকে জানানো যাচ্ছে যে, অনিবার্য কারণবশতঃ এবার পাক্ষিক আহমদীর দুই সংখ্যা একত্র করে ছাপানো হল।

বিনীত নিবেদক  
মাহবুব হোসেন, প্রকাশক

## বিজ্ঞপ্তি

পাক্ষিক "আহমদী" পত্রিকার সকল সম্মানিত গ্রাহককে জানানো যাচ্ছে যে, আপনাদের মধ্যে যাদের গ্রাহক চাঁদা বকেয়া রয়েছে তাদেরকে অতিসত্বর পরিশোধ করার বিনীত আহ্বান করা হচ্ছে। এছাড়া গ্রাহক সংক্রান্ত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন—

ফারুক আহমদ বুলবুল  
মোবাইল : ০১৯১২-৭২৪৭৬৯



হযরত মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)  
প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহ্দী

# ইযালা-এ-আওহাম

## (সন্দেহ-সংশয় নিরসন)

প্রণয়ন ও প্রকাশনা ১৮৯১

হযরত মির্জা গোলাম আহমদ  
প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহ্দী (আ.)

(২৮তম কিস্তি)

এ বিষয়টি স্মরণ রাখার দাবী রাখে এবং আগেও আমি কয়েকবার বর্ণনা করে এসেছি যে, খোদা তা'লার কিতাবসমূহে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণীর সবগুলোতেই ঈমান সম্পর্কিত এক ধরনের পরীক্ষা অভিপ্রেত। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, কোনো ভবিষ্যদ্বাণী অতি পরিষ্কার ও স্বতঃস্ফূটাক্ষরে যদি কোনো নবী সম্পর্কে বর্ণনা করা হতো তাহলে এরকম ভবিষ্যদ্বাণীর সর্বাধিক হকদার ছিলেন আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম। কারণ হযরত মসীহ (আ.)-এর আকাশ থেকে নেমে আসার বিষয়টি যদি অস্বীকার করা হয় তাহলে এতে করে কোনো কুফরী অভিযোগ অপরিহার্যভাবে প্রযোজ্য নয়। কিন্তু আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের রিসালত অস্বীকার করা হলে নিঃসন্দেহে সেই অস্বীকার চিরস্থায়ী জাহান্নামে পৌঁছবার কারণ হবে। কিন্তু দর্শকবৃন্দ জ্ঞাত হবেন যে, সমস্ত তৌরাত ও ইঞ্জিলে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে আর তেমনি হযরত মসীহ (আ.) সম্পর্কেও এমন কোনো প্রকাশমান ও সাফ-সাপটা ভবিষ্যদ্বাণী খুঁজে পাওয়া যায় না, যার মাধ্যমে (অবশ্যই তাদের মানতে হবে বলে) আমরা গিয়ে ইহুদীদের ঘাড় ধরে বসি। হযরত মসীহ ও ইহুদীদের বার বার বলতে থাকেন, 'আমার সম্পর্কে মুসা (আ.) তৌরাতে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন।' কিন্তু ইহুদীরা সর্বদা তাঁকে এ উত্তর দেয়, 'যদিও এটা সত্য যে আমাদের

গ্রন্থাবলীতে একজন মসীহ সম্পর্কে সংবাদ দেয়া হয়েছে বটে, কিন্তু আপনি নিজ চোখে দেখে নিন, মসীহর আগমন সম্পর্কে আমাদের এ নিদর্শন দেয়া হয়েছে যে আবশ্যকীয়ভাবে তাঁর পূর্বে আকাশ থেকে এলিয়া অবতীর্ণ হবেন যাঁর আকাশে যাওয়ার কথা তৌরাতে 'রাজাবলী' কিতাবে বর্ণিত রয়েছে।' এর উত্তরে হযরত মসীহ একথাই বলতে থাকেন যে, 'সে এলিয়া হলেন যাকারিয়ার পুত্র ইউহান্না বা ইয়াহিয়া (আ.)।' কিন্তু একে কষ্টকল্পিত ব্যাখ্যা আখ্যা দিয়ে ইহুদীরা তাঁর বক্তব্যের প্রতি কেনই বা কর্ণপাত করতো? আপাত দৃষ্টিতে তাদের ওজর উপস্থাপনে ইহুদীদের সত্য বলেই মনে হতো। কাজেই খোদা তা'লা ইহুদীদের যাবতীয় সন্দেহ-সংশয় সম্পূর্ণ দূর করতে সক্ষম ছিলেন। কিন্তু তিনি তেমনটি করেন নি, যাতে করে সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদী উভয় পক্ষকে পরখ করা হয়। কেননা দুষ্ট লোক কেবল বাহ্যিক যুক্তি উপস্থাপনের মাধ্যমে নিঃসন্দেহে এমন ক্ষেত্রে কঠোর অস্বীকৃতিমূলক ভূমিকা প্রদর্শন করতে পারে। কিন্তু একজন সত্যপরায়ণ ব্যক্তির সত্যতা বোঝার জন্য এপথ খোলা ছিল যে, আকাশ থেকে অবতীর্ণ হওয়ার ব্যাখ্যা যেন অন্য ভাবে করা হয় (যা যুক্তি-যুক্ত ও ন্যায্যসঙ্গত হওয়ার দরুন গ্রহণযোগ্য হয়) এবং একজন নবী যে তাঁর সত্যতার অন্যান্য চিহ্ন ও লক্ষণাবলীর অধিকারী হয়ে থাকেন সেগুলোর আলোকে তাঁর প্রতি ঈমান আনা হয়। তবে এটা সত্য এবং একেবারে সত্য

যে, 'রাজাবলি' ও 'মালাকি'-এর বর্ণনাগুলোকে মুসলমানরাও ইহুদীদের মতো বাহ্যিক ও আক্ষরিক অর্থে ধরে নিয়ে যাকারিয়াপুত্র হযরত ইয়াহিয়া (আ.)কে ওই ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতার প্রতীক ও সত্যায়নস্থল বলে সাব্যস্ত করতে পারবে না এবং এই পঁচে পড়ে মরিয়মপুত্র হযরত মসীহর নবুওয়তও কখনো প্রমাণিত হতে পারে না। কুরআন করীম আকাশ থেকে এলিয়া নবীর অবতীর্ণ হওয়া সম্পর্কে হযরত মসীহ কর্তৃক উপস্থাপিত ব্যাখ্যাটি গ্রহণ করেছে এবং মসীহ ও ইয়াহিয়া উভয়কে সত্য নবী হিসাবে সাব্যস্ত করেছে। নইলে কুরআন করীম যদি আকাশ থেকে এলিয়ার অবতীর্ণ হওয়াটাকে সেভাবেই গ্রহণ করতো অর্থাৎ বাহ্যিকভাবে, যেমন কিনা আমাদের ভাই মুসলমানগণ হযরত মসীহর অবতীর্ণ হওয়ার সম্পর্কে ধারণা (বা বিশ্বাস) করে থাকে তাহলে কুরআন করীম হযরত মসীহকে কখনও নবী বলে গণ্য ও সাব্যস্ত করতো না। কেননা 'রাজাবলি' ও 'মালাকি' হলো ঐশী কিতাব। এ জায়গাগুলোতে তাদের (তথা উক্ত গ্রন্থ দু'টির) বাহ্যিক ও আক্ষরিক অর্থ বিশ্বাস ও গ্রহণযোগ্য হয়ে থাকলে সেই অর্থ পরিহার করায় ঐ যাবতীয় গ্রন্থ তুচ্ছ ও বেকার বলে সাব্যস্ত হবে। আমার বন্ধু মৌলবী মুহাম্মদ হুসায়ন সাহেব এ জায়গাটিতেও সবিশেষ মনোনিবেশে দৃষ্টি দিন। যদি বলা হয়, রাজাবলি ও মালাকি-এর এ জায়গাগুলো প্রক্ষিপ্ত ও পরিবর্তিত-এমনটি হওয়া কি সম্ভব নয়?

তাহলে যেমন একটু আগে আমি লিখে এসেছি— তেমনটি মনে করা সম্পূর্ণ ভুল ও নির্ঘাৎ ভ্রান্ত ধারণা। কেননা উল্লেখিত জায়গাগুলো যদি প্রক্ষিপ্ত হতো তাহলে ইহুদীদের মোকাবিলায় হযরত মসীহ ইবনে মরিয়মের পক্ষ থেকে এটা উত্তম উত্তর হতো যে ‘তোমাদের কিতাবগুলোতে এলিয়ার আকাশে যাওয়া এবং তারপর অবতীর্ণ হওয়ার সম্পর্কে যা কিছু লিখা আছে তা সম্পূর্ণ ভুল এবং এ জায়গাগুলো প্রক্ষিপ্ত।’

কিন্তু হযরত মসীহর পক্ষ থেকে সেরকম কোনো ওজর উপস্থাপন না করাতে তিনি বরং উল্লিখিত জায়গাগুলোর শুদ্ধ ও সঠিক হওয়ার বিষয়টিই সত্যায়িত করেছেন। তা ছাড়া ঐ কিতাবগুলো যেভাবে ইহুদীদের কাছে মর্যাদাপূর্ণ ছিল সেভাবেই হযরত মসীহ এবং তার হাওয়ারীগণও এ কিতাবগুলো পাঠ করতেন এবং এগুলোর প্রতি যত্নবান ছিলেন। বস্তুত ইহুদীদের মাঝে আমরা এমন কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজে তুলে ধরতে পারি না যা এ জায়গাগুলোকে প্রক্ষিপ্ত বলে মনে করতে তাদের বাধ্য বা প্রলুব্ধ করতো। মোটকথা, মসীহর বিষয়ে (তৌরাতে) ভবিষ্যদ্বাণীর ক্ষেত্রে এলিয়া সম্পর্কিত বৃত্তান্তটি ইহুদীদের পক্ষে এরকম বাধা-বিপত্তি সৃষ্টি করেছে যার দরুন তারা তাদের সেই পথটিকে পরিষ্কার করে উঠতে পারে নি। এর ফলশ্রুতিতে তাদের মাঝে অসংখ্য মানবাত্মা কুফরী অবস্থায় এ দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে।

এখন আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে তৌরাতে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতি দৃষ্টি পাত করুন— যদিও দুটি জায়গায় এ রকম ভবিষ্যদ্বাণী পাওয়া যায় যা চিন্তাশীলদের সামনে তাদের ন্যায়পরায়ণ হওয়ার শর্তসাপেক্ষে তুলে ধরলে প্রতীয়মান হয় যে, এটি আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম সম্পর্কেই লিপিবদ্ধ হয়েছে। কিন্তু এতে কুটতর্কেরও যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। যেমন, তৌরাতে লেখা আছে যে, হযরত মুসা বনী ইসরাঈলকে বললেন, “খোদা যিনি তোমার মহান খোদা তিনি তোমার জন্য তোমারই মধ্য থেকে তোমারই ভাইদের মধ্য থেকে আমার মতো একজন নবী আবির্ভূত করবেন।” এ ভবিষ্যদ্বাণীটিতে এ বিপত্তিগুলো রয়েছে যে, এ তৌরাতেই কোনো জায়গায় বনী ইসরাঈলকেই বনী

ইসরাঈলের ভাই বলে লিখা হয়েছে, আর কোনো জায়গায় বনী ইসরাঈলকেও বনী ইসরাঈলের ভাই হিসেবে লিখা হয়েছে। সেই সাথে আবার অন্যান্য ভাইয়েরও উল্লেখ রয়েছে। এখন অকাটা ও নির্দিষ্ট এবং সুস্পষ্টভাবে এ কথার মীমাংসা কীভাবে হবে যে ‘বনী ইসরাঈলের ভাইদের মাঝে’ বলতে কেবলমাত্র বনী ইসরাঈলকেই বোঝায়? বরং ‘তোমারই মধ্য থেকে’— যে শব্দগুচ্ছটি লেখা আছে এটিও এ (ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কিত) ভাষ্যটির বেশী সন্দেহযুক্ত হওয়ার কারণ। তবে আমরা যদিও অনেকগুলো জোরালো যুক্তিপ্রমাণ ও লক্ষণাবলীকে একত্র করে এবং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ও হযরত মুসার মধ্যে যে সাদৃশ্য রয়েছে তা চূড়ান্ত ভাবে প্রমাণিত করে একজন সত্যান্বেষীর উদ্দেশ্যে যৌক্তিকভাবে প্রমাণ করে দেখিয়ে থাকি যে, প্রকৃতপক্ষে এ স্থলে ভবিষ্যদ্বাণীটির সত্যায়নস্থল ও বাস্তবায়নের প্রতীক আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ছাড়া অন্য কেউ নয়। কিন্তু এ ভবিষ্যদ্বাণীটি এরূপ পরিষ্কার ও সুস্পষ্ট তো নয় যে প্রত্যেক চরম অজ্ঞ ও আহাম্মক ব্যক্তিকেও এর মাধ্যমে আমরা মানতে বাধ্য করতে পারি (তথা সত্য উপলব্ধি করার লক্ষ্যে সক্ষম হতে পারি)। বরং এটি বোঝার জন্য পুরো জ্ঞান-বুদ্ধির দরকার এবং বোঝাবার জন্যও পুরো জ্ঞান-বুদ্ধির প্রয়োজন। মানুষের পরীক্ষার মুখ্য বিষয়টি যদি খোদা তা’লার অভিপ্রেত না হতো, বরং ভবিষ্যদ্বাণীর সবদিক দিয়ে খোলাখুলি বিবরণই যদি ঐশী অভিপ্রায় হতো, তাহলে এটি এভাবে বর্ণিত হওয়া উচিত ছিল : ‘হে

মুসা! আমি তোমার পরে (খ্রিষ্টিয়) বাইশতম শতাব্দীতে আরবদেশে বনী ইসরাঈলদের মাঝে তাদের মধ্যকার একজন নবী পয়দা করবো— তাঁর নাম হবে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)। তাঁর পিতার নাম আব্দুল্লাহ এবং মাতার নাম হবে আমেনা এবং তিনি মক্কা নগরীতে জন্মগ্রহণ করবেন। আর তাঁর এরূপ ছলিয়া (বা অবয়ব) হবে’। এখন স্পষ্ট যে, তৌরাতে যদি এরূপ কোনো ভবিষ্যদ্বাণী লিপিবদ্ধ হতো, তাহলে কারও পক্ষে এমন কোনো প্রশ্ন ও ওজর-আপত্তি করার প্রয়োজন (বা অবকাশ) থাকত না এবং দুষ্প্রায়ণদের সবার হাত-পা বাঁধা পড়তো। কিন্তু খোদা তা’লা এমনটি করেন নি। এখন প্রশ্ন হলো খোদা তা’লা কি এমনটি করে দেখাতে সক্ষম ছিলেন না? এর উত্তর এটাই যে, নিঃসন্দেহে সক্ষম ছিলেন। বরং তিনি চাইলে এর চেয়েও পরিষ্কার ও খোলামেলা ভাবে নিদর্শন-মূলক বিবরণ লিখে দিতে পারতেন যাতে করে তাদের ঘাড় সম্পূর্ণ ঝুঁকে যেতো এবং দুনিয়ায় কোনো অস্বীকারকারী থাকতো না। কিন্তু তিনি এতো প্রকট ভাবে ও সবিস্তারে তুলে ধরা এজন্য পছন্দ করেন নি যে সদা-সর্বদা ভবিষ্যদ্বাণীসমূহে এক ধরনের পরীক্ষা তাঁর অভিপ্রেত হয়ে থাকে, যাতে বুদ্ধিমান এবং সত্যান্বেষীগণ সেটি বোঝে নেন, আর যাদের অন্তরে গর্ব, অহঙ্কার, তুরা প্রবণতা ও বাহাদর্শিতা রয়েছে তারা এটি গ্রহণে বঞ্চিত থাকে।

(চলবে)

ভাষান্তর : মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ  
মুরব্বী সিলসিলাহ (অব.)

## “আহমদী” পত্রিকায় লেখা পাঠানো প্রসঙ্গে

আহমদীয়া মুসলিম জামা’ত, বাংলাদেশের একমাত্র মুখপত্র “আহমদী” পত্রিকায় লেখা পাঠানো প্রসঙ্গে নতুন সংযোজন করা হচ্ছে যে, এখন থেকে সকল আহমদী সদস্য যারাই লেখা ও সংবাদ পাঠাতে ইচ্ছুক তারা প্রকাশক বরাবর লেখা পাঠাবেন। সেক্ষেত্রে নিম্ন ঠিকানায় লিখতে হবে।

বরাবর,

মাহবুব হোসেন

প্রকাশক, পাক্ষিক আহমদী

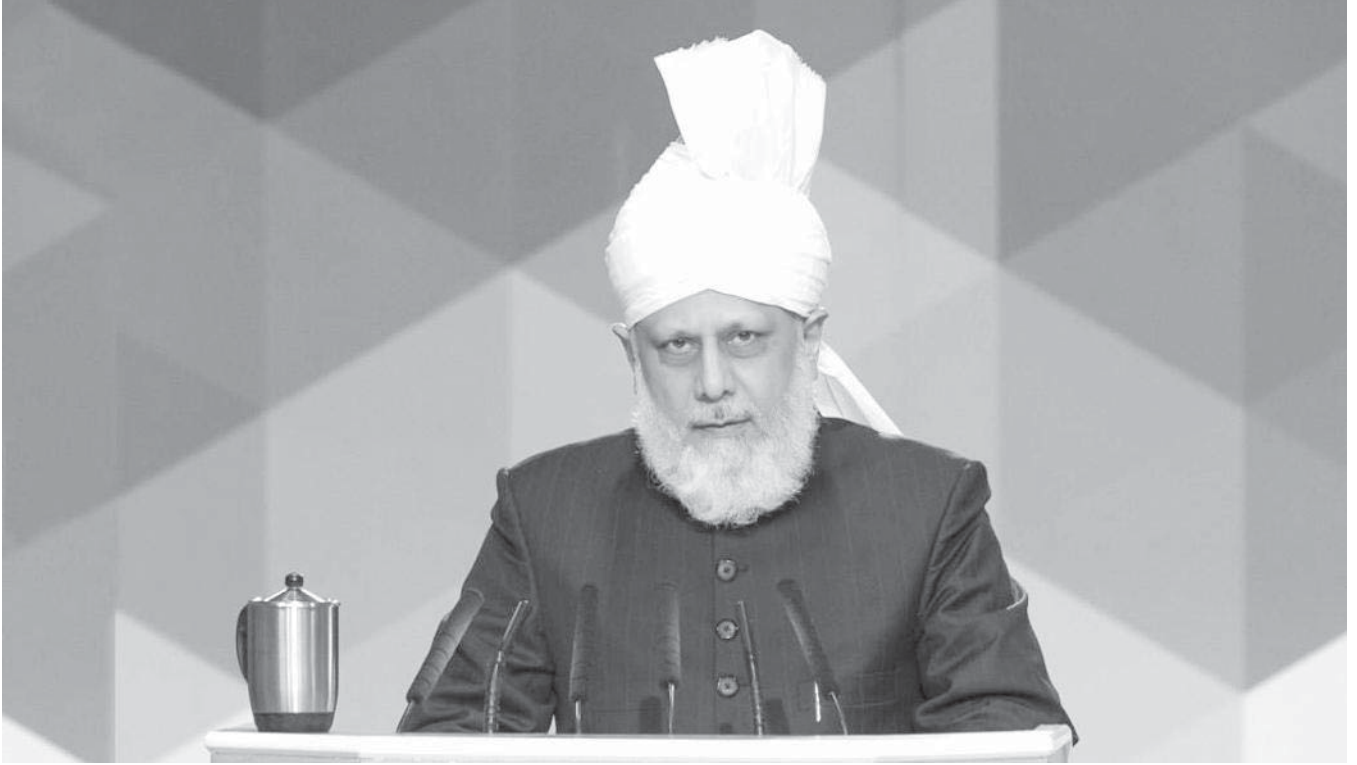
আহমদীয়া মুসলিম জামা’ত, বাংলাদেশ।

৪নং বকশীবাজার রোড, ঢাকা-১২১১।

e-mail: pakkhik\_ahmadi@yahoo.com

# জুমুআর খুতবা

যুক্তরাজ্যের বার্ষিক জলসার কর্মী ও অতিথির দায়-দায়িত্ব



লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ মসজিদে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ আল্ খামেস (আই.)-এর ০৫ই আগস্ট, ২০১৬ তারিখের জুমুআর খুতবা

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَمَا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ،  
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ۝ مَلِكٌ يَوْمَ الدِّينِ ۝ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۝  
إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ۝

তাশাহুদ, তাউয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হযরত আনোয়ার (আই.) বলেন, ইনশাআল্লাহ তা'লা আগামী জুমুআ থেকে আহমদীয়া জামাত, যুক্তরাজ্যের সালানা জলসা শুরু হতে যাচ্ছে। আল্লাহ তা'লার কৃপায় এই জলসায় অংশগ্রহণের জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে অতিথিদের আগমন শুরু হয়ে গেছে। বিভিন্ন দেশ থেকে যারা এই জলসায় অতিথি হিসেবে আসবেন অথবা যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন এলাকা থেকে যারাই আসবেন, আল্লাহ তা'লা জলসা সালানার

কর্তৃপক্ষকে উত্তমভাবে তাদের সেবা করার তৌফিক দান করুন। আল্লাহ তা'লার ফযলে মেহমানদের সেবার জন্য যুক্তরাজ্যের দূর-দুরান্ত থেকে যুবক, বৃদ্ধ, শিশু ও মহিলারা স্বেচ্ছায় সেবা করার জন্য নিজেদেরকে উপস্থাপন করে থাকে, আর অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা যতই বাড়ছে ব্যবস্থাপনাও ততই বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাই সেবকদের সংখ্যাও বৃদ্ধি হওয়া প্রয়োজন। আল্লাহ তা'লার কৃপায় শিশু, যুবক, মহিলা, পুরুষ সবাই আনন্দচিত্তে কোন সময় জ্ঞান না রেখে নিজেদেরকে সেবার খাতিরে

উপস্থাপন করে থাকে, আর অধিকাংশ যুবক এবং শিশুরা এই সেবা করাকে আল্লাহ তা'লার একটি বড় অনুগ্রহ মনে করে যে, তিনি আমাদেরকে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর মেহমানদের সেবা করার তৌফিক দান করেছেন। আর আল্লাহ তা'লার ফযলে পৃথিবীর সকল দেশেই এটি জামাতের সদস্যদের মানসিকতায় পরিণত হয়েছে যে, জামাতের সকল শ্রেণীর এবং সকল বয়সের লোকের জলসা সালানায় আগত অতিথিদের সেবা করতে হবে। গত সপ্তাহে জুমুআর দিন

থেকে রবিবার পর্যন্ত আহমদীয়া মুসলিম জামাত আমেরিকার জলসা ছিল। সেখানেও তাদের প্রোগ্রাম যা কিনা ইন্টারনেটে দেখানো হয়েছিল এবং ইউটিউবে এসেছিল, সেখান থেকে আমি একটি ইন্টারভিউ দেখেছিলাম, খোদামুল আহমদীয়ার একজন কর্মকর্তার ইন্টারভিউ নেয়া হয়েছিল আর জলসা সালানার প্রস্তুতির জন্য খাদেমগণ এবং স্বেচ্ছাসেবীরা কিভাবে কাজ করেছিল সে বিষয়েই তিনি বলছিলেন। একইভাবে সেখানে ১৯/২০ বছরের একটি ছেলের ইন্টারভিউও ছিল যার জন্ম এবং শৈশব কাল সেখানেই কেটেছে। তাকে জিজ্ঞেস করা হয়, এই যে সমস্ত কাজ তুমি করলে এর প্রতিদানে তুমি কি পাও? বা কত টাকা পাবে তুমি? অথবা কত ডলার পাবে? একই প্রশ্ন আরো অনেককেই করা হয়েছিল। তারা সবাই একই উত্তর দেয় আর সেই যুবকেরও উত্তরও এটিই ছিল, আমি যেমনটি বলেছি, সে সেখানেই বড় হয়েছে আরসেসব দেশে জাগতিকতার চিন্তাধারাই পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু তার উত্তর ছিল, আমরা তো স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে এই কাজ করি। এর জন্য আমরা যে পারিশ্রমিক পাই তা জাগতিক লোকদের চিন্তার উর্ধ্ব। আমরা তো খোদা তা'লার সম্ভ্রষ্ট অর্জনের জন্য এই কাজ করে থাকি। আর আল্লাহ তা'লার ফসলে পৃথিবীর প্রতিটি দেশের আহমদীদের চিন্তা-ধারা এমনই হয়ে থাকে, তা সে আফ্রিকান হোক বা ইন্দোনেশিয়ান হোক অথবা দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসী হোক কিংবা পশ্চিমা বিশ্বের কোন উন্নত দেশের অধিবাসী হোক না কেন। স্কুল কলেজের ছুটির দিনগুলোতে যেখানে জাগতিক প্রাধান্য হলো খেলাধুলা এবং ভ্রমণ করা, জাগতিক চাকরিজীবীরা যেখানে ছুটি পেলে বিশ্রাম করে এবং নিজ পরিবারের সাথে সময় কাটায় ঠিক সেই সময় একজন আহমদীর দৃষ্টিভঙ্গী ভিন্ন হয়ে থাকে। যদি সেই ছুটির সময় কোন জলসা আগত হয় তাহলে এই দিনগুলোতে শিক্ষিত, অশিক্ষিত, অফিসার, কর্মচারী, পেশাগতভাবে দক্ষ ব্যক্তি, সাধারণ শ্রমিক এবং শিক্ষার্থী সবাই নিজ নিজ গন্ডিতে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর মেহমানদের সেবায় নিজেদেরকে উপস্থাপন করে। পৃথিবীর উন্নত

দেশগুলোতে কোন বড় হলরুমে অথবা এমন জায়গায় জলসা হয়ে থাকে যেখানে অনেক সুযোগ-সুবিধা পূর্ব থেকেই বিদ্যমান থাকে কিন্তু যুক্তরাজ্যের জলসা এমন স্থানে হয় যেখানে প্রতিটি ব্যবস্থাপনা সাময়িকভাবে হয়ে থাকে এবং সম্ভাব্য সকল সুযোগ-সুবিধা যা সমস্ত জায়গায় এমনিতেই পাওয়া যায় তার ব্যবস্থাও সেখানে করতে হয়। অপরদিকে কাউন্সিলের পক্ষ থেকে এই শর্তও দেয়া হয় যে, কাজের শুরু থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত, জলসার সমস্ত জিনিস গুছিয়ে সেই জায়গাকে আবার পূর্বের মত কৃষি জমি অথবা ফার্মল্যান্ড বানিয়ে দিতে হবে, আর এই সমস্ত কাজ ২৮ দিনের মধ্যে করতে হয়। অতএব সীমিত সময়ের মধ্যে অনেক বড় এই কাজ করার জন্য প্রচুর স্বেচ্ছাসেবীর প্রয়োজন হয়। কাজ শুরু করে শেষ করার যে সময় তা কাজের পরিধীর তুলনায় অনেক কম। কিন্তু স্বেচ্ছাসেবীদের মাধ্যমে কাজ করার ফলে অনেক কাজ এমন রয়েছে যা ২৮ দিন নয় বরং তারও অনেক পূর্বেই শুরু হয়ে থাকে, যা সরাসরি জলসাগাহ-তে তৈরি করা হয় না কিন্তু তা তৈরির জন্য দুই/তিন সপ্তাহ পূর্ব থেকেই স্বেচ্ছাসেবীরা কাজ শুরু করে দেয়। যদিও এখানে কতক কর্মকর্তা এমন রয়েছেন যারা কিনা নিজেদের সময় এবং সম্পদের কুরবানী প্রায় দেড়/দুই মাস পর্যন্ত করতে থাকে। আর এই সময় স্বেচ্ছাসেবীদের জন্য অনেক দীর্ঘ একটি সময়। অতএব এই দৃষ্টিকোণ থেকে যুক্তরাজ্য জলসায় যেসব স্বেচ্ছাসেবী কাজ করার লক্ষ্যে কুরবানী করে থাকেন এবং ডিউটি দিয়ে থাকেন তারা এর গুরুত্ব উপলব্ধি করেন। বছরের পর বছর ধরে এই সেবা অব্যাহত রয়েছে। কিন্তু তারপরও এমনও অনেক কর্মী রয়েছেন যারা নতুন অংশগ্রহণ করছেন। তাদের কতকের মেহমানদের সাথে কাজ করতে হয় বা তাদের সাথে ডিউটি দিতে হয়, আবার কতকের দায়িত্ব এমন যা জলসার দিনগুলোতে শুরু হবে। কতকের দায়িত্ব তো ইতোমধ্যে শুরু হয়ে গেছে কেননা মেহমানদের আগমন শুরু হয়েছে। অতএব আমি যেমনটি বলেছি, তাদের সবাইকে স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য নিয়মানুযায়ী এখন আমি সংক্ষেপে কিছু কথা বলব।

নিঃসন্দেহে কতক স্থানে মানুষের সেবা করার স্পৃহা অনেক বেশি হয়ে থাকে কিন্তু প্রত্যেকের ব্যক্তিগত মেজাজ-মর্জি বা আচার-আচরণ থেকে থাকে। কেউ কেউ শুধু আবেগের বশবর্তী হয়ে থাকে আবার অনেকে সম্মক জ্ঞান না থাকার কারণে এমন কিছু কথা বলে বসে বা তাদের মাধ্যমে এমন কোন কথার সৃষ্টি হয় যা মেহমানদের জন্য কষ্টের কারণ হয়ে থাকে। স্মরণ করানোর মাধ্যমে স্বেচ্ছাসেবীরা সতর্ক হয়ে যায় এবং আরো বেশি মনোযোগের সাথে নিজ দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করে। নতুবা আমি তো মোটেও এ কথায় বিশ্বাসী নই যে, কর্মকর্তারা সাধারণত সেবার প্রেরণায় সমৃদ্ধ হয়ে কাজ করে না। নিঃসন্দেহে এই সমস্ত কর্মকর্তারা সেবার স্পৃহা নিয়েই কাজ করে থাকে। আরস্মরণ করিয়ে দেয়া এবং সতর্ক করে দেয়াও আল্লাহ তা'লার নির্দেশ। তাই প্রতি জলসার এক জুমুআ পূর্বে আমি এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকি। মেহমানদের উল্লেখ করতে গিয়ে আল্লাহ তা'লা পবিত্র কুরআনে হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর আতিথেয়তার কথা স্মরণ করিয়ে এর গুরুত্ব স্পষ্ট করেছেন। আর মহানবী (সা.)ও বিভিন্ন স্থানে আতিথেয়তার গুরুত্ব ও এর গুণাবলী বর্ণনা করেছেন। বর্তমান যুগে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)ও বিশেষভাবে এদিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, বরং ধর্মের খাতিরে সফর করে আসা মেহমানদের আতিথেয়তা করাকে নিজের আবির্ভাবের উদ্দেশ্য সমূহের মধ্যে একটি উদ্দেশ্য হিসেবে উল্লেখ করেছেন। অতএব এক স্থানে তিনি (আ.) লিখেন, এই প্রতিষ্ঠানের তৃতীয় শাখা হলো, অতিথিগণ এবং সত্যের অন্বেষণে ও অন্যান্য বিভিন্ন উদ্দেশ্যে আগমনকারী ব্যক্তিগণ যারা এই স্বর্গীয় প্রতিষ্ঠানের সংবাদ পেয়ে নিজ নিজ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের প্রেরণায় সাক্ষাত করতে এসে থাকেন। তিনি বলেন, এই শাখাও দিন দিন বেড়ে চলেছে। তিনি আরো বলেন, বর্তমানে হাজার হাজার সংখ্যক লোক আগমন করছে। কাদিয়ানের মত ছোট এক গ্রামে, যেখানে সে যুগে কোন ধরণের সুযোগ-সুবিধাই ছিল না, হযরত মসীহ মওউদ (আ.) মেহমানদের আতিথেয়তার জন্য বাটোলা অথবা অমৃতসর থেকে দ্রব্য-সামগ্রি



আনাতেন। এমতাবস্থায় অনেক সময় মানুষ অস্থিরও হয়ে পড়ে কেননা আনা নেওয়ার বা যাতায়াতের কোন মাধ্যম নেই। অনেক সময় পায়ে হেঁটে যেতে হতো। অধিকাংশ সময় ঘোড়ার গাড়িতে অথবা ‘এক্সা গাড়ি’-তে করে যেতে হতো। এহেন পরিস্থিতিতে এমন দূরবর্তী কোন এলাকায় আতিথেয়তা করা খুবই কঠিন কাজ ছিল। তাই আল্লাহ তা’লা তার হৃদয়কে দৃঢ় করার জন্য প্রথমই বলে দিয়েছিলেন, একটি আরবী ইলহাম হয় যার অর্থ হলো, অত্যধিক পরিমাণে মানুষ তোমার দিকে আসবে। অতএব তোমার জন্য আবশ্যিক হবে তুমি যেন তাদের সাথে খারাপ আচরণ না কর, আর এটি তোমার জন্য আবশ্যিক হলো তুমি যেন তাদের আধিক্য দেখে ক্লান্ত না হও। আজ পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে অনুষ্ঠিত জলসার মাধ্যমে আমরা সেই দৃশ্য দেখতে পাই যে, মানুষ অত্যধিক সংখ্যায় আগমন করে আর আধ্যাত্মিক এবং দৈহিক খাদ্য গ্রহণ করে। আর যুক্তরাজ্যে যুগ খলীফার উপস্থিতিতে জলসা হওয়ার কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মেহমানরা এখানে এসে থাকে। তারা কেবল এজন্যই আসে যাতে ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন হয় এবং তাদের আধ্যাত্মিক পিপাসা নিবারণ হয়। হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর অনুসারীরা আজ আল্লাহ তা’লার আদেশ অনুযায়ী নিঃস্বার্থ, নিবেদিত, অক্লান্ত এবং বিরক্তহীনভাবে এসব মেহমানদের সেবা করে যাচ্ছে। আর এটিই আমাদের দায়িত্ব যেন আমরা এই মেহমানদের সেবা করি এবং জলসার ব্যবস্থাপনাকে উত্তম রূপে সম্পন্ন করার চেষ্টা করি। জলসায় অ-আহমদী এবং অ-মুসলিমরাও এসে থাকে, আর কর্মীদের কাজ দেখে তারা সবসময় মুগ্ধ হয়। সেই সাথে এটি দেখেও তারা আশ্চর্যান্বিত হয় যে, ছোট ছোট শিশুরা কিভাবে নিজেদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করছে এবং দায়িত্ববোধের চেতনা নিয়ে নিজেদের কাজ করে যাচ্ছে।

গত বছর উগান্ডা থেকে সেখানকার একজন মন্ত্রী মেহমান হিসেবে এসেছিলেন। তিনি বলেন, জলসায় আতিথেয়তা এবং ব্যবস্থাপনা দেখে আমি আশ্চর্যান্বিত হয়েছি যে, কিভাবে মানুষ

স্বৈচ্ছায় এতটা কুরবানী করছে। আমার কল্পনাতেও ছিলনা যে, আমি এমন এক জলসায় অংশগ্রহণ করতে যাচ্ছি যেখানে মানুষ নয় বরং ফিরিশতাদের কাজ করতে দেখা যাবে। তিনি বলেন, কেউ যদি বিশ বারও কিছু চায় তবুও হাস্যবদনে তা এনে দেয়া হয়। অনেকে এ কথাও বলেন যে, ছোট ছোট শিশুদের বিমলীন চিঙে খাবারের দায়িত্ব পালন করতে দেখেছি। জলসাগাহ-তে তাদেরকে পানি খাওয়াতে দেখলাম তা-ও অত্যন্ত আনন্দচিত্তে। তারা বারবার আমাদের প্রয়োজনের কথা জিজ্ঞেস করতো, পানির কথা জিজ্ঞেস করতো, আর এটি শুধু বিশেষ মেহমানদের জন্যই নয় বরং প্রত্যেক অতিথির ক্ষেত্রে কর্মীদের আচরণ এমনই ছিল। আর এটিই সেবার চেতনার সেই গুণ যা কেবল আহমদীয়া জামাতের কর্মীদেরই বৈশিষ্ট্য, আর তাই হওয়া উচিত। অতএব এই বিশেষ গুণকে প্রতিটি কর্মীর সর্বদা ধারণ করা প্রয়োজন, তা সে যে বিভাগেই কাজ করুক না কেন। মেহমানরা যখন আমাদের জলসায় আসেন তখন বিভিন্ন বিভাগের কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে তাদের যেতে হয়। যেমন আসার সাথে সাথেই অভ্যর্থনা বিভাগের সাথে তাদের কাজ শুরু হয়। অভ্যর্থনা বিভাগ সাধারণত খুব ভালোভাবেই মেহমানদের অভ্যর্থনা জানিয়ে থাকে। মেহমানরা যখন সফর করে আসেন, বর্তমানে সফরকালীন যত সুযোগ-সুবিধাই থাকুক না কেন তবুও সফরের ক্লান্তি ও শ্রান্তি এসেই থাকে, তাই অভ্যর্থনা বিভাগের এই বিষয়টি সর্বদা নিজেদের দৃষ্টিপটে রাখা উচিত। এই বিভাগের একটি অংশ তো এয়ারপোর্টে মেহমানদের স্বাগত জানানোর কাজ করে থাকে। আর সাধারণত ব্যবস্থাপনা ভালোই হয়ে থাকে, কিন্তু প্রতিবেশী দেশ থেকে আগত কতক সফরকারী মেহমান গাড়িতে করেও এসে থাকেন অথবা বাসে কয়েক ঘন্টা সফর করে আসার কারণে তারা ক্লান্ত হয়ে যায়। আর তারা যদি জামাতী অবস্থানস্থলে গিয়ে উঠে তাহলে সেখানকার ব্যবস্থাপনার মহানবী (সা.)-এর এই কথাতে স্মরণ রাখা উচিত যে, নিজ ভাইয়ের সাথে হাস্যবদনে মিলিত হও এবং এটি একটি সদকা। অপর এক জায়গা তিনি (সা.) বলেন, ক্ষুদ্র নেকী বা পুণ্যকেও

তুচ্ছ জ্ঞান করো না। অতএব নিজ ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাত করাও একটি পুণ্য কাজ। দেখুন ইসলামের শিক্ষা কত সুন্দর, অতিথিদের সম্মান করার নির্দেশ তো এমনিতেই রয়েছে যার বিপরীতে প্রতিদানও রয়েছে, তারপর আবার আগত মেহমানদের সাথে হাসিমুখে কথা বলাকে সদকার সমান গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। আর সদকার সাথে তুলনা করার ফলে তাকে সোয়াবের অংশীদারও বানানো হয়েছে, দ্বিগুণ সোয়াব, যার একটি হলো আতিথেয়তা আর অপরটি হলো হাস্যবদনে কথা বলে সদকা সমতুল্য পুণ্য অর্জন করা। অতএব ভালোবাসার সাথে এবং হাসিমুখে কথা বলা একটি পুণ্য কাজ হিসেবে গন্য হয়, আর এই পুণ্যের ফলে কতটা পুরস্কার দেয়া হবে তা আল্লাহ তা’লাই ভালো জানেন।

এরপর পথ দেখিয়ে দেয়াকেও মহানবী (সা.) এক প্রকার সদকা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এই কাজের জন্য যে বিভাগ নির্ধারিত আছে তাদেরও এ কথা স্মরণ রাখা উচিত যে, আগত অতিথিদের সাথে প্রথমত হাসিমুখে সাক্ষাৎ করুন। এরপর সাহায্যকারীদের মাধ্যমে তাদেরকে তাদের থাকার জায়গা পর্যন্ত পৌঁছে দিন। বিশেষত যখন মহিলা এবং শিশুরা এসে থাকে অর্থাৎ যখন কেবল মহিলারাই থাকে এবং কোন পুরুষ তাদের সাথে না থাকে, আর তাদের সাথে শিশু থাকে, তাদেরকে স্ব স্ব থাকার জায়গায় পৌঁছে দেয়া অভ্যর্থনা বিভাগের অথবা এর সাথে সংশ্লিষ্ট বিভাগের দায়িত্ব। আর এটি খুবই প্রয়োজনীয় বিষয়, কখনো কখনো জিনিসপত্র উঠানোরও প্রয়োজন পড়ে, তখন তাদের সাহায্য করা উচিত। একইসাথে হাসিমুখে কথা বলা কেবল অভ্যর্থনা বিভাগেরই কাজ নয় বরং প্রত্যেক বিভাগের কর্মীদের এটি দায়িত্ব। আজকাল পরিস্থিতির কারণে ইমেজ কার্ড/পরিচয়পত্র সাথে রাখা জরুরী। বাহির থেকে আগত কিছু মানুষ পরিচয়পত্র বা সত্যায়নপত্র সাথে নিয়ে আসেন, এরপর তাদের জন্য জলসার কার্ড এখান থেকে বানিয়ে দেয়া হয়। কিন্তু অনেক সময় এমন পরিস্থিতিও সামনে আসে যে, কতকের নিকট সত্যায়নপত্র থাকে না। এমতাবস্থায় নিশ্চয়তা প্রদান করা খুবই জরুরী হয়ে

পড়ে। যতক্ষণ পর্যন্ত নিশ্চয়তা না পাওয়া যায় ততক্ষণ তাদের কার্ডও বানানো যায় না। আর এই সত্যায়ন প্রক্রিয়া হওয়া উচিত, কিন্তু সেই সময়টুকুতে আগত ব্যক্তিদের সাথে সদাচরণ করে তাদের জন্য বসার জায়গার ব্যবস্থা করাও অত্যন্ত জরুরী বিষয়। অনেক সময় তাদের সাথে ছোট শিশু থাকার কারণে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করে তারা অস্থির হয়ে যায়। অতএব প্রথমত প্রত্যেক আগত অতিথির এটি খেয়াল রাখা উচিত যে, আপনারা যখন জলসায় আসবেন তখন জামাতী সত্যায়নপত্র সাথে নিয়ে আসা উচিত অথবা নিজ পরিচয় পত্র সাথে আনা উচিত। আর যদি কোন কারণে কেউ সেটি রেখে আসে তাহলে সংশ্লিষ্ট বিভাগ নিজেদের কার্যক্রম চলাকালীন তাদেরকে সহযোগিতা করুন, আমি যেমনটি বলেছি তাদের বসার ব্যবস্থা থাকা উচিত।

এরপর অতিথিদের খাবার খাওয়ানোর বিষয়টি রয়েছে। এ ক্ষেত্রে জামাতী ব্যবস্থাপনায় যেসব মেহমান অবস্থান করছেন তারাও রয়েছেন। তাদের খাদ্যাভ্যাস অনুযায়ী তাদেরকে দিনে দু'বার অথবা তিন বার খাবার সরবরাহ করা প্রয়োজন। কিন্তু জলসার তিন দিন জলসা গুনার জন্য আগমনকারী প্রত্যেক মেহমানই সাধারণত দুপুরের খাবার জামাতী ব্যবস্থাপনার অধীনে খেয়ে থাকেন। খাদ্য বিষয়ক অফিসার এবং সহকারীগণ এই কথা স্মরণ রাখুন যে, তখন মেহমানদের সাথে হাসিমুখে কথা বলতে হবে। হাসিমুখে কথা বলা মেহমানদের প্রাপ্য অধিকার। আর এটি মেঘবান বা স্বাগতিকদের জন্য ফরয বা আবশ্যিক। কিছু অতিথি খাবারের ব্যাপারে কর্মকর্তাদের কষ্ট দিয়ে থাকে। তারা বিভিন্ন ধরণের প্রশ্ন করে থাকে অথবা বিভিন্ন জিনিসের চাহিদা প্রকাশ করে যে, এটি চাই, সেটি চাই। কিন্তু তারপরও কর্মকর্তাদের সহ্য করা উচিত। খাবার এমন একটি জিনিস যেখানে খাবার পরিবেশনকারীদের সামান্য দৃষ্টিহীনতা অথবা তুচ্ছ কোন কথাও মেহমানদের আবেগে আঘাত হানে। মহানবী (সা.)-এর সাহাবীরা অতিথি আপ্যায়নের সময় এমন আদর্শ স্থাপন করতেন যা চিরকাল

স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। একজন সাহাবীকেমহানবী (সা.) যখন কোন মেহমান সাথে নিয়ে যাওয়ার এবং খাবার খাওয়ানোর জন্য বলেন তখন সেই সাহাবী মেহমানকে নিজ বাসায় নিয়ে যান ঠিকই কিন্তু তার স্ত্রী বলেন, ঘরে খুব সামান্য খাবার অবশিষ্ট আছে যা সন্তানদের জন্য রাখা হয়েছে। স্বামী-স্ত্রী উভয়ে তখন এই পরামর্শ করে যে, সন্তানদেরকে যেকোনভাবে সন্তান দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেয়া হবে, আর মেহমানের সামনে যখন খাবার দেয়া হবে তখন প্রদীপ বা আলো নিভিয়ে দেয়া হবে। এরপর সেই অন্ধকারে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে এমন ভাব করে যেন তারাও খাবার খাচ্ছে যাতে করে মেহমান তৃপ্তি সহকারে খেতে পারে, আর সে যেন এটি বুঝতে না পারে যে, তারা আসলে খাবার খাচ্ছে না। যাহোক এই কৌশল অবলম্বনের কারণে মেহমান বুঝতে পারে নি আর এভাবেই সেই সাহাবী এবং তার স্ত্রী অতিথি আপ্যায়ন করেন এবং মেহমান তৃপ্তি সহকারে খাবার গ্রহণ করেন। সকালে যখন সেই আনসার সাহাবী মহানবী (সা.)-এর সামনে উপস্থিত হলেন তখন তিনি (সা.) বলেন, তোমার রাতের বিষয় এবং কৌশল দেখে আল্লাহ তা'লাও হেসেছেন। সেই পরিবার এই কুরবানী এজন্য করেছিল কেননা সেই মেহমান ছিল। সাধারণত সাহাবীরা তো মেহমানদের আপ্যায়ন করতেন কিন্তু সেই মেহমানের সাথে এই বিশেষ ব্যবহারের এটিও একটি কারণ ছিল। আজকের যুগে আমাদের প্রত্যেক কর্মী এই কুরবানী এজন্য করে থাকেন এবং এই স্পৃহা নিয়েই তাদের এই কুরবানী করা উচিত যে, তারা মহানবী (সা.)-এর নিষ্ঠাবান দাসের অতিথিদের সেবা করছেন। যদিও ক্ষুধার্ত থাকার কুরবানী অথবা নিজের খাবার অতিথিদেরকে খাওয়ানোর কুরবানী, এমনকি সন্তানদের ক্ষুধার্ত অবস্থায় ঘুম পাড়ানোর কুরবানী অনেক বড় কুরবানী, যা আজকাল দিতে হয় না। আল্লাহ তা'লার কৃপায় হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সাথে কৃত তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী পৃথিবীর সকল স্থানে যেখানেই জামাতের দৃঢ় কাঠামো প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, সেখানে লঙ্গরখানা চালু আছে। আর বিশেষ করে

জলসার সময় তো এর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়। আমাদের তো কেবল লঙ্গর থেকে খাবার নিয়ে মেহমানদের সামনে পরিবেশন করার সেবাটুকুই করতে হবে এবং তাদের সাথে একটু হাসিমুখে কথা বলতে হবে। আর এতেই আল্লাহ তা'লা খুশি হয়ে যান যে, এই ব্যক্তি ধর্মের খাতিরে সফর করে জলসায় আগত অতিথিদের সেবা করেছে। আর যদি সঠিকভাবে আতিথেয়তা না করা হয় তাহলে আল্লাহ তা'লা অসন্তুষ্টও প্রকাশ করেন। একবার কতিপয় অতিথির সাথে অত্যন্ত ভালো আচরণ করা হয়েছে আর কতিপয় অতিথিকে উপেক্ষা করা হয়েছে। হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর যুগে যিয়াফত বিভাগের যে ব্যবস্থাপনাই ছিল বা যারাই তখন কর্মী ছিলেন তারা এমন কাজ করেছিলেন যার ফলে আল্লাহ তা'লা সেই রাতেই হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-কে অবগত করেন যে, রাতে লৌকিকতা করা হয়েছে বা লোক দেখানো কাজ করা হয়েছে এবং সঠিকভাবে মেহমানদের সেবা করা হয়নি, কতক মিসকীন খাবার থেকে বঞ্চিত হয়ে গেছে। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এতে ভীষণ অসন্তুষ্ট হন এবং লঙ্গরের ব্যবস্থাপনা নিজের হাতে নিয়ে নেন। বরং এটিও বর্ণনা করা হয় যে, তিনি সেই কর্মকর্তাদেরকে ছয় মাসের জন্য কাদিয়ান থেকে বের করে দেন। অতএব আমরা যখন সেবা করার জন্য নিজেদেরকে উপস্থাপন করি তখন কোন প্রকার ভেদাভেদ না করে সকলের সেবা করা উচিত। জলসায় আগত প্রত্যেকেই জলসার মেহমান। তাই প্রত্যেকের সাথে ভালো ব্যবহার করা এবং হাসিমুখে কথা বলা অত্যন্ত জরুরী। এমন নয় যে, অমুক ধনী ব্যক্তি অথবা অমুক বিশিষ্ট মেহমান, তাকে অমুক জায়গায় খাবার খাওয়াতে হবে আর অমুককে নয়। যেখানেই খাবারের ব্যবস্থা করা হয় সেখানেই খাবার খাওয়াবেন। কিন্তু সাধারণভাবে প্রত্যেক আহমদীর উচিত একই স্থানে খাবার খাওয়া। কিছু স্থান বিশেষ মেহমান এবং অ-আহমদী কিংবা অ-মুসলিমদের জন্য বনানো হয়েছে, সেখানে কেবল তাদেরই যাওয়া উচিত। এদিকেও ব্যবস্থাপনার দৃষ্টি রাখা উচিত। আমি জানি যে, কতক কর্মকর্তা এমন রয়েছেন যারা নিজেদের

পরিচিতজনদের সেখানে খাবার খাওয়াতে নিয়ে যায় যা কিনা শুধুমাত্র মেহমানদের জন্য নির্ধারিত থাকে। তাই সাধারণভাবে কোন আহমদী কর্মকর্তাই হোক বা অন্য যে কেউ হোক, তার সাধারণ মেহমানদের জায়গায় গিয়েই খাবার খাওয়া উচিত।

একই সাথে আমাদের এই দোয়াও করতে থাকা উচিত যেন আল্লাহ তা'লা আমাদের এই ক্ষুদ্র সেবাকে গ্রহণ করেন যা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর মেহমানদের জন্য করা হচ্ছে এবং আমাদের সকল আমল বা কর্ম যেন সকল প্রকার লৌকিকতামুক্ত ও কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হয়। হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর যুগে অনেক সময় মেহমানদের সংখ্যা এতটাই বেড়ে যেত যে, তাদের আবাসনের ব্যবস্থা করা কঠিন হয়ে পড়ত কেননা কাদিয়ান কোন বৃহৎ জায়গা ছিল না, কিন্তু আল্লাহ তা'লার এই আদেশ অনুযায়ী যে, 'ঘাবড়িও না আর ক্লাস্তও হয়ো না' হযরত মসীহ মওউদ (আ.) মেহমানদের জন্য যথাসম্ভব সুযোগ-সুবিধা প্রদানের আদেশ দিতেন। অনেক সময় পরিস্থিতি এমনও হয়েছে যে, শীতের দিনে অনেক বেশি মেহমানের আগমনের কারণে তিনি (আ.) নিজের ও সন্তানদের গরম কাপড়ের বিছানা-পত্রও মেহমানদের দিয়ে দিয়েছেন। একবার এত বেশি মেহমানের আগমন হয় যে, উম্মুল মু'মিনীন হযরত আম্মাজান এটি ভেবে অত্যন্ত উৎকর্ষিত ছিলেন যে, এখন মেহমানরা কোথায় থাকবে আর কিভাবে তাদের ব্যবস্থা করা হবে? এই পরিস্থিতিতে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) তাকে একটি গল্প বা কাহিনী শুনান যে, এক মুসাফির জঙ্গল অতিক্রম করার সময় সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে, আর রাতের অন্ধকার ছেয়ে যায়, কাছাকাছি এমন কোন শহর বা বসতি ছিল না যেখানে গিয়ে সে বিশ্রাম নিতে পারে। তাই কোন উপায় না দেখে সেই বেচারি রাত অতিবাহিত করার জন্য একটি গাছের নিচে বসে পড়ে। সেই গাছের ওপর একটি পাখির বাসা ছিল যাতে অবস্থানরত দু'টি পাখি মিলে এই সিদ্ধান্ত নেয় যে, গাছের নিচে বসে থাকা এই ব্যক্তিটি আজকে আমাদের মেহমান আর এ কারণে তার আতিথেয়তা করা

আমাদের জন্য আবশ্যিকীয়। এখন কিভাবে তার আতিথেয়তা করা হবে সেই বিষয়ে পাখি দু'টি এই সিদ্ধান্ত নেয় যে, প্রথমত এটি শীতের রাত, আমাদের মেহমানের শীত লাগবে। তাই আগুন পোহানোর জন্য কোন কিছুই ব্যবস্থা করতে হবে। অতপর তারা ভাবে যে, আমাদের কাছে তো নিজেদের এই বাসাটি ছাড়া আর কিছুই নেই, তাই এটিকে যদি নিচে ফেলে দেই তাহলে এর ডাল-পালা দিয়ে আগুন জালিয়ে আমাদের মেহমান কিছুক্ষণ হলেও শীত নিবারণ করতে পারবে। অতএব তারা নিজেদের বাসাটি নিচে ফেলে দেয় আর সেই ব্যক্তি এটি জালিয়ে আগুন পোহাতে থাকে। অতপর পাখি দু'টি এই সিদ্ধান্ত নেয় যে, আমাদের কাছে তো মেহমানের খাবারের কোন ব্যবস্থা নেই তাই চল আমরা নিজেরাই এই জলন্ত আগুনে বাপ দেই, আর এতে করে যখন আমরা আগুনে ভুনা হয়ে যাব তখন মেহমান আমাদেরকে খাবার হিসেবে গ্রহণ করতে পারবে। অতএব তারা এমনই করে আর এভাবে মেহমানের খাবারের ব্যবস্থা করে দেয়।

অতএব হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর এই কাহিনী শুনানোর উদ্দেশ্য ছিল মেহমানদের আগমনের কারণে বিচলিত না হয়ে মানুষের যথাসম্ভব সর্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকার করে আতিথেয়তা করতে থাকা উচিত। অতএব এটি আমাদের সবার জন্য একটি শিক্ষণীয় বিষয়, বিশেষ করে তাদের জন্য যারা স্বয়ং নিজেদের এই কাজের জন্য উপস্থাপন করে আর নিজ দায়িত্বে ডিউটি পালনের ক্ষেত্রে পূর্ণ চেষ্টা করে থাকে। ডিউটি প্রদানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিভাগ থেকে থাকে। যেমন কার বা গাড়ি পার্কিংয়েরও একটি বিভাগ রয়েছে, এটিও অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি বিভাগ। অনেক সময় মেহমানরা এখানে দুর্ব্যবহারও করে আর কর্মীদের দিকনির্দেশনা অনুযায়ী নির্দিষ্ট স্থানে পার্কিং না করে নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী পার্কিং করতে চায়। এমন পরিস্থিতিতে কর্মীদের উচিত যথাসাধ্য চেষ্টা করে তাকে শান্তভাবে বুঝানো, এরপর তার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে অবগত করা। বিগত বছরে এই অভিযোগ এসেছে যে, গাড়ি নিয়ে

আগমনকারী কতিপয় বোন বা মহিলা বলেছেন যে, আমরা গাড়ী আরো সামনে নিয়ে যাব যার ফলে সেখানে দায়িত্বরত কর্মীদের সাথে তাদের বাকবিতণ্ডাও হয়েছে। নিঃসন্দেহে নিজের কর্তব্য পালন করা প্রত্যেক কর্মীর আবশ্যিকীয় দায়িত্ব আর বর্তমান পরিস্থিতিতে তো আরো অধিক সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত বিশেষ করে পার্কিং-এর ক্ষেত্রে। কিন্তু একই সাথে আমি যেমনটি বলেছি, উত্তম আদর্শেরও বহিঃপ্রকাশ হওয়া চাই। যদি কারো কোন বৈধ চাওয়া থাকে এবং অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণ থাকে তাহলে তাকে শান্তভাবে বুঝিয়ে বলুন যে, আমি আমার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে সংবাদ পাঠাচ্ছি, তিনি হয়তো আপনার জন্য কোন ব্যবস্থা করে দিবেন। কিন্তু সেই সময় পর্যন্ত তার কাছে সুন্দরভাবে এই আবেদনও করুন যে, আপনি একপাশে অপেক্ষা করুন। আর অপর দিকে মেহমানকেও এই বিষয়টি বুঝতে হবে যে, বাকী যে ট্রাফিক বা যানবাহন রয়েছে তা যেন বাধাগ্রস্ত না হয় কেননা কোন কোন সময় এই তর্ক বা বিতণ্ডায় গাড়ীর লম্বা লাইন লেগে যায় আর অন্যদের ওপরও এর প্রভাব পড়ে। অতপর জলসার কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর মানুষ যখন জলসাগাহ-তে আসতে শুরু করে তখন সেখানে যারা বসে আছেন তাদেরও অসুবিধা হয়। প্রতিটি বিষয় যা বিগত জলসায় সামনে এসেছে ব্যবস্থাপকদের উচিত হবে সে সম্পর্কে পর্যালোচনা করা এবং প্রতিটি বিভাগ যাদের সামনে এসব দৃষ্টান্ত রয়েছে তাদেরও পর্যালোচনান্তে অফিসার জলসা সালানা-কে অবগত করা উচিত যে, কীভাবে এর উত্তম ব্যবস্থা করা যেতে পারে যেন এ বছর অপেক্ষাকৃত উত্তম সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা সম্ভব হয়। ছোটখাট সমস্যা তো হয়েই থাকে কিন্তু চেষ্টা করা উচিত যেন যথাসম্ভব কম সমস্যা সৃষ্টি হয়।

স্ক্যানিং এবং চেকিং এর ক্ষেত্রেও সকল প্রকার সাবধানতার অবলম্বন করা চাই যেন মানুষের দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতে না হয় আর কোনভাবেই যেন তাদের কষ্ট না হয়। মূল প্রবেশ দ্বার এবং জলসা গাহ-র প্রবেশ পথে বার বার এই এলানও করা হয়ে

থাকে যে, আগমনকারীরা নিজ নিজ কার্ড সামনে রাখুন আর সারিবদ্ধ হয়ে থাকুন যেন দ্রুততার সাথে লোকেরা প্রবেশ করতে পারে।

একইভাবে মহিলা এবং পুরুষ উভয় স্থানেই গোসলখানায় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কর্মী রয়েছে, অনেক সময় তারা বিচলিত থাকে যে, মানুষ বাথরুম বা টয়লেট নোংরা করে রেখে যায়। অনেক সময় সাহায্যকারীরা বার বার ঘোষণার মাধ্যমে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যে, পরিচ্ছন্নতার দিকেও দৃষ্টি দিবেন কেননা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অংশ। তাই নিজেদের গাভিকেও পরিষ্কার রাখুন আর গোসলখানাও পরিষ্কার করে যান, কিন্তু যদি মেহমান হয়ে থাকে তাহলে ভিন্ন বিষয়। সাধারণত মানুষ পারস্পরিক সহযোগিতা করে থাকে আর গত বছর পর্যন্ত রিপোর্ট তাই ছিল কিন্তু কেউ যদি সহযোগিতা না করে তাহলেও দায়িত্বরত কর্মীরা নিজেই পরিষ্কার করুন আর এটিই তার ডিউটি হয়ে থাকে। সেই সাথে এই বিষয়ের প্রতিও দৃষ্টি রাখবেন যে, কোনভাবেই তার পক্ষ থেকে যেন মন্দ আচরণ পরিদৃষ্ট না হয় আর আমরা যেন কখনোই ধৈর্যহারী না হই।

একইভাবে জলসাগাহ্-র অধিকাংশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কাজ কর্মীদেরই করতে হয়। তাই জলসা গাহ্-র কোন স্থান যেন নোংরা না থাকে সেদিকেও দৃষ্টি রাখুন। মহিলা এবং পুরুষ উভয় অংশেই একই অবস্থা হয়ে থাকে, অনেক সময় ছোট শিশুরা ওয়ানটাইম গ্লাস, কৌটা ইত্যাদি ব্যবহৃত সামগ্রি যত্রতত্র ছুড়ে ফেলে বরং কখনও কখনও বড়রাও অসাবধানতাবশত অনুরূপ কাজই করে। এমন হলে সাথে সাথেই তা পরিষ্কার করতে থাকুন যাতে পরবর্তীতে কর্মীদের, বিশেষ করে গোটানোর কাজে নিয়োজিত কর্মীদের জন্য সুবিধা হয়। কেননা সেসব কর্মীদের জন্য কেবল জলসা গাহ্ থেকে মার্কি উঠিয়ে নেয়া আর বড় বড় সব আসবাব পত্র গুটিয়ে নেয়ার কাজই থাকে না বরং সেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সর্ব প্রকার আবর্জনা ও বর্জ্য, কাগজপত্র ইত্যাদিও উঠিয়ে নেয়া অপরিহার্যরূপে নির্ধারিত হয়ে থাকে, তবেই কাউন্সিল

আমাদেরকে জলসা করার অনুমতি দেয়। যাহোক এদিকেও সযত্নে অতিথিবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে থাকা উচিত যে, যেখানে সেখানে টিনের কৌটা ইত্যাদি আবর্জনা না ফেলে তা যেন নির্ধারিত ডাস্টবিনে ফেলা হয়।

এছাড়া জলসার তরবিয়ত বিভাগের এদিক থেকেও কার্যকর হওয়া উচিত যে, তারা যেন জলসায় আগমনকারী ব্যক্তিদের জলসার গুরুত্ব ও তাৎপর্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে থাকে। জলসার কর্মীবৃন্দ যারা বিশেষভাবে সেবার জন্য নিজেদেরকে পেশ করে তাদের জন্য আবশ্যিকীয় হলো তারা যেন নিঃস্বার্থ হয়ে সেবা কর্ম প্রদান করে। আর যেমনটা আমি পূর্বেই বলেছি সাধারণভাবে জলসায় নিয়োজিত কর্মীরা আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ লাভের প্রেরণা নিয়েই কাজ করে থাকেন কিন্তু কিছু কিছু ব্যতিক্রমী ভুল-ত্রুটিও দেখা যায়। তাদের সর্বদা মহানবী (সা.)-এর উক্ত উপদেশ স্মরণ রাখা উচিত যা আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, সর্বাবস্থায় উত্তম ব্যবহার প্রকাশ পাওয়া উচিত।

একইভাবে প্রত্যেক কর্মীর সর্বদা সজাগ ও সচেতন থাকা উচিত। নিরাপত্তার প্রতি দৃষ্টি রাখা শুধুমাত্র নিরাপত্তাকর্মীদেরই দায়িত্ব নয় বরং প্রত্যেক কর্ম বিভাগের প্রতিটি কর্মীকেই নিজ নিজ গাভিতে পর্যবেক্ষণকারী হতে হবে। কর্মীদের এ কথাও স্মরণ রাখা উচিত যে, জলসা শেষ হওয়ার পর সবকিছু গুটানোর কাজে নিয়োজিত কর্মীরাই কেবল সেই কর্মে থাকবেন না বরং প্রত্যেক কর্মীরই সেই সময় পর্যন্ত জলসা গাহ্-তে অবস্থানরত থাকা উচিত, যাদেরই সেখানে ডিউটি রয়েছে বা যতক্ষণ পর্যন্ত অতিথিরা সেখানে অবস্থান করবেন কিংবা নির্ধারিত কর্মকর্তাগণ যতক্ষণ তাদেরকে এই কথা বলে বিদায় না দিচ্ছেন যে, 'এখন আপনাদের ছুটি, আপনারা

এবার যেতে পারেন'। আর বিশেষতকর্মীদের এবং সাধারণভাবে জামাতের আপামর সদস্যদেরও এই দোয়া করা উচিত যে, আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে সর্বোৎকৃষ্ট উপায়ে নিজেদের দায়িত্বাবলী পালন করার তৌফিক দান করুন। সকল কর্মীবৃন্দ যারা এখন সেখানে অর্থাৎ জলসা গাহ্-তে কর্মরত আছেন তাদের সবাইকে আল্লাহ্ তা'লা সব দিক থেকে নিরাপদ ও সুরক্ষিত রাখুন। কখনও কখনও অনেক ভারী মালামাল উঠানোর কাজ করতে হয় আর এতে অনেক সময় আঘাত পেয়ে আহত হওয়ারও আশঙ্কা থাকে। আল্লাহ্ তা'লা সার্বিকভাবে সবাইকে নিরাপত্তা ও সুরক্ষা দান করুন।

আল্লাহ্ তা'লা সব দিক দিয়ে এই জলসাকে কল্যাণমণ্ডিত করুন এবং সফলতা দান করুন। যে কোন প্রকার বিরোধিতা আর কদাচারীদের দূরভীসন্ধি থেকে আল্লাহ্ তা'লা জামাতকে সুরক্ষিত রাখুন এবং প্রত্যেক কর্মীকে আল্লাহ্ তা'লা এই তৌফিক দিন যাতে তারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জলসায় আগমনকারী অতিথিবৃন্দকে উত্তম মানের সেবা প্রদান করে ও হাসিমুখে সেবায় রত থাকে।

জলসার কর্মীবৃন্দ, যারা সেবার উচ্চমান অর্জন করেছেন বা মর্যাদাকর যে অবস্থানে তারা পৌঁছেছেন প্রতিবার তার চেয়েও উচ্চতর মর্যাদায় তারা পৌঁছতে থাকুন আর এবারও পূর্বের চেয়ে অধিক সেবা প্রদানকারী হোন। এতে কখনোই ঘাটতি হওয়া উচিত নয়। আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপ সম্মুখপানে অগ্রবর্তী হওয়া উচিত আর সেবা এমন মানের হলে পরেই আল্লাহ্ তা'লার কৃপাদৃষ্টি লাভ হয়। আল্লাহ্ তা'লা সবাইকে এর তৌফিক দান করুন। (আমীন)

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনুদিত।

## বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন

ফারুক আহমেদ বুলবুল

মোবাইল : ০১৯১২-৭২৪৭৬৯

# কলমের জিহাদ

আমাদের ধর্ম বিশ্বাসের সারমর্ম হলো-  
‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ’  
- ইমাম মাহদী (আ.)

“ধর্মে কোন জোর-জবরদস্তি নাই”  
- আল কুরআন

মুহাম্মদ খলিলুর রহমান

(পূর্ব প্রকাশিত সংখ্যার পর-৫৬)

দাজ্জাল ও ইয়া'জু-মা'জুজ সংক্রান্ত  
ভবিষ্যদ্বাণীর প্রকৃত ব্যাখ্যা

(ক) দাজ্জালের পরিচিতিঃ

আখেরী যাজমানায় হযরত ইমাম মাহদী ও প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.)-এর আবির্ভাবের প্রাক্কালে অন্যতম বিশেষ চিহ্ন এবং লক্ষণ হিসেবে ‘দাজ্জাল’ এবং ‘দাজ্জালের বাহন’ সম্পর্কে অনেক ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। এ সম্পর্কে হাদীসের কয়েকটি উদ্ধৃতি নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

\* “যদি কেহ সূরা কাহাফের প্রথম দশ আয়াত পাঠ করে তাহলে সে দাজ্জালের ফিতনা হতে রক্ষা পাবে”। (মুসলিম, আবু দাউদ, নেসায়ী কানযুল উম্মাল)।

\* “যে কেহ দাজ্জালের দেখা পাবে সে যেন সূরা কাহাফের প্রথম দশ আয়াত এবং শেষ দশ আয়াত পড়ে”। (মসনদে আহমদ)।

\* “আদমের জন্ম হতে কেয়ামত পর্যন্ত দাজ্জালের চেয়ে ভয়াবহ কোন ফিতনার সৃষ্টি হয় নাই”। (মুসলিম, মেশকাত)।

\* “দাজ্জালের এক চোখ কানা হবে এবং তার কপালে ‘কাফ-ফে-রে’ লেখা থাকবে যা শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে সকল মু'মিনই পড়তে পারবে।” (বুখারী,

মুসলিম, তিরমিযী, কানযুল উম্মাল)

\* “বায়ু চালিত মেঘের ন্যায় দাজ্জাল দ্রুত গতিতে চলবে... কৃত্তিম উপায়ে পশুগুলিকে মোটা-তাজা করবে এবং তারা বেশি পরিমাণে দুধ দিবে। তারা অনাবাদি অঞ্চলে ধন-রত্ন আবিষ্কার করবে।”

\* “আখেরী জামানায় দাজ্জাল প্রকাশিত হবে যারা ধর্মকে দুনিয়ার সাথে মিশ্রিত করবে।” (নেসায়ী, কানযুল উম্মাল)

\* “দাজ্জালের আবির্ভাব কালে লোক নামায ত্যাগ করবে, আমানতের খেয়ানত করবে, গর্বের সঙ্গে অত্যাচার করবে, শাসকগণ অত্যাচারী হবে, সুদের ব্যাপক প্রচলন হবে, খুন করা সাধারণ ব্যাপার হবে।” (কানযুল উম্মাল)

\* “দাজ্জাল একটি যুবককে কেটে আবার জীবিত করবে”। (মুসলিম তিরমিযী)

\* “দাজ্জালের সঙ্গে জান্নাত ও দোযখ থাকবে। তার জান্নাত প্রকৃতপক্ষে দোযখ হবে।” (বুখারী, মুসলিম)

\* “দাজ্জালের সঙ্গে রুটির পাহাড় ও পানির নহর থাকবে”। (মেশকাত)

\* “দাজ্জাল মৃত জীব ও মানুষের ছবি জীবন্ত আকারে দেখাবে।” (মুসলিম)

\* “মক্কা ও মদীনা ব্যতীত পৃথিবীর সর্বত্র দাজ্জাল পৌঁছে যাবে।” (মুসলিম)

(খ) দাজ্জালের গাধার পরিচয়ঃ

\* “দাজ্জালের এক গাধা থাকবে।” (বায়হাকী)

\* “দাজ্জালের গাধা আগুন পানি দ্বারা উটের ন্যায় চলবে, দিন ও রাত সব সময় চলবে এবং চিৎকার করে লোকজনকে ডাক দিবে।” (কানযুল উম্মাল)

\* “দাজ্জালের মাথায় ধোঁয়ার পাহাড় হবে।” (কানযুল উম্মাল)

\* “দাজ্জালের গাধার দুই কানের ব্যবধান হবে ৭০ গজ।” (বায়হাকী)

উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণীসমূহে বর্ণিত বিষয়গুলি যে একান্তই রূপক এবং ব্যাখ্যা সাপেক্ষ বিষয় তাতে কোন সন্দেহ নাই। ভবিষ্যদ্বাণী মূলক রুইয়া এবং কাশফের বর্ণনা ব্যাখ্যা সাপেক্ষ হয়ে থাকে। যেমন পবিত্র কুরআনে রয়েছে: “আমি দেখলাম, সূর্য ও চন্দ্র আমাকে সিজদা করছে।” (সূরা ইউসুফ ৯৫) অন্যত্র রয়েছে: “স্বপ্নে তোমাকে জবাই করতে দেখেছি” (সূরা আস্ সাফফাত : ১০৩)।

প্রথমোক্ত আয়াতে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর বিজয় এবং দ্বিতীয় আয়াতে হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর পুত্র সম্পর্কে একটি মহা সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। অনুরূপভাবে দাজ্জাল সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীগুলি সঠিকভাবে অনুধাবন

করার জন্য যুক্তিঞ্জানের আলোকে এগুলি ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন, অন্যথায় আক্ষরিক অর্থে কখনোই দাজ্জালের গাধার জন্ম হবে না এবং দাজ্জালও আসবে না।

সর্বপ্রথম যে বিষয়টির দ্বারা আমরা দাজ্জালের পরিচয় পেতে পারি তা হলো, প্রতিশ্রুত মসীহ'র আগমনের পূর্বে দাজ্জালী ফিতনা এবং খৃষ্টধর্মের ত্রিত্ববাদী শিক্ষার প্রচার-এ দুটি বিষয়ের শক্তিশালী প্রভাব চরমভাবে পরিলক্ষিত হবে। এ সম্বন্ধে পবিত্র কুরআনের সূরা আল কাহাফে বলা হয়েছে; “আল্লাহ্ এই কুরআন এইজন্য অবতীর্ণ করেছেন যে, এটা ঐ সকল লোককে সতর্ক করে দেয় যারা বলে যে, আল্লাহ্র একজন পুত্র সন্তান আছে” (সূরা কাহাফ : ৫) সূরা কাহাফের প্রথম দশ আয়াতে ত্রিত্ববাদী খৃষ্টধর্মের খন্ডন করা হয়েছে। তাই হাদীসে দাজ্জালী ফিতনা হতে বাঁচার জন্য সূরা কাহাফের সংশ্লিষ্ট আয়াতগুলি পড়তে বলা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত: ‘দাজ্জাল’ শব্দটির অর্থ হতেও বুঝা যায় যে, এর দ্বারা খৃষ্টান জাতিকেই বুঝায়। প্রসিদ্ধ আরবি অভিধান ‘আকরাব এবং তাজ’ অনুসারে দাজ্জালের অর্থ হলো ‘একটি বৃহৎ দল বা জাতি যারা পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করে নেয়, ‘এরূপ কোন দল বা জাতি যারা ব্যবসা বাণিজ্য ইত্যাদি দ্বারা জগতকে ছেয়ে ফেলে’। এই বর্ণনা এ যুগের ত্রিত্ববাদী খৃষ্টানদের জন্য যথাযথভাবে প্রযোজ্য-কারণ তারা প্রধানত: ব্যবসা বাণিজ্য, সামরিক ও আর্থিক প্রভাব প্রতিপত্তি এবং সেই সঙ্গে মিশনারী পদ্ধতির দ্বারা সারা জগত আচ্ছন্ন করে ফেলেছে।

তৃতীয়ত: এক চক্ষু বিশিষ্ট হওয়া সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণীর অর্থ হলো বৈষয়িক উন্নতি ও বস্তুবাদিতাকেই অগ্রাধিকার প্রদান করা এবং নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে আনার জন্য ত্রিত্ববাদী খৃষ্টীয় বিশ্বাসের চিকিৎসা করা প্রয়োজন।

অনুরূপভাবে কপালে ‘কাফ-ফে-রে’ থাকার অর্থ হলো খৃষ্টানদের ত্রিত্ববাদীতা এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য জাতিসমূহের নাস্তিকতা ব্যাপকভাবে প্রচারিত হওয়া যা বর্তমান যামানায় পূর্ণ হয়েছে। মৃতকে জীবিত করা, রুটির পাহাড় এবং জান্নাত সঙ্গে থাকে- এই সকল ভবিষ্যদ্বাণীর দ্বারা যথাক্রমে চিকিৎসা শাস্ত্রে অপূর্ব অগ্রগতি, অর্থ সম্পদ ও খাদ্য উৎপাদনে পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠত্ব এবং বিলাসবহুল জীবন-যাপনের আপাতঃমধুর কৃষ্টি কালচারের লোভনীয়তাকে বুঝানো হয়েছে যা বর্তমান যুগে ত্রিত্ববাদী খৃষ্টান এবং নাস্তিকদের মাধ্যমে সর্বাধিক পূর্ণতা লাভ করেছে।

দাজ্জালের গাধা সংক্রান্ত হাদীসের বর্ণনা সমূহ শাব্দিক অর্থে কখনোই সম্ভব নয়। এগুলি ব্যাখ্যা করলে সহজেই বুঝা যায় যে, বর্তমান যুগের যানবাহন, যেমন- রেলগাড়ী, উড়োজাহাজ, সামুদ্রিক জাহাজ ইত্যাদি আবিষ্কৃত হয়েছে। এগুলোর দ্বারা বর্তমান যুগ যে দাজ্জালের আবির্ভাবের যুগ তা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে। শাব্দিক অর্থে এরকম কোন গাধা কখনোই জন্ম হওয়া সম্ভব নয়।

### (গ) ইয়া'জুজ-মা'জুজ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতাঃ

পবিত্র কুরআনে সূরা আশিয়া এবং সূরা কাহাফে ইয়া'জুজ ও মা'জুজের উল্লেখ রয়েছে। প্রথমোক্ত সূরায় নিম্নোক্ত ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে :-

“হাভা ইয়া ফুতিহাত ইয়া'জুজ ও মা'জুজু ওয়াহুম মিন কুল্লি হাদাবি ইয়ানসিলুন।”

অর্থ : “তখনও এরূপ হবে (পূর্ববর্তী আয়াত অনুযায়ী ধ্বংস ছড়িয়ে পড়বে) যখন ইয়া'জুজ ও মা'জুজ ছাড়া পাবে এবং তারা প্রত্যেক উচ্চস্থান হতে দ্রুত ধাবিত হবে।” (সূরা আশিয়া : ৯৭)

অন্য সূরায় রয়েছে :

“কালু ইয়া যালকারনাইনি ইন্না ইয়া'জুজা ও মা'জুজা মুফসিদুনা ফিল আরযি... ফা ইয়া জাআ ওয়াদু রাব্বি জায়ালাহ দাঙ্কাও

ওয়া কানা ওয়াদু রাব্বি হাঙ্কা”।

অর্থ: “তারা বলল, “হে যুলকারনাইন! নিশ্চয় ইয়া'জুজ ও মা'জুজ পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করছে... অতঃপর যখন আমার রব্বের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হওয়ার সময় আসবে, তখন তিনি তাকে (ইয়া'জুজ-মা'জুজকে প্রতিহতকারী প্রাচীরকে) খন্ডবিখন্ড করবেন এবং আমার রব্বের প্রতিশ্রুতি অবশ্যই সত্য বলে সাব্যস্ত হবে।” (সূরা কাহাফ : ৯৫ ও ৯৯)

সূরা রহমানের দু'টি বৃহৎ দলের পরিস্থিতি এবং পরিণাম সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা বলেন: সানাফরুখ লাকুম আইয়ুহাস সাকালাইন... ইয়ারসালু আলাইকুমা শুওয়াজুম মিন্নারে, ওয়া নুহাসুন ফালা তানতাছিরান।”

অর্থ: হে দুটি বৃহৎ দল! আমরা শীঘ্রই তোমাদের দিকে মনোযোগ দিব..... তোমাদের ওপর অগ্নিশিখা এবং ধূসরাশি প্রেরিত হবে, (তখন) তোমরা নিরুপায় হয়ে পড়বে।” (সূরা আর রহমান : ৩২-৩৬)

ইয়া'জুজ ও মা'জুজ সম্পর্কে হাদীসে বেশকিছু বর্ণনা রয়েছে, যেগুলোর মধ্যে নিম্নে কয়েকটি উল্লেখ করা হলো।

\* “ ইয়া'জুজ ও মা'জুজ যেখানে যাবে, সেখানে তারা রক্তপাত ও ধ্বংস সাধন করবে।” (মুসলিম ও তিরমিযী)

\* “ ইয়া'জুজ ও মাজুজের সঙ্গে কেউ যুদ্ধ করতে সক্ষম হবে না। তারা নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করে ধ্বংস হয়ে যাবে।” (মুসলিম ও তিরমিযী)

\* “ ইয়া'জুজ ও মা'জুজ আকাশের দিকে তাদের তীরগুলি নিক্ষেপ করবে এবং সেগুলিকে আল্লাহ্ তা'লা রক্তরঞ্জিত করে ফিরিয়ে দিবেন..... ‘মসীহ্ নবীউল্লাহ্’ তাঁর সাথীগণসহ দোয়া করবেন।” (মেশকাত)

\* কেয়ামত উপস্থিত হওয়ার পূর্বে এই ঘটনাও প্রকাশিত হবে যে ফোরাত নদী হতে এক স্বর্ণ-পর্বত (কৃষ্ণ স্বর্ণ তথা

পেট্রোলিয়াম) প্রকাশিত হবে এবং তা পাওয়ার জন্য রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ-বিগ্রহ সংঘটিত হবে।” (মুসলিম)

\* “ ইয়া’জুজ ও মা’জুজ মানুষদেরকে তাদের অধীনে নিয়ে আসবে এবং মুসলিম জাতি ভীত অবস্থায় শহরে ও দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করবে। ইয়া’জুজ ও মা’জুজ সমস্ত নহরের পানি পান করে ফেলবে।” (ইবনে মাজাহ, কানযুল উম্মাল)

ইয়া’জুজ ও মা’জুজ সংক্রান্ত উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণী-মূলক উদ্ধৃতিসমূহ পর্যালোচনা করলে তাদের পরিচিতি, আবির্ভাবকালের লক্ষণাবলী এবং পরিণাম সম্পর্কে জানা যায়। এই সকল ভবিষ্যদ্বাণীতে যে সকল প্রতীক ও রূপকের ব্যবহার রয়েছে সেগুলোর প্রকৃত মর্মোদ্ধারের জন্য ব্যাখ্যা ও তাবির করা প্রয়োজন।

প্রথমত: পবিত্র কুরআন ও হাদীসে ব্যবহৃত ‘ইয়া’জুজ ও মা’জুজ’ শব্দ দুটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থের মধ্যেও তাদের পরিচিতির ইঙ্গিত রয়েছে। এই শব্দ দু’টি ‘আজ্জ ও আজিজ’ শব্দমূল হতে উদ্ভূত, যার অর্থ হলো ‘আগুন’ ‘পানি’ অথবা ‘দ্রুত গতিতে চলা’ (আরবি অভিধান ‘আকরাব’ এবং লীন দ্রষ্টব্য)। বর্তমান যুগে পানিও আগুনের মাধ্যমে শক্তির ব্যাপক ব্যবহার এবং বিভিন্ন দ্রুতগতিতে সম্পন্ন যন্ত্র এবং যানবাহনের আবিষ্কার এবং ব্যাপকভাবে ব্যবহারকারী পাশ্চাত্যের জাতিসমূহের জন্য এই শব্দগুলি বিশেষভাবে প্রযোজ্য।

অনুরূপভাবে ‘হাদাবুন’ (যার অর্থ উচ্চ স্থান, তরঙ্গ-শীর্ষ) এবং ‘ইয়ানসিলুন’ (দ্রুত ধাবিত হওয়া) দ্বারা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, অর্থনৈতিক ও সামরিক ক্ষেত্রে আধিপত্য, দ্রুতগতিতে পরিভ্রমণ ও ব্যবসা-বানিজ্যে শীর্ষস্থান এবং আনুসঙ্গিক বিষয়ের প্রেক্ষিতে পাশ্চাত্যের জাতিসমূহের পরিচিতিই পরিস্ফুট হয়েছে। তেমনিভাবে ‘ফুতিহাত’ (ছাড়া-প্রাপ্ত) শব্দের দ্বারা পাশ্চাত্যের খৃষ্টান জাতিগুলির পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে পড়া এবং অন্যান্য

জাতির ওপর আধিপত্য বিস্তার করার ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে, যা এই সকল জাতির মাধ্যমে পূর্ণতা লাভ করেছে।

দ্বিতীয়ত: প্রাচীন কালের পারস্য সম্রাট যুলকারনাইন ঐতিহাসিকভাবে সম্রাট সাইরাস যেভাবে তদানীন্তন ইয়া’জুজ মাজুজের মোকাবেলা করেছিলেন, তেমনিভাবে প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হওয়ার যুগে (‘ওয়াদু রাবিব’) সেই ‘ইয়া’জুজ-মা’জুজের উত্তরসূরীগণ পুনরায় ফিতনা-ফ্যাসাদ সৃষ্টি করলে পরবর্তী যুগের যুলকারনাইন হিসেবে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) আগমন করবেন এবং আল্লাহ তা’লার প্রিয় বান্দাদের নিরাপত্তার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন (সূরা কাহাফের উপরোক্ত উদ্ধৃতি দ্রষ্টব্য)। প্রাচীন কালের ইয়া’জুজ ও মা’জুজ নামক জাতিদ্বয় ক্যাম্পিয়ান সাগরের অদূরে ককেশাস পর্বতমালার প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাস করতো। তারা এশিয়ার উত্তর পশ্চিমাঞ্চল এবং পূর্ব ইউরোপের অধিবাসী বলে ইতিহাস এবং বাইবেল হতে প্রমাণিত। (Historians History of the World, V-2p-582, Jewish Encyclopaedia, Ezekiel 38;2-6 15;39:6, আহমদীয়া জামাত কর্তৃক প্রকাশিত ‘তফসীরে-কবীর’-এর বরাত দ্রষ্টব্য)।

উল্লেখ্য, প্রাচীনকালে ইয়া’জুজ-

মা’জুজেরই বংশধরগণ উত্তর-এশিয়া, ইউরোপ এবং ইউরোপ হতে কালক্রমে আমেরিকা ও অন্যান্য অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে। বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি, ব্যবসা ও শিল্প, অর্থনীতি ও সামরিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে এই সকল জাতি উন্নতি ও অগ্রগতি অর্জন করে চলেছে, তেমনি এই সকল জাতি পরস্পর মারাত্মক যুদ্ধ ও মহাযুদ্ধে লিপ্ত রয়েছে। বিশ্ববাসীর জন্য পার্থিব দৃষ্টিকোণ থেকে এর চেয়ে মারাত্মক ফিতনা এবং ভয়াবহ বিপদ আর কি হতে পারে?

এই ফিতনা-ফ্যাসাদ ও মহাবিপদ মানবজাতির ভাগ্যাকাশে অনস্বীকার্য নির্মম এক সত্য এবং এর থেকে উদ্ধারের জন্য এ যুগের যুলকারনাইন অবশ্যই আগমন করেছেন। একদিকে এ যুগের প্রতিশ্রুত লক্ষণাবলীর প্রকাশ, অন্যদিকে অতীতকালের যুলকারনাইনের ন্যায় ইমাম মাহ্দী ও মসীহ মাওউদ (আ.) পারস্য বংশোদ্ভূত এবং দু’টি শতাব্দীর মধ্যস্থলে আগমনকারী। শাব্দিক অর্থে ‘যুলকারনাইন’ অর্থ দুই শতাব্দীর মধ্যবর্তী এবং সেই হিসেবে হিজরী ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দী, খৃষ্টীয় ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দী ও অন্যান্য বর্ষহিসাব অনুযায়ী দুই শতাব্দীর মধ্যস্থলে তাঁর আবির্ভাব হয়েছে।

(চলবে)



**ডাঃ নাজিফা তাসনিম**  
বি ডি এস (ডি ইউ)  
পি জি টি (বি এস এম এম ইউ)  
ওরাল এন্ড ম্যাক্সিলোফেসিয়াল সার্জারী  
বি এম ডি সি রেজিঃ 4299  
মেডিক্যাল অফিসার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ডায়াবেটিক এসোসিয়েশন  
(বারডেম পরিবারভূক্ত শাখা)

**মুখ ও দন্ত রোগ বিশেষজ্ঞ**

<p><b>চেম্বার :</b> হেলিয়ার ব্রহ্মপাতাল ও ডায়াবেটিক সেন্টার কুমারশীল মোড়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। মোবাইল : 01711-871473</p>	<p><b>রোগী দেখার সময় :</b> প্রত্যহ বিকাল ৪টা - রাত ৮টা শুক্রবার সকাল ১০টা-দুপুর ১টা ও বিকাল ৪টা - রাত ৮টা</p>
--	--

# খলীফাগণের নির্দেশনার আলোকে লাযেমী চাঁদার গুরুত্ব

মোহাম্মদ আরিফুর রহিম  
মুরব্বী সিলসিলাহ

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'লা বলেছেন,  
 مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا  
 فَيُضِعُّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ  
 يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٦﴾

অর্থাৎ “কে আছে যে আল্লাহকে ঋণ দিবে যেন তিনি তার জন্য তা বহুগুণে বাড়িয়ে দেন? আর আল্লাহ (সম্পদ কখনো) কমান (এবং কখনো) বৃদ্ধি করেন। আর তাঁরই দিকে আমাদের ফিরিয়ে নেয়া হবে। (সূরা আল বাকারাত-২৪৬)

হাদীসে এসেছে হযরত খারিস বিন ফাতেক (রা.) বর্ণনা করেন যে, আঁ-হযরত (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'লার রাস্তায় খরচ করে, সে ব্যক্তি এর প্রতিদান স্বরূপ সাতশত গুণ বেশী পেয়ে থাকে। (তিরমিযী)

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন, “প্রত্যেক দিন খোদা তা'লার তাজা ওহী ও সুসংবাদ সমূহ পরিপূর্ণ আকারে নাযেল হচ্ছে। আর খোদা তা'লা ক্রমান্বয়ে প্রকাশ করছেন যে, সত্যিকার অর্থে ঐ ব্যক্তিই এই জামাতে शामिल বলে গণ্য হবে যে নিজের প্রিয় সম্পদকে এই (আল্লাহ তা'লার) রাস্তায় খরচ করবে। (মাজমাউল ইশতেহারাৎ, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা: ৪৭৯)

হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) গত ২৮শে মে ২০০৪ সালের

জুম্মার খুতবা-তে বলেন, “এটিও স্মরণ রেখো, যা তুমি খরচ করে থাক এবং তুমি বাজেটে যত লিখিয়ে থাক আর তোমার আয় যতটুকু তা সবই আল্লাহ তা'লা জানেন। সুতরাং এ বিষয়টি সর্বদা পরিস্কার রাখবে। আল্লাহ তা'লার পক্ষ থেকে নেকীর প্রতিদান অর্জন করার জন্য নিজের আয় সঠিক লিখাও এবং আদায়ও সঠিক ভাবে করো যাতে তোমার রুহানী অবস্থাও যেন উন্নত হয় এবং তুমি নেকীতেও যেন উন্নতি করতে পার। (খুতবাতে মাসরুর, ২২ খন্ড, পৃ: ৩৫৭)

যারা লাযেমী চাঁদা প্রদান করেন তাদের বিষয়ে দিক-নির্দেশনা :

হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) ১১ নভেম্বর ১৯৯৪ সালের জুম্মার খুতবা-তে বলেন, “প্রশ্ন হলো এই যে, যদি জামাতের (লাযেমী) চাঁদা আদায় করা না হয় তাহলে এমন বন্ধুদের নিকট থেকে অন্যান্য সাংগঠনিক চাঁদা কি নেয়া যাবে নাকি যাবে না? মূল কথা হলো, যে ব্যক্তি লাযেমী কুরবানীতে অংশ গ্রহণ করে না তার নিকট থেকে নফল (অন্যান্য কুরবানী) গ্রহণ করা হয় না।”

একই ভাবে হযূর (রাহে.) বলেন, “আর ঐ সকল লোকের বিষয় যারা সংকীর্ণ হৃদয়ের গভী থেকে বাইরে চলে এসেছে এবং নেযামের সার্বজনীন, স্থির ও পরিপূর্ণ অংশ হয়ে গেছে তাদের জন্য দিকনির্দেশনা হলো এই যে, যদি তারা চাঁদায়ে আম না দেয় এবং ওসীয়াত করে

ওসীয়াতের চাঁদা আদায় না করে তাহলে তাদের কাছ থেকেও অন্যান্য চাঁদা আদায় করা হবে না।” (সাণ্ডাহিক আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন, ৯ ডিসেম্বর, ১৯৯৪ সাল)

এ বিষয়ে হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) ৩রা ডিসেম্বর ২০০৫ সালে খোদামুল আহমদীয়া জার্মানির আমেলার সাথে অনুষ্ঠিত মিটিংয়ে ১০০টি মসজিদ নির্মাণের জন্য চাঁদা আদায়ের উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, “মসজিদের জন্য চাঁদা আদায় করতে গিয়ে চাঁদায়ে আমের ওপর কখনই যেন প্রভাব না পড়ে”।

হযূর বলেন, চাঁদা প্রদানকারীকে প্রথমে জিজ্ঞেস করে নিতে হবে যে, চাঁদায়ে আম আদায় করেছে কিনা। যদি আদায় না করে থাকে তাহলে এই চাঁদা যা সে মসজিদের জন্য দিচ্ছে সেটি চাঁদায়ে আম বাবদ কাটাতে হবে। কেননা চাঁদায়ে আম আদায় করা প্রকৃতপক্ষে জরুরী ও আবশ্যিক। (দৈনিক আল ফযল রাবওয়া ২২ সেপ্টেম্বর ২০০৫ সাল)

যারা নিয়মিত চাঁদা আদায় করে না তাদের বিষয়ে দিক-নির্দেশনা :

হযূর আনোয়ার (আই.) ২০শে ডিসেম্বর ২০০৯ সালে জার্মানির মজলিসে শূরাকে উদ্দেশ্য করে বলেন, “চাঁদায়ে আম আদায় করা আবশ্যিক। সুতরাং মসজিদ কিংবা অন্যান্য চাঁদা আদায় করা আবশ্যিক



নয় প্রথমে চাঁদায়ে আম পূর্ণ করুন, অতঃপর অন্যান্য চাঁদা আদায় করুন।”

অতঃপর হযূর (আই.) বলেন, নিজের সঠিক আয় লেখা এবং চাঁদা আদায়ের ক্ষেত্রে ভুল তথ্য দেয়া উচিত নয়। যদি কম আদায় করতে চান তাহলে তার অনুমতি নিয়ে নিবেন। একইভাবে ওসীয়াতকারীদের বিষয়ে হযূর (আই.) বলেন, “ওসীয়াতকারী যদি কম আয় লেখায় তাহলে তার রিপোর্ট আসা উচিত। আর তার ওসীয়াত বাতিল করা উচিত”। (দৈনিক আল ফযল, রাবওয়া, ২২ জানুয়ারী, ২০১০ সাল)

হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) ৪ঠা নভেম্বর ১৯৪৯ সালের জুমুআর খুতবা-তে বলেন, “ প্রথম পদ্ধতি এই যে, তোমরা প্রেম ও ভালবাসার সাথে লোকদের বুঝাবে। কিন্তু যদি তোমরা এটি বল যে, আমরা সকল চেষ্টা-প্রচেষ্টা করেছি কিন্তু সে নিজের সংশোধন করছে না এবং যদি বছরের পর বছর চলে যায় আর সে জাগ্রত না হয়, তাহলে কেন তোমরা তার জন্য বুকভরা আশা নিয়ে অপেক্ষা করছো। কেন তোমরা এটি মনে কর না যে, সে মরে গেছে আর মৃতকে জাগ্রত করার চেষ্টা করা কখনই বিচক্ষণতার পরিচয় নয়।

পরন্তু তোমরা কি হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর চেয়ে বেশী নরম হৃদয়ের অধিকারী যে, তাঁর আদেশ পালন করো না। এ বিষয়টি যেন এমনই যে, মাগের চেয়ে মাসির দরদ বেশী।

এটি হলো তৃতীয় বিষয় যার প্রতি আমি জামাতের সকলের মনোযোগ আকৃষ্ট করতে চাই। এটি জামাতের সংশোধনের একটি সহজ পদ্ধতি। যদি তোমরা এই পদ্ধতি অবলম্বন কর তাহলে তোমরা দেখতে পাবে যে, যারা অমনোযোগী তারা সকলে বে-ঈমানদার নয় বরং তারাও ঈমানদার। শুধুমাত্র তাদের হৃদয়ে মরিচা পড়ে আছে যখন তাকে জামাত থেকে বের করে দেয়া হবে তখন তাদের মধ্য থেকে অর্ধেক অবশ্যই ফিরে আসবে এবং তওবা করবে। আর তোমাদের চাঁদা বেড়ে যাবে, তোমাদের মর্যাদাও উন্নত হবে এবং তোমাদের মধ্যে কর্মীর সংখ্যাও বেড়ে

যাবে।” (খুতবাতে মাহমুদ, ৫০তম খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৭৫-৩৭৭)

**সেক্রেটারী মালের প্রতি হযূর (আই.)-এর দিক-নির্দেশনা :**

হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) ১৫ই আগষ্ট ২০১৩ সালের জুমুআর খুতবা-তে বলেন, “সেক্রেটারী মালের এই বিষয়ে জামাতের সদস্যদের তরবিয়ত করা আবশ্যিক যে, মালি কুরবানীর ফলে তাকওয়া ও ঈমান মযবুত হয়ে থাকে। একই ভাবে মুরব্বীদেরও এ বিষয়ে সুযোগ পেলে নসিহত করা উচিত। আর এ জন্য অধিক মনোযোগী হওয়া আবশ্যিক। সুতরাং সকল অবস্থায় সেক্রেটারী মালকে অধিক পরিশ্রমী হওয়া আবশ্যিক। সেক্রেটারী মালের কাজ হলো নিজের দায়িত্ব সঠিক ভাবে পালন করা এবং প্রত্যেক সদস্যের নিকট নিজের পক্ষ থেকে অঢঢ়ত্বপূর্ণ করা। সেক্রেটারী মাল এই কথার ভিত্তিতে নিজের দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারেন না যে, আমি নিশ্চয় ব্যবস্থাপনাকে বলেছিলাম কিন্তু তারা আমার কোন সহযোগিতা করেনি। এই দায়িত্ব শুধুমাত্র সেক্রেটারী মালেরই এবং তাকেই পালন করতে হবে। সেক্রেটারী মালের আরো দায়িত্ব হলো স্থানীয় সকল জায়গায় এমনকি প্রত্যেক ঘরে ঘরে যাওয়ার চেষ্টা করা।”

একই ভাবে হযূর বলেন, “কতিপয় সেক্রেটারী মালের বিরুদ্ধে অভিযোগ আমার নিকট আসে যে, তার নিজের চাঁদা সঠিক নয়। যদি নিজের চাঁদা সঠিক না হয় তাহলে অন্যদের কি নির্দেশনা দিবেন”? (পত্র ওকালতে মাল লন্ডন, ১৭ আগষ্ট, ২০১৩ সাল)

**জামাতের কর্মকর্তাগণের প্রতি নিয়মিত চাঁদা আদায়ের দিক-নির্দেশনা:**

হযূর আনোয়ার (আই.) এর বিশেষ দিক-নির্দেশনা পালনার্থে ২০ ডিসেম্বর ২০০৯ সালে আহমদীয়া মুসলিম জামাত জার্মানিতে একবার মজলিসে গুরা অনুষ্ঠিত হয়।

হযূর আনোয়ার (আই.) কর্মকর্তাদেরকে বিনাব্যতিক্রমে নিয়মিত চাঁদা প্রদানের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করতে গিয়ে

বলেন, “এটি কর্মকর্তাগণের দায়িত্ব তারা যেন এটি (নিয়মিত চাঁদা আদায়) করে এবং এটিতে নিজেদের দৃষ্টান্ত প্রথম দেখায়। যদি আপনারা নিজেদের দৃষ্টান্ত না দেখান তাহলে কেউই আপনাদের কথা শুনবে না।” (দৈনিক আল ফযল, রাবওয়া, ২২ জানুয়ারী, ২০১০ সাল)

হযূর আনোয়ার (আই.) ৮ মে ২০০৭ সালে পত্রে উল্লেখ করেন যে, “আগামীতে মাসিক উপার্জনশীল যে সকল কর্মকর্তা দুই মাসের বেশী বকেয়াদার হবে তাদেরকে তাদের পদ থেকে সরিয়ে সেখানে নতুন নির্বাচন করুন।”

বর্ণিত দিক-নির্দেশনার আলোকে সকল কর্মকর্তার নিকট আবেদন তারা যেন প্রত্যেক মাসে উপার্জনশীল পুরুষ এবং মহিলা সকলকে বিনা ব্যতিক্রমে নিয়মিত চাঁদা আদায়ের প্রতি মনোযোগ আকৃষ্ট করে। জামাতের সদস্যরা নিশ্চয় অবগত আছেন যে, ৩০শে জুন আমাদের আর্থিক বছর শেষ হয়ে থাকে। এজন্য আপনাদের লায়েমী চাঁদাসমূহ, চাঁদায়ে আম, চাঁদায়ে ওসীয়াত, এবং চাঁদায়ে জলসা সালানার বিষয়ে খোঁজ খবর নিয়ে দ্রুততার সাথে নিজের বকেয়া চাঁদা আদায় করা উচিত।

স্মরণ রাখবেন, জলসা সালানার চান্দাও লায়েমী চাঁদা যা হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) নিজেই জারি করেছিলেন। তাই এটিও শর্ত অনুযায়ী আদায় করা উচিত। সুতরাং ঐ সকল ভাই ও বোনেরা যারা উপার্জন করে থাকেন, তাদের জন্য আবশ্যিক যেন তারা নিয়মিত লায়েমী চাঁদা আদায় করেন। একই ভাবে ঐ সকল পিতা-মাতা, যাদের সন্তান উপার্জনশীল তাদের নিকট আবেদন তারা যেন সন্তানদের মনোযোগ আকৃষ্ট করে। সে যেন তার লায়েমী চাঁদা প্রত্যেক মাসে নিয়মিত আদায় করে।

দোয়া করি, আল্লাহ তা'লা আমাদেরকে ইসলামি শিক্ষা, হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এবং খোলাফায়ে আহমদীয়াতের দিক-নির্দেশনার আলোকে সঠিক ভাবে মালী কুরবানী করার তৌফিক দান করুন। আমীন।



# আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশের শতবর্ষের সালানা জলসার ইতিহাস

মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল

উক্ত বিজ্ঞপ্তির প্রেক্ষিতে- জলসার ব্যয় নির্বাহের জন্য আশানুরূপ চাঁদা পাওয়া যায় এবং বিভিন্ন জামাত থেকে অধিক সংখ্যক আহমদী যোগদান করেন। এছাড়া অনেক অ-আহমদী বন্ধুও অংশ গ্রহণ করেন। ফলে কর্মসূচি অনুসারে সফল জলসা হয়।

১৯৭৫

১৪-১৬ মার্চ ১৯৭৫ তারিখ বাংলাদেশ জামাতের ৫১তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়।

এ জলসা উপলক্ষে হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রাহে.) একটি বাণী প্রেরণ করেন। সেই অমূল্যবাণীটি নিম্নে পত্রস্থ করা হল :-

বাংলাদেশের জামাতে আহমদীয়ার

৫২তম সালানা জলসা উপলক্ষে প্রেরিত হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ সালেস (আই.)-এর পবিত্র পয়গাম

\* বয়আতের আহাদকে কায়েম রাখুন।

\* সকল যুগের সকল সমস্যার সমাধান কুরআন করীমে নিহিত।

\* কুরআনের সাথে তফসীরে ভরপুর হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর গ্রন্থাদি পাঠ করুন।

প্রিয় ভ্রাতাগণ,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহে।

এটা অবগত হয়ে আমি পরম প্রীত হলাম

যে, আপনারা ওখানে এখন তিন দিনের জন্য খোদা ও তাঁর রসূলের কথা শুনার এবং দোয়া ও নফল ইবাদতে নিমগ্ন থাকার জন্য সমবেত হয়েছেন। আল্লাহ তা'লা আপনাদেরকে এর তৌফিক দিন। আপনাদের এখলাসে বরকত দিন এবং আপনাদের দোয়াসমূহকে কবুলিয়তের মর্যাদায় ভূষিত করুন।

আমাদের কর্তব্য আল্লাহ তা'লার নিকট অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা, যিনি প্রতিশ্রুত মাহ্দী আলায়হেস সালামকে চিনার তৌফিক আমাদেরকে দান করেছেন, যাঁর মাধ্যমে বর্তমান যুগে আমরা খোদা তা'লার মা'রেফাত লাভ করেছি, আমাদের হৃদয়ে তাঁর ভালোবাসা জন্মিয়েছে এবং আমরা তাঁর নৈকট্য লাভ করেছি। জগত এই সম্পদ হতে বঞ্চিত। এটা খোদা তা'লার এহুসান আমাদের ওপর। এর জন্য আল্লাহ তা'লার সমীপে যতই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হোক তা নগন্য। এই নেয়ামতের কদর করুন এবং দোয়া করুন যেন আল্লাহ তা'লা আমাদেরকে এবং আমাদের বংশধরদেরকে চিরকাল এই নেয়ামতে ভূষিত রাখেন, আমীন।

রুহানী জামাতের ওপর পরীক্ষা এবং বিপদাবলী এসেই থাকে। পরীক্ষা এবং বিপদ সমূহ মু'মিনদের ঈমানকে অধিকতর পরিপক্ব এবং মজবুত করে। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেছেন, “খোদা অমূল্য সম্পদ। তাঁকে লাভ করতে বিপদের

সম্মুখীন হবার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও।” আহমদীয়া সিলসিলায় দাখিল হবার সময় আপনি এই আহাদ (প্রতিজ্ঞা) করেছেন যে, আপনি সদা দ্বীনকে দুনিয়ার ওপর প্রধান্য দিবেন। এই আহাদকে সদা স্মরণ রাখুন। কখনও আহাদ ভঙ্গের কাজ করবেন না। খোদার ওফাদার বান্দা হয়ে থাকবেন। তাঁর সাথে কখনও বিশ্বাসঘাতকতা করবেন না। কারণ তিনি আজ পর্যন্ত কখনও আমাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করেন নি। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেছেন :

যে আহাদ তোমরা বয়আতের সময় করেছ, এতে কায়েম থাক (মলফুযাত, পঞ্চম খন্ড, ৭৬ পৃষ্ঠা)।

হুযূর আলায়হেস সালাম আরও বলেছেন: যে ব্যক্তি তার বয়আত এবং আল্লাহ তা'লার সাথে কৃত আহাদকে দুনিয়ার জন্য ভাঙিতেছে, যে ব্যক্তি দুনিয়ার ভয়ে এরূপ কার্যে রত হয়েছে, সে যেন স্মরণ রাখে যে, মৃত্যুর সময়ে কোন হাকেম বা বাদশাহ তাকে ছাড়তে পারবে না। হাকেম সমূহের হাকেমের নিকট তাকে যেতে হবে, যিনি তাকে প্রশ্ন করবেন, তুমি কেন আমার মর্যাদা রাখ নি? (মলফুযাত, ৭ম খন্ড, ২৯ পৃষ্ঠা)।

দ্বিতীয় কথা, আমাদেরকে স্মরণ রাখতে হবে যে, কুরআন করীম কেয়ামত পর্যন্ত সকল সমস্যার সমাধান করে এবং প্রত্যেক বিষয়ে আমাদের পথ-প্রদর্শন করে। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর পুস্তকাবলী কুরআন

করীমের সহীহ তফসীরে ভরপুর। সুতরাং খোদার মা'রেফত, তাঁর নূর এবং জ্ঞান লাভ করতে এবং উদ্ধৃত সমস্যাবলী ও সংকট সমূহের সমাধান কল্পে কুরআন করীম তেলাওয়াতের সাথে, রুহানী সম্পদে পূর্ণ হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর গ্রন্থাবলী গবেষণা সহকারে বার বার পড়তে থাকা উচিত। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেছেন : “যে ব্যক্তি আমার পুস্তকাবলী কমপক্ষে তিনবার না পড়ে, তার মধ্যে এক প্রকার অহঙ্কার পাওয়া যায়।” (সীরাতে মাহ্দী, সপ্তম খন্ড)

হুযর (আ.) আরো বলেছেন : “যে ব্যক্তি খোদার মায়ুর এবং প্রেরিত পুরুষের বাণী সমূহকে মনোযোগ দিয়ে শুনে না, তাঁদের লেখাসমূহকে মনোযোগ দিয়ে পাঠ করে না, তার মধ্যেও অহঙ্কারের একাংশ রয়েছে। সুতরাং চেষ্টা কর যেন, তোমার মধ্যে অহংকারের লেশমাত্র বাকী না থাকে, যাতে তুমি ধ্বংস হতে রক্ষা পাও এবং সপরিবারে নাযাত লাভ কর। (নযুলে মসীহ, পৃঃ ২৫)।

আল্লাহ তা'লা প্রতি মুহূর্তে আপনাদের পথ প্রদর্শন করুন, আপনাদের হাফেয ও নাসের হোন এবং আপনাদের সঙ্গী হোন, আমীন।

মির্খা নাসের আহমদ  
খলীফাতুল মসীহ সালেস  
২৭/০১/৫৪ হিঃ শাঃ  
১৯৭৫ খ্রীঃ আ.

(পাফিক আহমদী ১৫ মার্চ ১৯৭৫)।

হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রাহে.) এর নিকট থেকে সালানা জলসা উপলক্ষে প্রাপ্ত পয়গামের প্রেক্ষিতে অনুষ্ঠিত জলসা আনন্দঘন ও সরগরম হয়ে উঠে। ১৪ মার্চ শুক্রবার এ পবিত্র পয়গাম পাঠ ও দোয়ার মাধ্যমে জলসার উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ জামাতে আহমদীয়ার আমীর মৌলবি মোহাম্মদ সাহেব।

তিনদিন ব্যাপী এই জলসায় একটি মহিলা অধিবেশনসহ পাঁচটি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিটি অধিবেশন কুরআন পাক তেলাওয়াত এবং নযম পাঠের মাধ্যমে শুরু হয়। অধিবেশনগুলোতে তালীম, তরবিয়ত ও তবলীগ সংক্রান্ত মোট ২৫ টি বক্তৃতা করা হয়। এতদ্ব্যতীত, প্রশান্ত মহাসাগরীয়

দ্বীপ মরিশাস হতে আগত তথাকার খোদামুল আহমদীয়ার কায়েদ জনাব আবদুর রহমান আবদুল হামিদ সাহেব ‘মরিশাসে আহমদীয়াত’ সম্পর্কে একটি তথ্যপূর্ণ বক্তৃতা দান করেন।

প্রতিটি বক্তৃতাই সারগর্ব এবং সময়োচিত হয়। উপস্থিত আহমদী ও গয়ের আহমদী শ্রোতামণ্ডলী তা একাত্মতার সাথে শ্রবণ করেন। সম্মেলনের সর্বশেষ বক্তৃতা ছিল কুরআন করীমের ফজিলত। বক্তা (মোহতরম আমীর সাহেব) যখন তাঁর বক্তব্য পেশ করে তখন লক্ষ্য করা গেছে যে, সভাস্থলে একটি অপূর্ব আধ্যাত্মিক পরিবেশের সৃষ্টি হয়। এই বক্তৃতার শেষে প্রয়োজনীয় নসিহত ও নির্দেশ দানের মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন মোহতরম আমীর সাহেব।

এ জলসায় উপস্থিতি তিন সহস্র অতিক্রম করে। আহমদী ছাড়া অনেক অ-আহমদী উপস্থিত ছিলেন জলসায় মজলিসে খোদামুল আহমদীয়ার উদ্যোগে জলসায় একটি তথ্য বহুল আকর্ষণীয় তবলীগি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়।

এছাড়া একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিক হল- জলসা উপলক্ষে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর বিখ্যাত গ্রন্থ ‘ইসলামী উসুল কি ফিলসফি’র বঙ্গানুবাদের এক হিস্যা (প্রথম কিস্তি) প্রকাশিত হয় এবং বাংলাদেশ মজলিস খোদামুল আহমদীয়ার কর্তৃক এবং ইসলামী ইবাদত শীর্ষক একটি দ্বীনীয়াত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। তেমনিভাবে সুন্দরবন মজলিস খোদামুল আহমদীয়ার এবং তথাকার জামাতের উদ্যোগে একটি তবলীগি ও তরবিয়তী সচিত্র বার্ষিকীও প্রকাশিত হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ।

২৬ জন মহিলা পুরুষ বয়আত গ্রহণ করে আহমদীয়ার জামাতভুক্ত হন। জলসায় ভারত হতে সাহেবজাদা মির্খা ওয়াসীম আহমদ সাহেব এবং আরও দুইজন বুয়ূর্গ মিশনারীর আগমনের কথা ছিল। কিন্তু অনিবার্য কারণে তাঁদের আগমন সম্ভব হয়নি। দেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় জলসার খবর প্রতিদিন প্রকাশিত হয়েছে। (পাফিক আহমদী ৩১ মার্চ/১৯৭৫)

১৯৭৬

১৯৭৬ সালের ৫-৭ মার্চ ৫৩তম সালানা অনুষ্ঠিত হয়। এ জলসা উপলক্ষে হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রাহে.) এক বাণী প্রেরণ করেন। সেই বাণীটি হল নিম্নরূপ :

বাংলাদেশ জামাত আহমদীয়ার ৫৩তম সালানা জলসা উপলক্ষে

হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (আই.)-এর বাণী

RABWAH 3-76

Moulvi Mohammad, Anjuman Ahmadiyya

4, Bakshi Bazar Road Dhaka Bangladesh

God Bless Your Fiftythird Gathering. Remain united. Be steadfast, faithfull to God and Mohammad, peace be upon him.

Let your sacrifices match present recuirecment of Islam. God be with you for ever and everywhere.

KHALIFATUL MASIH

বঙ্গানুবাদ

রাবওয়া ৩-৭৬

মৌলবি মোহাম্মদ, আঞ্জুমানে আহমদীয়ার

৪, বকশীবাজার রোড, ঢাকা বাংলাদেশ

আল্লাহ আপনাদের ৫৩তম সম্মেলনকে বরকত মণ্ডিত করুন। আপনারা একতা বদ্ধ থাকুন এবং আল্লাহ ও হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি বিশ্বস্ততায় অবিচল থাকুন।

আপনাদের কুরবানী সমূহের মান ইসলামের বর্তমান চাহিদা মোতাবেক হউক।

সদা এবং সর্বত্র আল্লাহ আপনাদের সঙ্গে থাকুন।

খলীফাতুল মসীহ

(পাফিক আহমদী ১৫ মার্চ/৭৬)।

তখন জলসা উপলক্ষে বিদেশের বিভিন্ন জামাতের আমীর সাহেবকে নিমন্ত্রণ করা

হয়। ফলে অনেকগুলি জামাতের পক্ষ থেকে উত্তর পাওয়া যায়। নিম্নে এর দু'টি উদ্ধৃত করা হল :-

## ১। Telegram

Amir Ahmadiyya, Jamaat 4  
Bakshi Bazar Road, Dhaka  
5 Lacs Ahmadi Muslim Brother  
In Ghana Great You With Salam  
Wishing Your Conference Great  
Success.

AMIR ABDUL WAHAD

অনুবাদ :

টেলিগ্রাম

আমীর আহমদীয়া, জামাত ৪, বকশী বাজার  
রোড, ঢাকা।

ঘানার ৫ পাঁচ লক্ষ আহমদী মুসলিম  
ভ্রাতাগণ আপনাদেরকে সালাম জানিয়ে  
অভিনন্দন জ্ঞাপন পূর্বক আপনাদের জলসার  
বিরাট সাফল্য কামনা করছে।

আমীর আবদুল ওয়াহেদ

## ২। Letter

THE LONDON MOSQUE

16, Gressen Hall Road,

London S. W. 185QL,

Tel 01-874 6298

7th February 1976

My dear brother in Islam, Mr.  
Vizir Ali,

ASSALAMU ALAIKUM.

Though it may not physically be possible for any of us here to be present at your 53rd Annual Jalsa to be held at Dhaka from 5th to 7th March, 1976 but our hearts are with you and we all pray for the success of Jalsa. May God Almighty be with you all and make this jalsa a source of further spread Islam-Ahmadiyyat in that part of the world Amen. It may be circulated among the Jamaat.

Kindly convey Assalamu Alikum

of the U.K. Jamaat to all the members of the community who may be present at the Jalsa.

With regards.

Mr. Vizir Ali,

Yours sincerely

Chairman Jalsa Committee, □  
Sd/-M.D. Shams

Bangladesh Anjuman-e-  
Ahmadiyya

4, Bakshi Bazar Road, Dhaka

অনুবাদ :

দি লন্ডন মস্ক

১৬, গ্রেসেন হল রোড,

লন্ডন এস ডব্লিউ ১৮৫ কিউ-এল

টেলি - ০১-৮৭৪-৬২৯৮

৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৬

আমার প্রিয় মুসলিম ভ্রাতা জনাব ভিজির  
আলী

আসসালামু আলাইকুম,

১৯৭৬ সালের ৫ হতে ৭ মার্চ তারিখে

অনুষ্ঠিতব্য আপনাদের ৫৩তম সালানা

জলসায় স্ব-শরীরে যোগদান করা যদিও আমাদের কারও পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না, তথাপি আমাদের অন্তঃকরণ আপনাদের সাথে রয়েছে এবং আমরা সকলে জলসার কামিয়াবীর জন্য দোয়া করছি। সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'লা আপনাদের সাথী হোন এবং দুনিয়ার সেই এলাকায় এই জলসাকে তিনি ইসলামের অধিকতর বিস্তারের উপলক্ষ করুন। আমীন।

আপনাদের জামাতে এই পত্রখানা প্রচার করতে অনুরোধ রইল। মেহেরবাণী পূর্বক জলসায় উপস্থিত জামাতের সকল সভ্যগণকে যুক্তরাজ্য জামাতের আসসালামু আলাইকুম জ্ঞাপন করবেন।

বিনীত

আপনাদের বিশ্বস্ত

জনাব ভিজির আলী,

স্বাক্ষর- এম-ডি শামস

চেয়ারম্যান জলসা কমিটি, বাঃ আঃ আঃ

৪, বকশী বাজার রোড, ঢাকা।

(পাক্ষিক আহমদী ২৯ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৬)।

(চলবে)

## আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশের তালীম দপ্তর-এর পক্ষ থেকে বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

তালীম দপ্তর, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ-এর পক্ষ থেকে জানাচ্ছি যে, হুয়ূর (আই.)-এর অনুমোদনক্রমে এ বছরে শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে সর্বশেষ (২০১৬ সালে) ঘোষিত ফলাফল অর্জনকারী ছাত্র-ছাত্রীদের আগামী ২০১৭ সালে অনুষ্ঠিতব্য আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় সালানা জলসায় সম্মাননা প্রদান করা হবে, ইনশাআল্লাহ। অষ্টম শ্রেণী এবং তদুর্ধ্ব পরীক্ষার্থীরা পুরস্কারের জন্য বিবেচিত হবে।

এতদোপলক্ষ্যে সকল স্থানীয় জামাতের আমীর/প্রেসিডেন্ট/মুরাব্বী/মোয়াল্লেম সাহেবানের নিকট সার্কুলার ও ফরম প্রেরণ করা হয়েছে। আপনার জামাতের কোনো ছাত্র বা ছাত্রী যদি এ সম্মাননা পাওয়ার যোগ্য হয়, তাহলে স্থানীয় আমীর বা প্রেসিডেন্ট সাহেবের সাথে যোগাযোগ করে আগামী ১৫ জানুয়ারী ২০১৭ এর মধ্যে তথ্য কেন্দ্রে পৌঁছানোর জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, উক্ত তারিখের পর কোন আবেদন কেন্দ্রে প্রেরণ করা হলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া আমাদের জন্য কষ্টকর।

জামালউদ্দিন আহমদ

তালীম দপ্তর

# সং বা দ

## মজলিস আনসারুল্লাহ ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আয়োজনে মহান সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত



গত ১৫ই অক্টোবর ২০১৬ তারিখ রোজ শনিবার বাদ মাগরিব আহমদীপাড়া মসজিদ বায়তুল ওয়াহেদ-এড় মজলিস আনসারুল্লাহ ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আয়োজনে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ। স্থানীয় যয়ীমে আলার সঞ্চালনায় উক্ত জলসায় সভাপতিত্ব করেন জনাব মোশারফ হোসেন, রিজিওনাল নায়েম আলা, মজলিস

আনসারুল্লাহ, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার- সিলেট রিজিওন। প্রথমে পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত করেন জনাব মোস্তাক আহমদ ভূঁইয়া। বাংলা নয়ম পাঠ করেন জনাব সৈয়দ জসিম আহমদ ও উর্দু নয়ম পাঠ করেন জনাব শাহজাদা খান। এই জলসায় উপস্থিত ছিলেন মজলিস আনসারুল্লাহ, বাংলাদেশের কয়েদ ইশায়াত ও আনসারুল্লাহ বুলেটিনের

সম্পাদক আলহাজ্জ মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল। তিনি তার হজ্জ পালনের অভিজ্ঞতার কথা তাঁর বক্তব্যে পেশ করেন।

“হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর বিদায় হজ্জের ভাষণ” প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখেন মৌলবী এস.এম. আবু তাহের। “নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় হযরত মুহাম্মদ (সা.)” এ বিষয়ে আলোকপাত করেন মওলানা জহির উদ্দিন আহমদ।

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আমীর জনাব মোহাম্মদ মঞ্জুর হোসেন “হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর রসূল প্রেম (সা.)” বিষয়ে বক্তব্য পেশ করেন। সবশেষে সভাপতি সাহেবের ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে জলসার কার্যক্রম শেষ হয়।

মোহাম্মদ আবু তালেব  
যয়ীমে আলা

## বগুড়া জামাতে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত



আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বগুড়ার উদ্যোগে গত ০৭/১০/২০১৬ তারিখ শুক্রবার বাদ জুমুআ সীরাতুন নবী (সা.) জলসা, ২০১৬ অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয়

প্রেসিডেন্টের সভাপতিত্বে বেলা ১২:১৫ মিনিটে মধ্যাহ্ন ভোজের পর পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত ও নয়ম পাঠের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়ে তা বিকাল

৪:১৫ মিনিট পর্যন্ত চলে। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বক্তা রসূলে করীম (সা.)-এর বাল্যকাল হতে মদীনায় হিজরত পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়ে অত্যন্ত সাবলীল ভাবে বক্তব্য তুলে ধরেন এবং আঁ-হযরত (সা.)-এর ইসলাম প্রচার ও কবুলিয়াতে দোয়া প্রসঙ্গে চমকপ্রদ আলোকপাত করেন।

অনুষ্ঠানে লাজনা ইমাইল্লাহ-এর পক্ষ হতে কোরাস নয়ম পরিবেশন করা হয়। পরিশেষে সভাপতির ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানে সমাপ্তি ঘটে। উক্ত অনুষ্ঠানের মোট ৬৭ জন উপস্থিত ছিলেন।

আবুল কালাম আজাদ  
প্রেসিডেন্ট

## বানিয়াজান জামাতের উদ্যোগে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

গত ১২/১০/২০১৬ তারিখ বুধবার জনাব নূর মোহাম্মদ মন্ডল সাহেবের বাড়িতে এক সীরাতুন নবী (সা.) জলসার আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন ন্যাশনাল তবলীগ সেক্রেটারী। সভাপতিত্ব করেন জনাব আব্দুর রাজ্জাক। কুরআন তিলাওয়াত করেন জনাব মাহমুদ আহমদ শরীফ, মোয়াল্লেম চানতারা

জামাত। রসূল (সা.)-এর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন বিশেষ অতিথি জনাব ইমতিয়াজ আলী সাহেব। কুরআন করীমের কয়েকটি নির্দেশ ও রসূল (সা.)-এর জীবনী নিয়ে আলোচনা করেন মোহাম্মদ রুহুল বারী, মুরুব্বী সিলসিলাহ। বিশেষ অতিথির সফরসঙ্গী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব

ফরহাদুজ্জামান সাহেব। সবশেষে মোহাম্মদ রুহুল বারী সাহেব আমাদের পরিচিতি লিফলেট পাঠ করে শোনান। উক্ত অনুষ্ঠানে ৭৫ জন উপস্থিত ছিলেন। দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

প্রেসিডেন্ট

আ.মু.জা. বানিয়াজান

## মজলিস আনসারুল্লাহ ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও শালগাঁও এর যৌথ উদ্যোগে ২২তম বার্ষিক স্থানীয় ইজতেমা-২০১৬ অনুষ্ঠিত



গত ৭ ও ৮ অক্টোবর ২০১৬ তারিখ মজলিস আনসারুল্লাহ ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও শালগাঁও-এর যৌথ আয়োজনে আহমদী পাড়া মসজিদ বায়তুল ওয়াহেদ-এ ২২তম বার্ষিক স্থানীয় ইজতেমা, ২০১৬ অত্যন্ত সফলতার সাথে অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ। দুইদিন ব্যাপী উক্ত ইজতেমার উদ্বোধনী অধিবেশন মজলিস আনসারুল্লাহ বাংলাদেশের কয়েদ তালিম জনাব ফজল-ই-ইলাহী সাহেবের সভাপতিত্বে ৭ই অক্টোবর ২০১৬ তারিখ রোজ শুক্রবার সকাল ১০ ঘটিকা হতে আরম্ভ হয়। অনুষ্ঠানে সঞ্চালনায় ছিলেন স্থানীয় যয়ীমে আলা জনাব মোহাম্মদ আবু তালেব। প্রথমে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন জনাব নাসির আহমদ, মোস্তাযেম তালিমুল কুরআন ও ওয়াকফে আরযী, মজলিস আনসারুল্লাহ ব্রাহ্মণবাড়িয়া। পরে আহাদনামা পাঠ ও দোয়া পরিচালনা করেন সভাপতি সাহেব। উর্দু নয়ম পাঠ করেন ডা: মোবাস্থের আহমদ। সভাপতি সাহেবের উদ্বোধনী ভাষণ ও ইজতেমা কমিটির চেয়ারম্যানের

স্বাগত ভাষণের পর বক্তৃতা পর্বে “সাম্প্রতিক সময়ে আনসারুল্লাহ-এর দায়িত্ব ও কর্তব্য” এ প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখেন মওলানা জহির উদ্দিন আহমদ, মুরুব্বী সিলসিলাহ। “যুগ খলীফার (আই.) নির্দেশে আনসারদের উদ্দেশ্যে দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য পেশ করেন জনাব মোশারফ হোসেন, রিজিওনাল নায়েম আলা। “তালিম তরবিয়তে আনসারুল্লাহ-এর অগ্রণী ভূমিকা” বিষয়ে বক্তব্য রাখেন জনাব মোহাম্মদ মঞ্জুর হোসেন, আমীর আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। আনসারদের জন্য নসিহত মূলক বক্তব্য রাখেন জনাব শহিদুল ইসলাম বাবুল, নায়েব সদর-৩, মজলিস আনসারুল্লাহ বাংলাদেশ। জুমুআর নামায, আসরের নামায ও দুপুরের খাবার বিরতির পর বেলা ৩ ঘটিকার সময় জনাব নাজির আহমদ, নায়েব সদর-২, মজলিস আনসারুল্লাহ বক্তব্য পেশ করেন। সবশেষে মজলিস আনসারুল্লাহ বাংলাদেশের সদর সাহেব জনাব আলহাজ্জ তবশীর চৌধুরী

আনসারদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন।

খেলাধূলা দিয়ে প্রতিযোগিতার প্রথম পর্ব শুরু হয় বেলা ৪ টায়। মাগরিব ও এশার নামাযের বিরতির পর সন্ধ্যা ৭ টার সময় প্রতিযোগিতার ২য় পর্ব আরম্ভ হয়ে রাত ৯ টা পর্যন্ত চলে। পরদিন ০৮/১০/২০১৬ তারিখ ভোর রাত ৪ টায় বাজামাত তাহাজ্জুদ নামায ও ৫ টায় ফজর নামায পড়া হয়। বাদ ফজর নাস্তা ও প্রতিযোগিতার শেষ পর্ব শুরু হয় সকাল ৭ টায়।

যোহরের নামায ও দুপুরের খাবার বিরতির পর সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণ অধিবেশন শুরু হয় বিকাল ৩ ঘটিকায়। সভাপতিত্ব করেন জনাব শহিদুল ইসলাম বাবুল, নায়েব সদর-৩, মজলিস আনসারুল্লাহ বাংলাদেশ। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত ও নয়ম পাঠের পর আনসারদের দায়িত্ব ও কর্তব্য প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখেন মৌলবী এস. এম. আবু তাহের। শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন জনাব আমির মোহাম্মদ খান (জামাল) সেক্রেটারী, ইজতেমা কমিটি। মজলিস আনসারুল্লাহ ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কর্ম-তৎপরতা প্রসঙ্গে সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করেন যয়ীমে আলা জনাব মোহাম্মদ আবু তালেব। সভাপতি সাহেবের সমাপ্তি ভাষণ, পুরস্কার বিতরণ, আহাদনামা পাঠ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। উক্ত ইজতেমায় মোট ৮৯ জন আনসার উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ আবু তালেব  
যয়ীমে আলা

## ক্রোড়ার উদ্যোগে ১৭তম আঞ্চলিক বার্ষিক জলসা-২০১৬ অনুষ্ঠিত

গত ২৯ ও ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ তারিখ রোজ বৃহস্পতি ও শুক্রবার আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ক্রোড়ার উদ্যোগে ১৭তম আঞ্চলিক ক্রোড়া, বিষ্ণুপুর ও আখাউড়া বার্ষিক স্থানীয় ইজতেমা মসজিদ মাহমুদ-এ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ইজতেমায় কেন্দ্র থেকে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন- জনাব শহীদুল ইসলাম বাবুল, নায়েব সদর, জনাব মোহাম্মদ আব্দুস সোবহান, কয়েদ উম্মী, জেলা থেকে উপস্থিত ছিলেন- জেলা নায়েমে আলা, মকবুল হোসেন ও শেখ মোশারফ হোসেন। এবং জেলা নায়েম, আল আমিন সাহেব। ২৯ সেপ্টেম্বর রোজ বৃহস্পতিবার বাদ মাগরিব উদ্বোধনী সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতি ছিলেন : জেলা নায়েম জনাব আল আমিন সাহেব, অতিথিবৃন্দ ছিলেন : রিজিওনাল নায়েম তালিম শেখ মোশারফ হোসেন, জেলা ও রিজিওনাল

নায়েব নায়েম জনাব মকবুল হোসেন। সভার শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত করেন জনাব এজাজ আহমদ ভূঁইয়া। এরপর নসিহতমূলক বক্তব্য রাখেন জনাব মকবুল হোসেন, জনাব শেখ মোশারফ হোসেন। জনাব আবদুল হাকীম স্থানীয় মোয়াল্লেম। উক্ত সভায় ৩০ জন উপস্থিত ছিলেন এবং রাত ৯ টায় সভার সমাপ্তি হয়। ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৬ রোজ শুক্রবার বাদ ফজর সকাল ৭ ঘটিকায় নাস্তার পর দ্বিতীয় অধিবেশনে প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়। প্রায় ১১.৩০ মিনিটে তা শেষ হয়। জুমুআর নামাযের পর দুপুরের খাবারের পর পরই ৩টায় সমাপনী অধিবেশন আরম্ভ হয়। সভাপতিত্ব করেন মোহতরম শহীদুল ইসলাম বাবুল, নায়েব সদর। অতিথিবৃন্দ ছিলেন জনাব মোহাম্মদ আব্দুস সোবহান সাহেব। জেলা নায়েম

আলামিন সাহেব, জনাব গাজী মাজহারুল খোকন স্থানীয় প্রেসিডেন্ট। কুরআন তিলাওয়াত করেন ১ম স্থান অধিকারী জনাব তৌফিক আহমদ ভূঁইয়া। নযম পাঠ করেন প্রথম স্থান অধিকারী জনাব নাসের আহমদ জাফর। নসিহতমূলক বক্তব্য রাখেন স্থানীয় প্রেসিডেন্ট জনাব গাজী মাজহারুল খোকন। শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন ইজতেমা কমিটির সেক্রেটারী জনাব আইয়ুবুর রহমান ভূঁইয়া, নসিহতমূলক বক্তব্য রাখেন জনাব মোহাম্মদ আব্দুস সোবহান সাহেব, কয়েদ উম্মী। সমাপনী ভাষণ প্রদান করেন সভাপতি মোহতরম শহীদুল ইসলাম বাবুল সাহেব নায়েব সদর। পুরস্কার বিতরণী ও আহাদ পাঠ এবং দোয়ার মাধ্যমে উক্ত ইজতেমার কার্যক্রম শেষ হয়।

তছলিম আহমদ

## সুন্দরবন মজলিসে আঞ্চলিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত

গত ২১/১০/২০১৬ তারিখ কর্মসূচী মোতাবেক তাহাজ্জুদ নামাযের মাধ্যমে ইজতেমার কার্যক্রম শুরু হয়। তাহাজ্জুদ নামাযে ৮ জন লাজনাসহ মোট ৯৫ জন অংশগ্রহণ করেন। সকালে বিশ্রাম এবং নাস্তা শেষে সকাল ৮:৩০ মি. মোহতরম নায়েব সদর আউয়াল জনাব মোহাম্মদ আব্দুল জলিল সাহেব ইজতেমার মূল কার্যক্রম উদ্বোধন করেন। ইজতেমায় খুলনা, যশোর, সুন্দরবন, ভেটখালী, ঘড়িলাল, সাতক্ষীরা, নওয়াবেকি ও সর্পরাজপুর মজলিস থেকে মোট ১১৫ জন আনসার যোগদান করেন। রঘুনাথপুরবাগ ও বলিয়ানপুর মজলিস ২টি থেকে কোন আনসার যোগদান করেন নি। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখ হযর (আই.) যুক্তরাজ্যের মজলিসে আনসারুল্লাহ ইজতেমার উদ্দেশ্যে যে নসিহতমূলক বক্তব্য রেখেছিলেন তা পড়ে শুনানো হয়। এছাড়া সভাপতি মহোদয় নিয়মিত এমটিএ দেখা এবং ছেলেদেরকে মসজিদমুখী করার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান। হযর (আই.)-এর খুতবা রাত ১১:৩০ মিনিটে সম্প্রচারিত হয়েছে বিধায় বাদ মাগরিব দেড় ঘণ্টা ব্যাপী এক তরবিয়ত সভা অনুষ্ঠিত

হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন মোহতরম নায়েব সদর আউয়াল মজলিস আনসারুল্লাহ বাংলাদেশ জনাব মোহাম্মদ আব্দুল জলিল সাহেব। সভায় আনসারুল্লাহর দায়িত্ব ও কর্তব্য এর ওপর বক্তব্য রাখেন জনাব আব্দুর রাজ্জাক রিজিওনাল নায়েমে আলা মজলিস আনসারুল্লাহ বাংলাদেশ।

খেলাফতের কল্যাণের ওপর বক্তব্য রাখেন জনাব হালিম আহমদ হাজারী এবং খাকসার বক্তব্য রাখি “এতায়াতে নেযাম” সম্পর্কে। মোহতরম সভাপতি সাহেব তরবিয়ত বিষয়ের ওপর বক্তব্য রাখার পর দোয়ার মাধ্যমে সভা শেষ করেন।

মোহাম্মদ আব্দুস সোবহান

## মজলিস আনসারুল্লাহ রাজশাহী'র ৩য় স্থানীয় বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত

গত ০১/১০/২০১৬ তারিখ সকাল ৯ ঘটিকা হতে বিকাল ৫ ঘটিকা পর্যন্ত ৩য় স্থানীয় বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত ইজতেমাতে মোট উপস্থিত ছিলেন ১৮ জন। স্থানীয় প্রেসিডেন্ট জনাব ডঃ আব্দুল্লাহ শামস বিন তারিক সাহেবের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী সভা অনুষ্ঠিত হয়। কুরআন প্রতিযোগিতার মাধ্যমে আমাদের অনুষ্ঠান আরম্ভ হয় এবং সর্বশেষ পয়গামে রেসানীর মাধ্যমে প্রতিযোগিতা শেষ হয়। উক্ত প্রতিযোগিতায় বিচারক মন্ডলীর দায়িত্বে ছিলেন জনাব ডঃ আব্দুল্লাহ শামস বিন তারিক, প্রেসিডেন্ট, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, রাজশাহী এবং জনাব মওলানা মোহাম্মদ সালাহউদ্দিন, মুরব্বী সিলসিলাহ। বিকাল ৪.৩০ ঘটিকায় সমাপনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় যরীম জনাব জি. এম. সিরাজ উদ্দিন সভা শেষে ইজতেমা কমিটির চেয়ারম্যান জনাব মোহাম্মদ আতাউর রহমান ও জনাব মওলানা সালাহউদ্দিন, মুরব্বী সিলসিলাহ এবং নায়েব রিজিওনাল নায়েম আলার উপস্থিতিতে পুরস্কার বিতরণের পর ইজতেমার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

জি. এম. সিরাজ উদ্দিন, যরীম

## ছোট ভেটখালী হালকা পরিদর্শন

গত ২২/১০/২০১৬ তারিখ তাহাজ্জুদ এবং ফজর নামায শেষে সকাল ৬:০০ টায় মোহতরম নায়েব সদর আউয়াল সাহেবের নেতৃত্বে আমীর আহমদীয়া মুসলিম জামাত, সুন্দরবন, নায়েব আমীর আহমদীয়া মুসলিম জামাত, সুন্দরবন, নায়েব সদর জনাব হালিম আহমদ হাজারী এবং খাকসার ছোট ভেটখালী হালকা পরিদর্শন করা হয়। প্রথমে হালকার মসজিদটি পরিদর্শন করা হয়। মসজিদটি একেবারে জরাজীর্ণ। এরই মাঝে আহমদী এবং অ-আহমদী ৩০ জন ছাত্র-ছাত্রী পবিত্র কুরআন পড়ে থাকে। সেখানে উপস্থিত ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে কিছুক্ষণ সময় কাটানো হয়। তাদেরকে উৎসাহ দেয়া হয়। মসজিদটি নতুন করে তৈরী করা প্রয়োজন। এরপর হালকার প্রতিটি সদস্যের বাড়ীতে গিয়ে দেখা করা হয়।

এছাড়া ২০০৫ সালে মোখালেফাতের সময় মুরতাদ হয়ে গেছে একজনের সাথে সাক্ষাৎ করা হয়। হালকায় ১১টি ডিস

আছে এর মধ্যে ৩টি নষ্ট। আমীর সাহেবকে নষ্ট ডিস চালু করার ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ প্রদান করা হয়। হালকার সকলকে নিয়মিত হুযূর (আই.)-এর খুতবা শোনাতে এমটিএ দেখার জন্য পরামর্শ প্রদান করে আমরা ফেরত আসি।

২২/১০/২০১৬ তারিখ বাদ যোহর বিকাল ৩ টায় সমাপনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব মোহাম্মদ আব্দুল জলিল, নায়েব সদর আউয়াল, মজলিস আনসারুল্লাহ বাংলাদেশ। সমাপনী অনুষ্ঠানে তরবিয়তী বিষয়ের ওপর বক্তব্য রাখেন মোহতরম মাওলানা খোরশেদ আলম সাহেব, জনাব মোহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক, রিজিওনাল নায়েম আলা খুলনা, জনাব হালিম আহমদ হাজারী, নায়েব সদর, মজলিস আনসারুল্লাহ বাংলাদেশ এবং খাকসার। পুরস্কার বিতরণী শেষে বিকাল ৫:১০ ঘটিকায় সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠানের এবং ইজতেমার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

মোহাম্মদ আব্দুস সোবহান

## মজলিস আনসারুল্লাহ, উখলী ও সন্তোষপুর-এর যৌথ উদ্যোগে বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত

মজলিস আনসারুল্লাহ, উখলী ও সন্তোষপুর-এর যৌথ উদ্যোগে গত ২৩ সেপ্টেম্বর রোজ শুক্রবার ১৬তম স্থানীয় বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। এই মহতী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব মোহাম্মদ সালাউদ্দিন, জেলা নায়েম। অনুষ্ঠানের শুরুতেই পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত ও নযম পাঠ করা হয়। অনুষ্ঠানের বিষয়বস্তু ছিল, লিখিত পরীক্ষা, কুইজ, ঝুড়িতে বল নিক্ষেপ, কুরআন তিলাওয়াত, নযম ও বক্তৃতা প্রতিযোগিতা।

উক্ত অনুষ্ঠান প্রথম অধিবেশন সকাল ৯টা হতে ১২.৩০ মিনিট পর্যন্ত। তাহাজ্জুদ

প্রোগ্রামের ব্যবস্থাও রাখা হয়। খাবারের পর বেলা ৩টায় সমাপ্তি অধিবেশনে সর্বপ্রথম কুরআন তিলাওয়াত ও মসীহ মাওউদ (আ.)-এর নযম পাঠ করা হয়।

অনুষ্ঠানের উপস্থাপনা করেন জনাব মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম শুভ, মুরব্বী সিলসিলাহ এবং তিনি সদস্যগণের উদ্দেশ্যে নসীহতমূলক বাণী পেশ করেন।

তারপর নসিহতমূলক বক্তব্য প্রদান করেন জনাব শরীফ উদ্দীন আহমদ সাহেব। সবশেষে সভাপতির ভাষণ ও দোয়া এবং পুরস্কার বিতরণের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

মোহাম্মদ শাহিনুর রহমান শাহিন

## ভাদুঘর জামাতের উদ্যোগে ১ম বার্ষিক ইজতেমা- ২০১৬ অনুষ্ঠিত

গত ২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখ রোজ শনিবার দিনব্যাপী মজলিস আনসারুল্লাহ, ভাদুঘর-এর উদ্যোগে ১ম বার্ষিক ইজতেমা ২০১৬ অত্যন্ত সফলতার সাথে অনুষ্ঠিত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ। ইজতেমার কার্যক্রম সকাল ৮টা থেকে শুরু হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন জনাব মোশারফ হোসেন রিজিওনাল নায়েম। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন জনাব নাছির হোসেন। আহাদ পাঠ এবং দোয়া পরিচালনা করেন সভাপতি সাহেব। নযম পাঠ করেন জনাব নিয়ামত উল্লাহ।

অতঃপর ইজতেমার উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করেন সভাপতি সাহেব। স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন জনাব ফিরোজ মিয়া, প্রেসিডেন্ট ভাদুঘর এবং জনাব শেখ মোশারফ হোসেন সাহেব। উদ্বোধনী ভাষণের পর ইজতেমায় প্রতিযোগিতার বিষয় ছিল- কুরআন তিলাওয়াত, নযম পাঠ, বক্তৃতা প্রতিযোগিতা, দ্বীনি মালুমাৎ (প্রশ্ন উত্তর), কুইজ প্রতিযোগিতা, স্মৃতি শক্তি, বালিশ বদল এবং ঝুড়িতে বল নিক্ষেপ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বিকাল ৪.৩০ মিনিটে ইজতেমার সমাপ্তি এবং পুরস্কার বিতরণী অধিবেশন শুরু হয়।

এতে সভাপতিত্ব করেন রিজিওনাল নায়েম জনাব মোশারফ হোসেন। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত এবং নযম পাঠের পর শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন যয়ীমে আলা জনাব হায়দার আলম। নসিহতমূলক বক্তৃতা প্রদান করেন জেলা নায়েমে আলা জনাব মোহাম্মদ আল-আমিন। অতঃপর ইজতেমার সমাপনী ভাষণ প্রদান করেন সভাপতি সাহেব। পুরস্কার বিতরণ, আহাদ পাঠ এবং দোয়ার মাধ্যমে ইজতেমার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। উক্ত ইজতেমায় মোট ৩০ জন উপস্থিত ছিলেন।

হায়দার আলম



## লাজনা ইমাইল্লাহ্. উখলীর উদ্যোগে তবলীগী সেমিনার অনুষ্ঠিত

গত ১৫/১০/২০১৬ তারিখ বিকাল ৪টা হতে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত ২ ঘন্টা ব্যাপী একজন নও-মোবাইল লাজনার বাসায় তবলীগী সেমিনারের আয়োজন করা হয়। এই মহতী অনুষ্ঠান খাকসারের সভাপতিত্বে শুরু হয়।

শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত করেন তাহিরা রহমান, নাসেরাত। অনুষ্ঠানে আলোচ্য বিষয় ছিল (১) আমাদের ধর্ম কি (২) হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু (৩) খাতামান নাবীঈন হযরত মুহাম্মদ (সা.) (৪) ইমাম মাহ্দী (আ.)-কে মানার গুরুত্ব (৫) ইমাম মাহ্দী আগমনের সত্যতার অকাট্য প্রমাণ

ইত্যাদি বিষয়ের ওপর কুরআন ও হাদীসের আলোকে জনাব জাহিদুল ইসলাম শুভ, মুরুক্বী সিলসিলাহ জ্ঞানগর্ভমূলক বক্তব্য পেশ করেন এবং যেরে তবলীগ মেহমানদের সাথে প্রশ্নোত্তর-এর মাধ্যমে গঠনমূলক আলোচনা করেন।

উক্ত অনুষ্ঠানে মোট উপস্থিত ছিলেন ১৭ জন। ১১ জন মেহমানের মাঝে জামাতের পরিচিতি লিফলেট ও অর্থসহ নামায শিক্ষা বই বিতরণ করা হয়। সবশেষে দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের কর্মসূচী সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

সেলিনা আক্তার  
প্রেসিডেন্ট

## মজলিস আনসারুল্লাহ্, নারায়ণগঞ্জ-এর উদ্যোগে “আল ওসীয়্যত” পুস্তকের ওপর সেমিনার অনুষ্ঠিত

গত ২০/০৯/২০১৬ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ স্থানীয় মসজিদ মিলনায়তনে হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.) প্রণীত “আল-ওসীয়্যত” পুস্তকের ওপর এক সেমিনার সফলতার সাথে অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত সেমিনারে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন মোহতরম শামীম আহমদ, যয়ীমে আলা, মজলিস আনসারুল্লাহ্ নারায়ণগঞ্জ।

সভার শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত করেন জনাব কাউসার আহমদ। অতঃপর আহাদনামা পাঠ এবং দোয়ার মাধ্যমে সেমিনারে শুভ সূচনা করা হয়। সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন সর্বজনাব মোস্তফা পাটোয়ারী

সাহেব, সাবেক আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, নারায়ণগঞ্জ। কাউসার আহমদ সাহেব, শরীফ আহমদ, ডাঃ মুজাফ্ফর উদ্দিন আহমদ, নায়েব আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, নারায়ণগঞ্জ, জনাব আব্দুর রব, মঈন উদ্দিন আহমদ, সাবেক আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, নারায়ণগঞ্জ। ১৫ জন আনসার উপস্থিত ছিলেন।

পরিশেষে সভাপতি সাহেব সেমিনারের গুরুত্ব সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেন। দোয়ার মাধ্যমে সেমিনারের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

শামসুল আলম  
কায়েদ উম্মী

## চট্টগ্রাম জামা'তে নও মোবাইল সম্মেলন অনুষ্ঠিত

গত ১১ অক্টোবর-২০১৬ ইং আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত চট্টগ্রাম একদিন ব্যাপি একটি নও মোবাইল সম্মেলনের আয়োজন করে। উক্ত সম্মেলন সকাল ১১ ঘটিকার সময় মসজিদ বাইতুল বাসেত চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত হয় এবং সন্ধ্যা ৫.৩০ মিনিটে স্থানীয় ভারপ্রাপ্ত আমীর সাহেবের দোয়ার মাধ্যমে সমাপ্ত হয়।। চট্টগ্রামের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে যেমন হাতিমুড়া, বাশাখালী, মহেশখালী, অক্সিজেন, রওফাবাদ, পাহাড়তলী, পটিয়া, রাঙ্গুনিয়া, সাতকানিয়া, আনোয়ারা ও কক্সবাজার হতে অংশগ্রহণ করে। তাদের মাঝে মোট পুরুষ ৪০ জন, মহিলা ২০ জন, মেহমান ১০ জন।

উপস্থিত মেহমানগণের মধ্য থেকে ৩ জন বয়াত করে আহমদীয়া জামাতে দাখিল হোন, (আলহামদুলিল্লাহ)। এ ছাড়া আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের অবকাঠামো এবং প্রাসঙ্গিক অন্যান্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। উপস্থিত নও মোবাইলদের দ্বিনি মালুমাতি ও প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত অনুষ্ঠানে সঠিক উত্তর দাতা ৫ জনকে ‘ইসলামি ইবাদত’ পুস্তক পুরস্কার দেওয়া হয়। স্থানীয় ভারপ্রাপ্ত আমীর সাহেবের নির্দেশে পুরাতন মহিলা এবং পুরুষ আহমদীগণ প্রায় ২৫০ জন যোগদান করে যা একটি তালিম তরবিয়তী ক্লাসের রূপ ধারণ করে।

(হাসেম আহমদ)  
সেক্রেটারী ওয়াকফে জাদীদ নও  
মোবাইল

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, চট্টগ্রাম।

## আহমদীয়া মুসলিম জামাত, নারায়ণগঞ্জ-এর সাবেক আমীর মরহুম এডভোকেট তাইজ উদ্দিন আহমদ সাহেবের মৃত্যুতে যিকরে খায়ের সভা অনুষ্ঠিত



আহমদীয়া মুসলিম জামাত, নারায়ণগঞ্জ-এর উদ্যোগে গত ১৯/০৮/২০১৬ তারিখ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ জামাতের সাবেক আমীর মরহুম এডভোকেট তাইজ উদ্দিন আহমদ সাহেবের মৃত্যুতে যিকরে খায়ের সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় আমীর মোহতরম ফজল মাহমুদ সাহেব। জনাব কাউসার আহমদ সাহেবের পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে সভা শুরু হয়।

মরহুম এডভোকেট তাইজ উদ্দিন আহমদ আহমদীয়া মুসলিম জামাত, নারায়ণগঞ্জ-এর প্রবীন আহমদী ও বুয়ুর্গ জামাতের প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য মরহুম বদর উদ্দিন আহমদ সাহেবের তৃতীয় পুত্র। সভায় যারা মরহুমের জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন তারা হলেন- (১) জনাব মঈন উদ্দিন আহমদ, সাবেক আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, নারায়ণগঞ্জ (২) জনাব শামীম আহমদ (৩) জনাব মোস্তফা পাটোয়ারী (৪) জনাব এনামুর রহমান (৫) জনাব মনির উদ্দিন আহমদ (৬) জনাব শামছুল আলম (৭) ডাঃ মুজাফ্ফর উদ্দিন আহমদ ৯৮) জনাব নাজমুস সাকিব।

মরহুম আহমদীয়া মুসলিম জামাত, নারায়ণগঞ্জের ২০০৬ সন হতে ২০১১ সন পর্যন্ত ৫ বছর আমীরের দায়িত্ব পালন করেছেন। মরহুম জামাতের কাযা বোর্ডের সদস্য ছিলেন। জামাতে বিভিন্ন দিবস পালন বিশেষ করে স্থানীয় জলসা করার জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ এবং আর্থিক অনুদান প্রদান করেছেন। তিনি ১৯৭৬ সন থেকে আইন পেশায় জড়িত ছিলেন। দীর্ঘদিন নারায়ণগঞ্জ জজ কোর্টে এ.জি.পি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি ঢাকা

রাজারবাগ রাইফেল ক্লাবের আজীবন সদস্য ছিলেন এবং বিভিন্ন জাতীয় গুটিং প্রতিযোগিতায় অসংখ্য পুরস্কার লাভ করেন। বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট থেকেও সম্মাননা লাভ করেন। পরম করুণাময় আল্লাহ তা'লা মরহুমের সকল কর্মকে সাদরে গ্রহণ করুন এবং তাঁর বিদেহী আত্মাকে জান্নাতুল ফেরদৌসের উচ্চ মোকামে স্থান দান করুন। সকল আহমদী ভ্রাতা ও ভগ্নীদের নিকট খাসভাবে দোয়ার আবেদন জানাচ্ছি।

মহান আল্লাহ মরহুমের পরিবারবর্গকে ধৈর্যধারণ করার শক্তি দিন এবং তাদের যেন নিরাপদ রাখেন সেজন্য আন্তরিকভাবে সকলের কাছে দোয়ার আবেদন করছি। মরহুম একজন সুবক্তা হিসাবে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে মূল্যবান বক্তব্য উপস্থাপন করেন। জামাতের সকল তাহরীক পালনে সর্বদা সচেষ্টিত ছিলেন। যুব সমাজকে জামাতী শিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য সর্বদা সচেষ্টিত ছিলেন। পরিশেষে সভাপতির বক্তব্য রাখার পরে ইজতেমায়ী দোয়ার মাধ্যমে যিকরে খায়ের সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

মঈন উদ্দিন আহমদ  
সাবেক আমীর

### শোক সংবাদ



অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, তারুয়া নিবাসী কোরাইশী মোহাম্মদ

আরেফ দীর্ঘদিন অসুস্থ থাকা অবস্থায় গত ২৪/১০/২০১৬ তারিখ সকাল ১২:২৫ মিনিটে রোজ সোমবার ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন) মতৃকালে তার বয়স হয়েছিল ৭৫। পিতা: মৃত আলহাজ্জ কোরাইশী মোহাম্মদ হানিফ (জন্ম আযাদ কাশ্মীর এবং মৃত্যু রাবওয়া, পাকিস্তান) এবং মাতা: মৃত করিমুননেসা বেগম (তারুয়া নিবাসী)। তিনি স্ত্রীসহ ২ মেয়ে, ১ ছেলে, ৩ নাতনি ও বড় ভাই আলহাজ্জ কোরাইশী মোহাম্মদ সাদেক সাহেবের পরিবার এবং ভাগ্নে-ভাগ্নীসহ বহু গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। তিনি তারুয়া

মজলিসের কায়েদ ছিলেন। আহমদীয়া মুসলিম জামাত তারুয়ার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিয়োজিত ছিলেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি সেক্রেটারী তবলীগ ছিলেন। তিনি অত্র এলাকার একজন শান্তিপ্রিয় মানুষ ছিলেন। মরহুমকে তারুয়া জামাতের নিজস্ব কবরস্থানে সমাহিত করা হয়েছে। আল্লাহ যেন মরহুমকে জান্নাতের উঁচু আসনে সমাসীন করেন এবং তার পরিবারের সবাইকে সাবরে জামীল দান করেন সে জন্য দোয়ার আবেদন করছি।

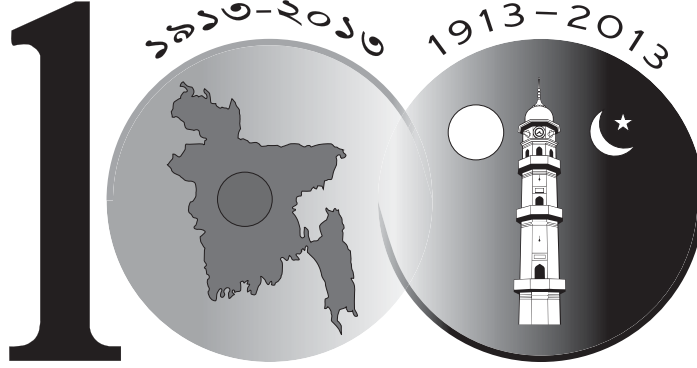
কোরাইশী তারেক আহমদ ও  
কোরাইশী মাসুদ আহমদ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নাই, মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহ্‌র রসূল

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত-এর পরিচিতি



আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ  
Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh

## আমাদের ধর্ম বিশ্বাস

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা  
হযরত মির্বা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) বলেন,

“আমরা মুসলমান। এক-অদ্বিতীয় খোদা তা'লার প্রতি ঈমান রাখি এবং লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহু কলেমায় আমরা বিশ্বাসী। আমরা কুরআনকে খোদার কিতাব এবং তাঁর রসূল খাতামুল আশ্বিয়া হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে মানি। আমরা ফিরিশতা, কিয়ামত অর্থাৎ পুনরুত্থান দিবস, জান্নাত ও জাহান্নামে বিশ্বাসী। আমরা নামায পড়ি ও রোযা রাখি এবং কিবলামুখী হই। যা কিছু আল্লাহু ও রসূল (সা.) ‘হারাম’ তথা নিষিদ্ধ আখ্যা দিয়েছেন সেগুলোকে হারাম জ্ঞান করি এবং যা কিছু ‘হালাল’ তথা বৈধ করেছেন সেগুলোকে হালাল আখ্যা দেই। আমরা শরীয়তে কোন কিছু সংযোজনও করি না, বিয়োজনও করি না এবং এক বিন্দু পরিমাণও কম-বেশী করি না। যা কিছু রসূলুল্লাহু (সা.)-এর মাধ্যমে আমরা পেয়েছি- আমরা এর হিকমত বুঝি বা না বুঝি কিংবা এর অন্তর্নিহিত তত্ত্ব নাইবা উদ্ধার করতে পারি- আমরা তা গ্রহণ করি। আমরা আল্লাহ্‌র ফয়লে বিশ্বাসী, একত্ববাদী মুসলমান।” (‘নূরুল হক’, খণ্ড ১, পৃ. ৫)

## আহমদীয়াত- খাঁটি ইসলামের অপর নাম



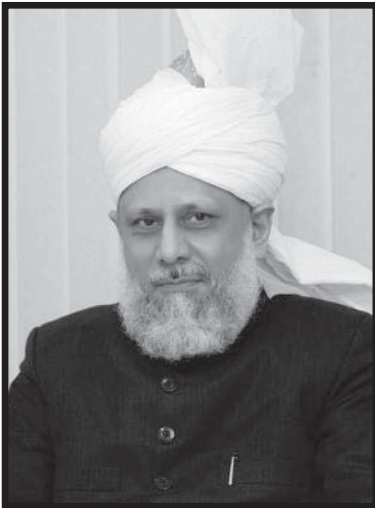
হযরত মির্খা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)  
প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহ্দী  
(১৮৩৫-১৯০৮)

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী শেষ যুগে মুসলমানদেরকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য এবং হারানো ঈমান পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহ্দী (আ.) আল্লাহ তা'লা কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে ভারতের পাঞ্জাবের কাদিয়ানে আবির্ভূত হয়েছেন।

তিনি হলেন পারস্য বংশোদ্ভূত হযরত মির্খা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)। তিনি ১৮৮২ সনে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রত্যাদিষ্ট ও মনোনীত হন এবং ইসলামের খাঁটি শিক্ষা পুনরুজ্জীবিত ও পুনর্বাসিত করার জন্য ১৮৮৯ইং তথা ১৩০৬ হিজরী সনে ঐশী আদেশের ভিত্তিতে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯০৮ইং তথা ১৩২৬ হিজরী সনে তাঁর মৃত্যুর পর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ঐশী খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়।

## ঐশী খিলাফতই ইসলামের উন্নতির মূলমন্ত্র

সেই ঐশী খিলাফতের ধারাবাহিকতায় বর্তমানে পঞ্চম খলীফার যুগ চলছে। তাঁর পবিত্র নাম হযরত মির্খা মাসরুর আহমদ (আই.)। বর্তমানে এই ঐশী জামা'ত বিশ্বের ২০৯টি দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত। এ জামা'ত একক ঐশী নেতৃত্বে শান্তিপূর্ণভাবে ইসলাম প্রচার ও প্রসারে রত।



যুগ-খলীফা হযরত মির্খা মাসরুর আহমদ (আই.)  
খলীফাতুল মসীহ আল-খামেস

বাংলাদেশের মাটিতে এই ঐশী জামা'ত ১৯১২ সালের শেষে প্রতিষ্ঠিত হয়। আল্লাহ তা'লার অশেষ কৃপায় গত ২০১৩ ও ২০১৪ সনে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ তাদের শতবার্ষিকী পালন করেছে।

মহানবী (সা.)-এর আদেশ অনুযায়ী ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর নিকট বয়াতকারী আহমদী তরীকার মুসলমানরা আজ সারা পৃথিবীতে আত্মশুদ্ধির ও ইসলাম প্রচারের এক মহান আধ্যাত্মিক জিহাদে রত। আপনি কি রসূল (সা.)-এর খাঁটি উম্মত হিসেবে বিষয়টি যাচাই-বাছাই করে নিজ ঈমানী দায়িত্ব পালন করেছেন?

## ‘আমাদের দাবির মূল ভিত্তি হচ্ছে হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু’

আল্লাহ তা'লা কুরআন শরীফে বলেছেন,

অর্থ: আর মুহাম্মদ একজন রসূল  $\text{وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ ۖ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ٥}$   
ছাড়া আর কিছুই নন। নিশ্চয় তার পূর্বের সব রসূল গত হয়ে গেছেন। [সূরা আলে ইমরান: ১৪৫]

‘মানুষ মাত্রই মরণশীল’- এই চিরন্তন নিয়ম এবং কুরআনের উপরোক্ত আয়াত ও অন্যান্য স্থানের ঘোষণামতে হযরত ঈসা (আ.) স্বাভাবিকভাবে মারা গেছেন। আল্লাহ তা'লা আরো বলেছেন,

অর্থ: প্রতিটি প্রাণ মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে।  $\text{كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ٥}$   
এরপর আমাদের দিকেই তোমাদের ফিরিয়ে আনা হবে। [সূরা আনকারুত: ৫৮]

অতএব ভবিষ্যদ্বাণীতে উল্লিখিত আগমনকারী ঈসা নবীউল্লাহ, ঈসার গুণে গুণান্বিত রূপক এক ঈসা ছাড়া অন্য কেউ নন। আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) আল্লাহর আদেশে সেই রূপক ঈসা হবার দাবি করেছেন।

৫

## আগমনকারী ইমাম মাহ্‌দীর-ই আরেক নাম ঈসা ইবনে মরিয়ম

মহানবী (সা.) স্পষ্টভাবে বলেছেন,

অর্থ: ‘প্রতিশ্রুত মাহ্‌দী (আ.) আগমনকারী  
ঈসা ইবনে মরিয়ম ছাড়া অন্য কেউ নন।’

$\text{وَلَا الْمُهَدِّيُّ إِلَّا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ}$   
[ইবনে মাজা, বাব শিদ্দাতুয্ যামান]

## মূসারী মসীহ্ এবং মুহাম্মদী মসীহ্ এক ব্যক্তি নন, দুই স্বতন্ত্র ব্যক্তি

উপরোক্ত হাদীস স্পষ্ট বলছে, প্রতিশ্রুত ঈসা পূর্বের ঈসা নন বরং ইমাম মাহ্‌দীরই একটি পরিচয় হল, তিনি রূপক অর্থে ঈসা ইবনে মরিয়ম। একইভাবে বুখারী শরীফেও উভয় মসীহ্ (আ.)-এর পৃথক পৃথক দৈহিক গড়ন বর্ণিত হয়েছে। একজনের গায়ের রং লাল-ফর্সা; অপরজনের গায়ের রং গধুম বর্ণ। একজনের মাথার চুল কৌকড়ানো; অপরজনের মাথার চুল সরল-সোজা। অতএব বনী ইসরাঈল তথা ইহুদিদের মাঝে আগমনকারী পূর্বের ঈসা (আ.) এবং শেষ যুগে আগমনকারী ঈসা (আ.) যে দু'জন আলাদা ব্যক্তি এই কথা সুস্পষ্ট। [বুখারী, কিতাবুল আম্মিয়া]

৬

নবী মোর পরশমাপি  
নবী মোর সোনার খুনি  
নবী নাম জপে যেজন  
সেইতো দু'জাযানের খনি।

## ‘খাতামান নবীঈন’ হযরত মুহাম্মদ (সা.)

عَنْ عَرَبِيٍّ بِنِ سَارِيَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجِدِلٌ فِي طِينَتِهِ

মহানবী (সা.) বলেছেন: ‘আমি নিশ্চয়ই তখনও আল্লাহর বান্দা ও খাতামান নবীঈন ছিলাম যখন আদম (আ.) কর্দমাক্ত অবস্থায় তাঁর সৃষ্টির সূচনায় ছিলেন।’ [মুসনাদ আহমদ, হাদীস:১৭২৮০]

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) হলেন ‘খাতামান নবীঈন’। আরবী ভাষায় ‘খাতাম’ শব্দের যত অর্থ আছে সব অর্থেই আমরা মহানবী (সা.)-কে ‘খাতামান নবীঈন’ বলে মান্য করি। সর্বশেষ শরীয়ত বাহক নবী হিসেবেও তিনি ‘শেষ নবী’ আর নবুওতের উৎকর্ষের শেষ মার্গ অর্জনকারী হিসেবেও তিনিই ‘শেষ নবী’। আমরা ‘খাতামান নবীঈন’ উপাধির সেই ব্যাখ্যাই মান্য করি যা উম্মুল মু’মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) বর্ণনা করে গেছেন (দুররে মনসুর, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা নম্বর ২২১)। দেওবন্দী মাদ্রাসা ও মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা মওলানা মুহাম্মদ কাসেম নানুতবী সাহেব ‘খতমে নবুওতের’ যে বিশ্লেষণ তাহযীরুননাস পুস্তকের পৃষ্ঠা নম্বর ৪, ৫, ২০, ২১ ও ৪০-এ প্রদান করেছেন তার সাথে আমরা সম্পূর্ণ একমত।

৭

## শেষ যুগের মসীহ ও মাহ্দী কোথায় ?

কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী শেষ যুগের অর্থাৎ ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর যুগের অনেকগুলো লক্ষণ রয়েছে। সেগুলো স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে। যেমন :

- মুসলমানদের মাঝে অনৈক্য ও দলাদলি।
  - মিথ্যা ও দুর্নীতির সর্বত্রাসী প্রাদুর্ভাব।
  - ত্রিত্ববাদী খ্রিস্টান তথা দাজ্জালের সর্বত্রাসী আত্মাসন।
  - মারণাস্ত্রধারী পরাশক্তি তথা ইয়াজুজ-মাজুজের উত্থান।
  - সুদ, মদ, জুয়া ও ব্যভিচারের ছড়াছড়ি।
  - আকাশের আবরণ উন্মোচিত। মহাকাশ বিজ্ঞানে অভূতপূর্ব উন্নতি।
  - বন্য জীবজন্তু জড়ো করে দেশে দেশে চিড়িয়াখানা স্থাপন।
  - পুস্তক-পুস্তিকার ব্যাপক প্রকাশনা। মুদ্রণ জগতে অভূতপূর্ব বিপ্লব।
  - নর্তকী ও গায়িকাদের প্রাধান্য।
  - উঁচু উঁচু অট্টালিকা নির্মাণের প্রতিযোগিতা ইত্যাদি ইত্যাদি।
- উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তরটি জানার জন্য পরবর্তী পৃষ্ঠাটি পড়ুন।

৮

আহমদীয়া  
মুসলিম জ্ঞানীদের  
ব্রত:

ভালোবাসা  
সবার তরে  
ঘৃণা নয়কো  
কারো ‘পরে

Love  
for all  
Hatred  
for none

## একই রমযানে চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ ইমাম মাহ্দীর সত্যতার অকাট্য প্রমাণ

إِنَّ لِمَهْدِيْنَا آيَاتِينَ لَمْ تَكُونَا مُنْذُ خَلَقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ  
يَنْكَسِفُ الْقَمَرَ لِأَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ وَتَنْكَسِفُ الشَّمْسُ فِي  
النَّصْفِ مِنْهُ وَلَمْ تَكُونَا مُنْذُ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

অর্থ: ‘নিশ্চয় আমার মাহ্দীর জন্য এমন দু’টি লক্ষণ আছে যা আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি অবধি অন্য কারও সত্যতার নিদর্শন স্বরূপ প্রদর্শিত হয় নি। একই রমযানে (চন্দ্রগ্রহণের) প্রথম রাতে চন্দ্রগ্রহণ ও (সূর্যগ্রহণের) মধ্যম দিনে সূর্যগ্রহণ হবে। আর আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি অবধি এ দু’টি নিদর্শন কারও জন্য অনুষ্ঠিত হয় নি।’ [দারকুতনী, কিতাবুল ঈদাইন, বাব সালাতুল কুসূফ ওয়াল খুসূফ]

এসব লক্ষণ প্রকাশিত হয়েছে এবং ১৮৯৪ ও ১৮৯৫ সনে হাদীসে উল্লিখিত একই রমযানের নির্ধারিত তারিখে চন্দ্র-সূর্য গ্রহণও অনুষ্ঠিত হয়েছে। তখন একমাত্র হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-ই প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহ্দী হবার দাবীদার ছিলেন। একথা সমসাময়িক পত্র-পত্রিকা ছাড়াও এদেশের প্রখ্যাত সুরেশ্বরীর পীর সৈয়দ আহমদ আলী তাঁর ১৯১৬ সালে প্রথম প্রকাশিত ‘মদিনা কলকি অবতারের ছফিনা’ এবং ‘ছফিনায়ে ছফর’ গ্রন্থেও উল্লেখ করেছেন। তাই দাবীদারের সত্যতা অকাট্যভাবে প্রমাণিত।

৯

## ইমাম মাহ্দী (আ.)-কে মানার গুরুত্ব

মহানবী (সা.) ইমাম মাহ্দী (আ.) প্রসঙ্গে বলেছেন:

অর্থ: ‘যখন তোমরা তাঁর **فَادَارَ أَيْتُمُوهُ فَبَايَعُوهُ وَلَوْ حَبْوًا عَلَى النَّجْحِ فَإِنَّهُ خَلِيفَةُ اللَّهِ الْمَهْدِيِّ** সন্ধান পাবে তখন তাঁর বয়াত করবে, যদি বরফের পাহাড়ের উপর দিয়ে হামাগুড়ি দিয়েও যেতে হয়। নিশ্চয় তিনি আল্লাহর খলীফা, আল-মাহ্দী।’ [সুনানে ইবনে মাজা, বাব খুরুজুল মাহ্দী]



**mta**  
INTERNATIONAL  
এমটিএ দেখুন!  
অবক্ষয়মুক্ত থাকুন!

Satellite: Eutel Sat E-70B, 70.5° East,  
Frequency 11211 MHz, Symbol Rate: 5111,  
Polarization: Horizontal, Receiver: DVBS-2  
আরো জানার জন্য লগ ইন করুন: [www.mta.tv](http://www.mta.tv)

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ১৯৯৪ সাল থেকে স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেল ‘মুসলিম টেলিভিশন আহমদীয়া’ (এমটিএ)-র মাধ্যমে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে দিবা-রাত্রি ঋণটি ইসলামের বাণী প্রচার করে বিশ্বের মানুষকে কল্যাণের দিকে আহ্বান করে যাচ্ছে। আপনাদেরকেও দেখার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

১০

## ‘ঐশী খিলাফত’: মুসলিম ঐক্যের একমাত্র পথ

পবিত্র কুরআন ও মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী শেষ যুগের প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহুদী যথাসময়ে এসে গেছেন। তাঁর পবিত্র নাম হযরত মির্ষা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)। তিনি দোয়া, ভালোবাসা, অকাট্য যুক্তি ও নিদর্শন বলে ইসলামের আধ্যাত্মিক বিজয়ের সূচনা করে গেছেন। তাঁর মৃত্যুর পর প্রতিষ্ঠিত খিলাফতের অধীনে এই বিজয়যাত্রা অব্যাহত রয়েছে।

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) আদেশ করেছেন,

অর্থ: ‘তোমরা মুসলমানদের  
ঐশী জামা’ত ও এদের ইমামকে আঁকড়ে ধর’।

تَلْزِمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَ إِمَامَهُمْ

[বুখারী শরীফ, কিতাবুল মানাকিব]

আল্লাহর অশেষ কৃপায় আহমদীয়া মুসলিম জামা’ত একক ঐশী নেতৃত্বের অধীনে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন ভাষায় পবিত্র কুরআনের ও সহীহ হাদীসের অনুবাদ প্রকাশ, আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে টিভি, রেডিও এবং ওয়েবসাইটের মাধ্যমে খাঁটি ইসলামী শিক্ষা প্রচার, মসজিদ নির্মাণ, মিশন ও লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠাসহ ইসলামকে সুদৃঢ় করার বহুমুখী কাজে নিয়োজিত।

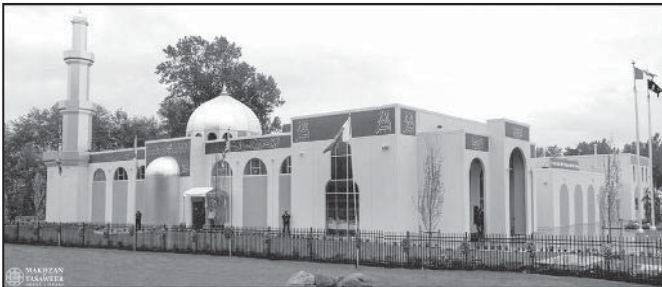
চলুন, আমরা আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের খাতিরে বিষয়টি যাচাই-বাছাই করে নিজেদের ঈমানী দায়িত্ব পালন করি।

১১

## বিশ্ব মুসলিম সংহতির প্রতীক: ‘ঐশী খিলাফত’



যুগ-খলীফার হাতে সারা বিশ্বের বিভিন্ন জাতি-বর্ণের মানুষ বয়ত গ্রহণ করছেন



কানাডার ভ্যানকুবারে সদ্য নির্মিত আহমদীয়া মসজিদ ‘বাইতুর রহমান’

Introduction to the Ahmadiyya Muslim Jama'at (Booklet)/Revised edition (22nd) : 5 October'16/30,000 copies  
Printed by : Bud-Ū-Leavees/Copyright © Islam International Publications Ltd., U.K./ ISBN 978-984-991-135-7

১২

প্রয়োজনে :

যোগাযোগ:

আহমদীয়া মুসলিম জামা’ত, বাংলাদেশ  
৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১

ফোন: ৭৩০০৮০৮, ৭৩০০৮৪৯

Log in: [www.alislam.org](http://www.alislam.org)  
[www.ahmadiyyabangla.org](http://www.ahmadiyyabangla.org)



## Bangla Shomprochar Schedule, November 2016

এমটিএ-তে প্রচারিত বাংলা সম্প্রচারের নভেম্বর মাসের সময়সূচী

Date	Day	URDV	Description/Remarks
01/11/2016	Tuesday	724	25th Episode of Deeni o Fiqhi Masail & Jalsa Speech 2016
02/11/2016	Wednesday	Repeat 636	5th Episode of Ruhani Khazain, a discussion programme on th book of the Promised Messiah (as) & 5th Episode of Muhammad (Saw), Jalsa Speech 2015.
03/11/2016	Thursday	Repeat	Friday Sermon of Previous Week
04/11/2016	Friday	-----	Central Bangla Desk's programme
05/11/2016	Saturday	Repeat 715	12th Episode of Bornali, a Magazine Programme by Lajna members of Bangladesh.
06/11/2016	Sunday	-----	Central Bangla Desk's programme
07/11/2016	Monday	Repeat 723	5th Episode of Halchal, a magazine programme by Khuddam members of Bangladesh.
08/11/2016	Tuesday	725	26th Episode of Deeni o Fiqhi Masail & Jalsa Speech 2016
09/11/2016	Wednesday	Repeat 639	6th Episode of Ruhani Khazain, a discussion programme on th book of the Promised Messiah (as) & 6th Episode of Muhammad (Saw), Jalsa Speech 2015.
10/11/2016	Thursday	Repeat	Friday Sermon of Previous Week
11/11/2016	Friday	-----	Central Bangla Desk's programme
12/11/2016	Saturday	726	13th Episode of Bornali, a Magazine Programme by Lajna members of Bangladesh.
13/11/2016	Sunday	-----	Central Bangla Desk's programme
14/11/2016	Monday	727	6th Episode of Halchal, a magazine programme by Khuddam members of Bangladesh.

Date	Day	URDV	Description/Remarks
15/11/2016	Tuesday	REPEAT	SHOTTER SHONDHANE
16/11/2016	Wednesday	REPEAT	SHOTTER SHONDHANE
17/11/2016	Thursday	REPEAT	Friday Sermon of Previous Week
18/11/2016	Friday	REPEAT	SHOTTER SHONDHANE
19/11/2016	Saturday	REPEAT	SHOTTER SHONDHANE
20/11/2016	Sunday	REPEAT	SHOTTER SHONDHANE
21/11/2016	Monday	REPEAT	SHOTTER SHONDHANE
22/11/2016	Tuesday	REPEAT	SHOTTER SHONDHANE
23/11/2016	Wednesday	REPEAT	SHOTTER SHONDHANE
24/11/2016	Thursday	Live	SS LIVE
25/11/2016	Friday	Live	SS LIVE
26/11/2016	Saturday	Live	SS LIVE
27/11/2016	Sunday	Live	SS LIVE
28/11/2016	Monday	Repeat 703	3rd Episode of Halchal, a magazine programme by Khuddam members of Bangladesh.
29/11/2016	Tuesday	728	27th Episode of Deeni o Fiqhi Masail & Jalsa Speech 2016
30/11/2016	Wednesday	Repeat 641	7th Episode of Ruhani Khazain, a discussion programme on th book of the Promised Messiah (as) & 7th Episode of Muhammad (Saw), Jalsa Speech 2015.

**Wassalam**  
**MOHAMMAD KHAIRUL HAQ**  
**In-charge, MTA Bangla**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“আমি তোমার প্রচারকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছাব।”

ইলহাম-হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)

পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে ইন্টারনেট-এর মাধ্যমে বাংলায়  
যুগ-খলীফা (আই.) প্রদত্ত জুমুআর খুতবা ও সমন্বয়পযোগী নির্দেশনাসহ  
অনুল্য পুস্তকাদি, প্রবন্ধ, পাশ্চিক আহমাদী ও অন্যান্য প্রকাশনা  
পড়তে, শুনতে ও দেখতে **log in** করুন:

[www.ahmadiyyabangla.org](http://www.ahmadiyyabangla.org)

[www.alislam.org](http://www.alislam.org)

[www.mta.tv](http://www.mta.tv)

আসুন, আমরা নিজে দেখি-পড়ি-শুনি এবং অন্যদেরকে উৎসাহিত করি।

Right Management  
Consultants

Software Developer & MIS Solution Provider

Md. Musleh Uddin  
CEO & MIS Consultants

BPL Bhaban, Suite # 303, 2nd floor, 89-89/1 Arambag, Motijheel, Dhaka-1000  
E-mail: right\_mc@yahoo.com, rightmc@gmail.com, web: www.rightmc.org  
Cell: 01720 340 030, Land Phone: 7191965

হাড়-জোড়া, বাত-ব্যথা, স্পাইন এবং  
আঘাত জনিত রোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জন

ডাঃ মোঃ গোলাম রহমান (দুলাল)

এমবিবিএস, ডি-অর্থো (পঙ্গু হাসপাতাল)

এমএস (অর্থো)

সহযোগী অধ্যাপক, অর্থোপেডিক বিভাগ

সাহাবউদ্দিন মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল

মোবাইল: ০১৭১২-০৯০৮২৬

চেম্বার :

ইবনে সিনা ডায়াগনোস্টিক এন্ড কনসালটেশন সেন্টার, বাড্ডা  
বাড়ি নং- চ-৭২/১, প্রগতি স্বরণী, উত্তর বাড্ডা  
ঢাকা-১২১২, বাংলাদেশ।

সিরিয়ালের জন্য:

ফোন : +৮৮০ ২ ৮৮৩৫৫৫৬-৭  
মোবাইল : ০১৮৩২-৮২০৯৫০

সময় : বিকেল ৫.০০টা থেকে ৮.৩০টা (শুক্রবার বন্ধ)  
(বাড্ডা হোসেইন মার্কেটের বিপরীতে)



**AMECON**  
NIAZ METALLIC



Meer Hasan Ali Niaz  
Founder

**Mobile: 01713001536, 01973001536**

H - 79, Block # H / 11, Banani Chairman Bari,  
Zia Int'l Airport Road, Dhaka Tel : 9861046, 8856075, 8812459, Fax:8856075

Jessore Office

Palbari More, New Khairtola  
Jessore.Tel : 67284

Bogra Office

Kanas Gari, Sherpur Road  
Bogra.Tel : 73315

Chittagong Office

205, Baizid Bostami Road  
Ctg.Tel : 682216

[ameconniaz@yahoo.com](mailto:ameconniaz@yahoo.com)

## জলই জীবন/ WATER THERAPY

জল চিকিৎসায় নিম্নবর্ণিত রোগসমূহ নিরাময় হয় :

(১) কোষ্ঠ কাঠিন্য (Constipation)- ১০ দিন পর এই চিকিৎসায় সর্বপ্রথম ফল পাবেন, (২) পাকাশয়জনিত রোগসমূহ (Gastric Problems)- ১০ দিন, (৩) উচ্চ রক্তচাপ (Hipertension)-১ মাস, (৪) বহুমূত্র (Diabetes)-১ মাস, (৫) ক্ষয়রোগ (Tuberculosis)-৩ মাস, (৬) চক্ষুকর্ণ নাসিকা রোগ (ENT Diseases)-৩ মাস, (৭) মুত্রথলী গ্রন্থি বৃদ্ধি রোগ (Enlargement of Prostate Gland)-৩ মাস, (৮) কৰ্কট রোগ (Cancer)-প্রথম থেকে রোগ ধরা পরলে ৬ মাস, (৯) পুরনো কঠিন চর্মরোগ-১ বছর।

জল চিকিৎসার নিয়ম :

(১) ঘুম থেকে উঠে মুখ না ধুয়ে কুলকুচি না করে (without mouth washing) শান্তভাবে ধীরে ধীরে ১.২৬০ লিটার অর্থাৎ বড় গ্লাসের ৪ গ্লাস জল পান করতে হবে। তাড়াহুড়া করা যাবে না। জলপান করার পর ৪৫ মিনিট কোন তরল বা শক্ত খাদ্য (Liquid or solid food) খাওয়া যাবে না। ধূমপান করা যাবে না।

(২) প্রাতঃরাশ, দুপুর ও রাতের আহাৰ (Breakfast, Lunch and Dinner) করার সময় জল পান করা যাবে না। অসুবিধা হলে গলা ভেজাবার জন্য ২/৩ চামচ পরিমাণ জল খেতে পারেন। এই পরিমাণ বাড়ানো যাবে না। দুই ঘন্টা পর ইচ্ছেমত জল পান করা যাবে, দুর্বল বা অসুস্থ হলে চার গ্লাসের পরিবর্তে ১ অথবা ২ গ্লাস দিয়ে শুরু করতে পারেন। তবে অবশ্যই চার গ্লাস পান করতে হবে। যে কোন রোগই জল চিকিৎসায় নিরাময় হতে পারে। বাতজনিত রোগে প্রথম ৭ দিন সকালে ও বিকালে ২ বার এই চিকিৎসা করতে হবে। উপশমের পর শুধু সকালে করলে চলবে।

(৩) দুপুর ও রাতে আহাৰ করে শোয়ার পূর্বে অন্ততঃ আধাঘন্টা অপেক্ষা করতে হবে। ঘুমানোর পূর্বে কোন কিছু আহাৰ করা যাবে না। অসুবিধা মনে হলে ঘুমানোর আগে ২/৩ চামচ জল পান করা যাবে।



ধানসিদ্দি রেস্টুরেন্ট

দোতলা

রোড নং-৪৫, গুট-৩৩, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২

ফোন: ৯৮৮২১২৫

মোবাইল: ০১৭০০৮৩৩২৫২, ০১৯৩০২১৪২৮৪

“জিসমী ইয়াতীরু ইলাইকা মিন শাওক্বিন 'আলা  
ইয়া লাইতা কানাত্ কুওওয়াতুত্ ত্বাইরানী”

তোমার পানে আমার দেহ উড়ে চলে যেতে যে চায়  
থাকতো যদি সাধ্য আমার ভর করে সেই স্বপ্নডানায়  
-হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)



এমটিএ-তে সরাসরি হযূর (আই.)-এর জুমুআর খুতবা শুনুন এবং নিজেকে  
আধ্যাত্মিকভাবে জীবিত রাখুন

এমটিএ-তে খুতবা প্রচারের সময় সূচি

- (১) শুক্রবার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬.০০ সরাসরি সম্প্রচার। পুনঃপ্রচার রাত ১০.২০ মিনিট এবং রাত ৪.০০।
- (২) শনিবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সকাল ৮.১০ এবং বিকাল ৫.০০।
- (৩) রবিবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭.০০।
- (৪) বৃহস্পতিবার একই খুতবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় রাত ৮.০০।

**mta**  
INTERNATIONAL

এমটিএ দেখুন!  
অবক্ষয়মুক্ত থাকুন!

বিজ্ঞাপনের জন্য  
যোগাযোগ করুন  
০১৯১২-৭২৪৭৬৯